বেদের অভিধানকর্ত্তা মহামহো-
ধ্যায় যাস্ক, ঐ মতাবলম্বী, পশ্চিমদেশীয়
বীগণ উল্লিখিত নদীগণের যেরূপ
দ্ধারণ করিয়াছেন, পশ্চাৎ প্রদর্শিত
হইল।

১। শতদ্রী (শতদ্রু) শটলেজ।

২। পরুষ্ণী (ঐরাবতী) রাভি।

অশিক্নী অর্থাৎ "কাল" চিনাব।

দ্বৃধা নদীবাচক শব্দ।
বলেন, উহা আকেসেনিস
াস্ দুই নদীর সম্মিলিত
ত।

৫। বিতস্তা—হাইডাস্পাস, বর্ত্তমান
বহত বা জিলম।

৬। অজিকীয়া—বিয়াস কিংবা
জা।

৭। কুভা—কোপন্, কাবুল নদী।

৮। গোমতী—গোমল।

৯। ক্রুমু—কুরম।

১০। শর্য্যানাবতী—কুরুক্ষেত্র
কটবর্ত্তিনী তরঙ্গিনী।

৪। সুবর্ণকার ও স্বর্ণ।

় যে সময়ে আর্য্যেরা সমাজবদ্ধ হইয়া
াস করিতেন, তৎকালে তাঁহারা ভৃত্য
রিচারিকাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া
ার্হস্থ্য ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন। স্বর্ণা-
ঙ্কার ঋষিমুনিদেরও ব্যবহার্য্য বস্তু
ছল; অতএব বলিতে হইতেছে, স্বর্ণকার
ল তৎকালের সমাজে বিদ্যমান থাকিয়া
প্রাচীন সভ্যতার সাক্ষ্য দিতেছে। তখন
ব্যসামগ্রী নিতান্ত মহার্ঘ বা দুর্লভ
ছিল, বলিতে পারা যায় না। দুর্মূ-
ল্যতা সভ্যতাবৃদ্ধির এক নিদর্শন বটে।
স্বর্ণাদি সুসভ্যতা গুণের পরিচয় দেয়
না। ফলতঃ এতদ্দ্বারা তাৎকালিক
একটি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজের প্রমাণ
দিতেছে। (৮ মণ্ডল, ৪৬ ও ৫৬ সূক্ত)।

৫। বৈদ্য, সূত্রধর ও কর্ম্মকার
প্রভৃতি।

মৎপ্রণীত প্রাচীন আর্য্য রমণী-
গণের ইতিবৃত্তে বিশ্ববারার বৃত্তান্তে
পুরাকালের শ্রীবৃদ্ধির সময়ে যে যে বিষয়
সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছি; এবং পূর্ব্ব-
সংখ্যক বামাবোধিনী পত্রিকাতেও* যে
সমস্ত বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছিল,
এই প্রবন্ধে তৎসমুদয় বিশদ ও অপেক্ষা-
কৃত বিস্তারিত ভাবে কীর্ত্তিত হইতেছে।
৯ নবম মণ্ডলে সঙ্কলিত ঋক গুলির
আলোচনায় স্তুতিপাঠক, বৈদ্য, কর্ম্মকার
সূত্রধরাদির বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইয়াছে।
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় স্বতন্ত্র ভাবে স্ব স্ব
করণীয় কর্ম্ম নিষ্পাদন করিত কি না,
উক্ত নবম মণ্ডলে তাহার কোনই প্রামা-
ণিক চিহ্ন পাইবার উপায় নাই। একটি
স্থলের বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম,
পাঠিকাগণ পাঠ করিয়া দেখুন "হে
সোম! সমস্ত ব্যক্তির কার্য্য এক রূপ
নহে। সকলেরই কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকার।
আমাদের কর্ম্ম বহু প্রকার। সূত্রধর

---

* ১২৯২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের বামাবোধিনী
দেখ।

Pages wanting: p. 1-4

কাষ্ঠ তক্ষণ করে (চাঁচে), বৈদ্য রোগের প্রার্থনা করে, স্তোতা যজ্ঞকারক লোকের কামনা করিয়া থাকে। অতএব, সোম! ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও।"

"কর্ম্মকার শুষ্ক বৃক্ষ-শাখা, পক্ষীর পক্ষ, অস্ত্র শস্ত্র শাণিত করিবার হেতু প্রস্তর, এই কয়েক পদার্থে বাণ প্রস্তুত করিয়া থাকে। আমি স্তবকারক, আমার সন্তান চিকিৎসক, আমার তনয়া প্রস্তরের উপরে যব ভর্জ্জন করে।" (৮ মণ্ডল ১১২ সূক্ত ১, ২, ৩, ঋক্)।

৬। বৃষাদি রন্ধন ও ভোজন।

বৃষাদি রন্ধন ও ভোজনের এবং সমরসময় ব্যতিরেকে অপর সময়েও জন্তু হননের বৃত্তান্ত ভূরি পরিমাণে উল্লিখিত হইয়াছে। ১০ মণ্ডলের ২৭ সূক্ত ১ ঋ... বিষয়ের সুব্যক্ত প্রসঙ্গ রহিয়াছে। অ... কি আর্য্যগণের উপাস্য দেবতা ইন্দ্রও, ... ভক্ষণ হইতে নির্লিপ্ত ছিলেন কিনা সে... দশম মণ্ডলের ২৮ সূক্তের তৃতীয় ঋ... উক্ত হইয়াছে, 'ইন্দ্র! তাহারা ... রন্ধন করে, তুমি তাহা আহার কর...

৭। ঋষিদের সাংসারিক ...

হিরণ্যস্তব ঋষি, সো... স্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছিলে... এরূপে তোমার ক্ষরণ ... তাহাতে আমরা সম্পত্তি, হিরণ্য, ঘোট... ধেনু ও সন্ততি পাই। এই স্তোত্র পা... ঋষিগণের সাংসারিক সুখভোগ প্রবৃ... কত অধিক, জানা যায়।

উদাসীনের চিন্তা।

মানব আত্মা পরিবর্ত্তন শীল। সৃষ্টিকালে ইহার অবস্থা যেরূপ থাকে, চিরকাল সেরূপ থাকে না। নীল নভোমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, উজ্জ্বল হীরকোপম তারকা মণ্ডলী কি কথা বলিবে? তাহারা বলিবে জীবনের প্রারম্ভকাল হইতে আজি পর্য্যন্ত তাহাদের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সময়ের তরঙ্গাভিঘাতে তাহাদের সৌন্দর্য্যের কণা মাত্রও ক্ষয় হয় নাই, প্রকৃতির ক্রিয়াশীল শক্তি জন্য তাহাদের সৌন্দর্য্যের বিন্দুমাত্রও বৃদ্ধি হয় নাই। নক্ষত্রমালা পরিত্যাগ করিয়া জননী ধরিত্রী দেবীর ব...র দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দে... এখানে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ... ঘটিতেছে। সময় ধরণীর পক্ষে নিরর্থ... বহিয়া যাইতেছে না, কিছু না কি... পরিবর্ত্তন করিতেছে। কিন্তু এ প... বর্ত্তনের লক্ষ্য কি পৃথিবী তাহা জা... না। পৃথিবী সংজ্ঞাবিহীন, জড় পদার্থ... নিষ্ক্রিয় ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। ক্রিয়া... শীল শক্তি সমূহ তাহাকে হস্তের ক্রীড়... নক করিয়া দুর্জ্ঞেয় বিধির অনুবর্ত্ত... করিতেছে। মানব আত্মার পরিবর্ত্ত... কি এ শ্রেণীর পরিবর্ত্তন? মানব-স্বাধী... নতার বিরোধী অদৃষ্টবাদী ...

...লে অমিয় বল দেখাইতে পারে না। শৈশব কাল হইতে যদি সু অভ্যাস জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে যৌবনে বড়ই বিপদ। কিন্তু শৈশব কালের অনেক অভ্যাস মাতা, পিতা, শিক্ষক এবং প্রতিবেশী সমবয়স্ক বালক বালিকার উপর নির্ভর করে। এই সকল ব্যক্তি যদি শৈশব কাল হইতে মানব চরিত্র বিকৃত করিয়া না ফেলেন, তাহা হইলে ইচ্ছা তাহার প্রাকৃতিক শক্তি ...রায় রাখিতে পারে। কিন্তু আক্ষেপের ...য়র এই যে স্নেহের বিকৃতি নিবন্ধন ...নক পিতা মাতা, শিক্ষক, বন্ধু, ...ীয় স্বজন শৈশব কালে মানব চরিত্রে ...ত্মক রোগের বীজ প্রবেশ করাইয়া ... অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করিয়া ... মাত্রই বাল্যকালে

আবদার করিয়া থাকে। প্রতি... করিতে গেলে ভীষণস্বরে চীৎকার করি... দয়ার প্রবাহ উত্তেজিত করিবার ... প্রয়াস পায়। দুর্ব্বলচিত্ত স্থূলদর্শী সন্তা... কুশলানভিজ্ঞ আত্মীয় সন্তানের নয়নধ... দেখিয়াই বিগলিত হইয়া যান ... তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন। ... রূপ কু অভ্যাস গঠিত হইতে আর... হয়, সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা শক্তির স্বাভাবি... বলক্ষয় হইতে থাকে। এই ইচ্ছা শক্তি... আবার পুনর্জ্জীবিত ও সবল করিতে হইবে... পূর্ব্বার্জ্জিত অভ্যাসের বিরুদ্ধ অভ্যা... সংগঠন করিতে হইবে। তাহা না হইলে... আত্মা কখনও উন্নতি লাভ করিতে... পারিবে না, বরং ক্রমশঃ হীনদশা... প্রাপ্ত হইয়া অধোগমন করিতে... থাকিবে।

হাই বলুন না কেন, আমরা মানবকে
জীব ধরিত্রীর ন্যায় কেবল জড় শক্তির
াড়নক মনে করি না। যাঁহার শক্তিতে
শ্বের সমস্ত পদার্থ নিয়মিত হইতেছে,
স্ত জড় পদার্থ যাঁহার অমোঘ বিধির
াবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব জীবনের উদ্দেশ্য
ধন করিতেছে, সেই বিশ্বশিল্পীই মানব
ষ্টিতে স্বাধীনতার বীজ বপন করিয়া
াচিত্র জগতের বৈচিত্র আরও উজ্জ্বলতর
করিয়াছেন। মানব-পরিবর্ত্তন ধ্রুব।
তাহাতে মানবের হস্তক্ষেপ করিবার
াধ্য নাই। যদি কোন পুরুষ বা রমণী
মনে করেন, তিনি যেখানে আছেন সেই
খানেই দণ্ডায়মান থাকিবেন, এক পা
অগ্রসর কিম্বা পশ্চাৎপদ হইবেন না, তাহা
হইলে আমরা বলিব তাঁহার মত বিকৃত-
মস্তিষ্ক ভ্রান্তবুদ্ধি জীব জগতে আর দুইটী
াই। মানুষ! তুমি চলিবে, ইহা বিধাতার

সে জ্ঞান না থাকিলে মানুষ দিঙ্‌নি...
করিতে সমর্থ হইত না। জ্ঞানশক্তি
দ্বারা লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করিয়া ইচ্ছাশক্তি
প্রয়োগে লক্ষ্য লাভের জন্য চেষ্টা করিতে
হয়। যাহার কেবল জ্ঞান আছে, অর্থাৎ
যে জানে যে কি কাজ ভাল এবং কি
কাজ মন্দ, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির তেমন বল
নাই, সে অকর্ম্মণ্য জড়পিণ্ড অপেক্ষা
কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। মনে কর
কোন এক রমণী বুঝিতে পারিলেন যে
স্বার্থপরতাই মানব জীবনের ভয়ান
শত্রু, নরনারীর সেবার জন্য আত্ম-তে
বিলাসের ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দেও
প্রকৃত মহত্ত্ব এবং নারী জীবনের
মাত্র লক্ষ্য, অথচ তাঁহার দুঃখিনী
বেশিনী যখন অনাহারে ওষ্ঠাগত
হইয়াছেন, তখন তিনি
উপবেশন

... করিয়া থাকে।” হার্ডার ...মক ইংরাজ গ্রন্থকার বলেন “স্ত্রীলোকই ...ষ্টির মুকুট।” লেসিং নামক জর্ম্মণ ...ন্থকার বলেন “যে প্রকৃতির সর্ব্বোত্তম ...স্ত্রীলোক।” হুইটিয়ার্ নামক আমে-...রিকান কবি বলেন “যে খৃষ্টীয়ানগণের ...শ্বাস যদি সত্য হয় যে স্ত্রীলোকের ...দোষে মানবজাতি পৃথিবীতে স্বর্গ সুখ ...হারাইয়াছে, তাহা হইলে ইহাও সত্য ...য পুনরায় স্ত্রীলোকের সাহায্যেই পৃথি-বীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইবে।” পূর্ব্বোক্ত বল্‌টেয়ার আর এক স্থানে বলিয়াছেন, “পুরুষগণের সমস্ত জ্ঞান স্ত্রীলোকের বিশুদ্ধ প্রেমের সহিত তুলনা হয় না।” সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মবীর লুথার বলিয়াছেন “স্ত্রীলোকের দয়ার্দ্রচিত্তের ন্যায় কমনীয় বস্তু পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই।” এমারসন্ নামক সুবিখ্যাত আমেরিকান্ গ্রন্থকার বলেন “স্ত্রীলোক মূর্ত্তিমতী কবিতা।”

বোম্বাই জাতীয় মহাসমিতির মহিলা প্রতিনিধিগণ।

গত ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই নগরে ...য় মহাসমিতির যে পঞ্চম বার্ষিক ...ধিবেশন হয়, তাহাতে যে কয়েক জন ...শীয় মহিলা প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ...লেন আমরা পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নাম ...কাশ করিয়াছি। অদ্য তাঁহাদিগের ...হার কাহার কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ...বরণ প্রদান করা যাইতেছে। ইহাঁ-...দিগের মধ্যে দুইজন ইংরাজ মহিলা ...ছলেন—কুমারী রয়েস্ কারলুটন, ...ম, ডি, ও বিবি এমা রাইডার, এম, ডি। ...মারী কারলুটন অম্বালা নগরে ...ষ্টধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন ...ং অতি অল্প পারিশ্রমিক গ্রহণ পূর্ব্বক ...দেশীয় স্ত্রীলোকগণের চিকিৎসা করিয়া ...কেন। অম্বালার দেশীয় পুরুষ ও ...মহিলাগণ সকলেই ইহাঁর গুণে মুগ্ধ। ইনি অম্বালার দেশীয় মহিলা সমাজের প্রতিনিধিরূপে জাতীয় ম...সমিতিতে উপস্থিত হয়েন। বিবি রাইডার আমেরিকার এম, ডি, উপাধিধারী সুবিজ্ঞ চিকিৎসক। ইনি পণ্ডিতা রমাবাইয়ের সঙ্গে এদেশে আগমন করিয়াছেন। ভারত মহিলার উপকার সাধনই ইহাঁর ভারতে আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। ইনি বোম্বাই নগরে একটী মহিলা সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। উহা দ্বারা তথাকার দেশীয় মহিলাগণ বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। যে সকল দেশীয় অল্পবয়স্কা বিধবা মহিলা আশ্রয়হীনা, তাহারা যাহাতে কুপথে গমন না করিয়া সদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তজ্জন্য তাহাদের নিমিত্ত ইনি একটী শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তথায়

শিল্প শিক্ষা করিয়া এই সকল মহিলা সৎপথে থাকিয়া স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। শ্রীমতী ত্রিম্বক কালারান্ একজন মহারাষ্ট্রীয়া ব্রাহ্মণমহিলা। ইনি খৃীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। ইহাঁর স্থাপিত অনেকগুলি ছোট বড় বিদ্যালয় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং তাহাদিগের কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে। শ্রীমতী কাশীবাই কনিৎকার, ইনিও একজন মহারাষ্ট্রীয়া মহিলা। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সুবিখ্যাতা ডাক্তার আনন্দবাই যশীর জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। "মনোরঞ্জন" নামক যে মাসিক মহারাষ্ট্রীয় পত্রিকা পুনা নগর হইতে [illegible]শিত হয়, শ্রীমতী কনিৎকার ও তাঁহার স্বামী তাহা সম্পাদন করিয়া থাকেন। শ্রীমতী নিকম্বী [illegible] ষ্ট্রীয়া খৃীষ্টীয় মহিলা। ইহাঁর স্বামী মহ রাষ্ট্রীয় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদের মধ্যে খ্যাত্য পন্ন। স্বদেশীয়া মহিলাগণের মধ্যে শিক্ষ বিস্তারে ইনি বিশেষ সাহায্য করিয় ছেন। কুমারী মাণিকজি করসেট পারসীক মহিলা। বোম্বাই নগরে এলেব জান্দ্রা বালিকা বিদ্যালয় নামে যে বিদ্য লয় আছে, ইনি তাহার পরিচালিকা। ই সুশিক্ষিতা ও স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের প বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন। ই ধনী ও উচ্চ পারসীক বংশ-সম্ভূতা। এ কয়েকটী মহিলা ব্যতীত পণ্ডিতা রম বাই ও তিনজন বাঙ্গালী মহিলা প্র নিধি রূপে উপস্থিত হইয়াছিলে ইহাদিগের বিষয়ে এখন কিছু নিষ্প্রয়োজন।

বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ।

দাস বিক্রয় প্রথার উৎপত্তি।

১৪৪২ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগেলের রাজা হেন্‌রি সহচর অনুচর সহ সমুদ্রে বিহার করিতে করিতে আফ্রিকার উপকূলে উপস্থিত হন। রুসাডর নামক স্থানের মুরজাতীয় কতকগুলি ভদ্র লোক রাজা হেনরির সহ পরিচিত হন এবং প্রত্যাগমন কালে তাঁহাকে কয়েকটী নিগ্রোদাস উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। হেন্‌রি তাহাদিগকে লিসবন্ নগরে লইয়া আসিয়া স্বীয় দাসস্বরূপ পরিগণিত করেন। আফ্রিকা মহাদেশে দাস বিক্রয় প্র প্রচলিত আছে ইয়োরোপের লো উপরিউক্ত ঘটনা দ্বারা প্রথম জানিত সক্ষম হয়। ১৪৮১ খৃঃ অব্দে কয়েক জ পর্ত্তুগীজ বণিক আফ্রিকায় গমন করি তথা হইতে কতকগুলি নিগ্রোদাস ক্র করিয়া লইয়া আসেন। ইহার পর হই ইয়োরোপস্থ নানা প্রদেশের বণিক দাস বিক্রয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন জন্ হকিন্স নামক একজন ইংরা ইংলণ্ডবাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে দ

ারসায় আরম্ভ করেন। রাজ্ঞী এলিজে তাঁহাকে নাইট্ উপাধি দ্বারা ভূষিত । ১৬১৮ খৃঃ অব্দে রাজা জেম্ রাজত্ব কালে সার রবার্ট রিচ অনেকগুলি ইংরাজ বণিক আফ্রিকা দাস ব্যবসায় করিবার নিমিত্ত ার নিকট হইতে আদেশ প্রাপ্ত হন। ার পর এই জঘন্য প্রথার বিষময়ফল েমেরিকায় ফলিতে থাকে এবং সুসভ্য য়ােরােপীয়গণ এক দাসজাতির সৃষ্টি রিয়া আপনাদিগের নীচতম প্রকৃতির রিচয় দান করেন।

আমেরিকায় স্ত্রীলােকদিগের উচ্চ শিক্ষা।

স্ত্রীলােকগণের বিদ্যা শিক্ষা তাঁহা- দিগের নিজের পক্ষে ও মানব সমাজের ক্ষে কতদূর শুভফলপ্রদ, এ বিষয়ে াজ ও সভ্যজগতে বাদানুবাদ চলিতেছে। াস্তবিক পুরুষগণের অনুরূপ স্ত্রীলােক গকে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা শিক্ষা প্রদান রার কোন প্রকার অহিতকর ফল ইতে পারে কিনা এ পর্য্যন্ত সে বিষয়ের ্থর সিদ্ধান্ত হয় নাই। আজ কাল আমেরিকায় যে সকল মহিলা বিশ্ব বিদ্যা- য়ের নানা বিষয়ক উচ্চ উচ্চ পরীক্ষা দান করিতেছেন, দেখা যাইতেছে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বিবাহের প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিতেছেন। যে সকল স্ত্রীলােক নানাবিদ্যায় সবিশেষ ারদর্শিতা ব্যক্ত করিতেছেন, তাঁহারা যদি বিবাহ না করেন, তাহা হইলে উচ্চ স্ত্রী-শিক্ষার একটী প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। উচ্চ শিক্ষিতা স্ত্রীলােকদিগের সন্তানগণের স্বভাবতঃ যেমন বুদ্ধিমান, মেধাবী ও প্রতিভাসম্পন্ন এবং বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষিত হইবার সম্ভাবনা, এমন অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা মহিলাদিগের নহে। অতএব উচ্চ- শিক্ষিতা স্ত্রীলােকগণ স্বীয় স্বীয় উপ- জীবিকা নির্ব্বাহে সক্ষমা বলিয়া যদি বিবাহ না করেন, তাহাহইলে তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজের যে উপকার লাভের আশা করা যায়, তাহার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়। সুসভ্য আমেরিকায় উচ্চ স্ত্রী শিক্ষা হইতে সমাজের কতদূর স্থায়ী উপ- কার হইবে, সে বিষয়ে অনেক চিন্তাশীল লেখক সন্দিহান হইয়াছেন। কিন্তু অধিক- তর সংখ্যায় স্ত্রীলােক উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদিগের মধ্যে সকলেই যে বিবাহপরাঙ্মুখা থাকিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে।

মুসলমানদিগের নমাজ।

মুসলমানধর্ম্মের এই কঠোর নিয়ম যে বিশ্বাসী মুসলমান প্রতিদিবস পাঁচ বার নমাজ বা ঈশ্বর-স্তব করিবে। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ উপাসনা বা প্রার্থনা করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট বা নিভৃত স্থানে গমন করিয়া থাকে, কিন্তু মুসল মান ধর্ম্মে উপাসনার জন্য স্থানের সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। নমাজের সময় উপ-

স্থিত হইলে, বিশ্বাসী মুসলমান যদি তখন লোকালয়ে থাকেন, তাহাহইলে তিনি তথায় নমাজে প্রবৃত্ত হন। তুরস্ক দেশের নগর বা গ্রামের পথপার্শ্বে ঐরূপ দৃশ্য দেখা গিয়া থাকে। বণিক বা দোকানদার নমাজের সময় উপস্থিত হইলে বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নমাজ করিতে প্রবৃত্ত হন। খ্রীষ্টীয় বা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীগণকে ৫ বা উপাসনা সম্বন্ধে মুসলমানদিগে নিয়ম-পরায়ণ দেখা যায় না। হি ব্রাহ্মণদিগের ত্রিসন্ধ্যা উপাসনার আছে, কিন্তু তাহা এখন নিতান্ত শি হইয়া পড়িয়াছে।

মহর্ষি সক্রেটিস।

সাধুগণ আমাদের নিদ্রিত আত্মাকে জাগাইয়া দেন এবং অস্ফুট শক্তি ও সৎপ্রবৃত্তি সমূহকে বিকশিত করিয়া তুলেন। আমাদের আত্মার যে সকল অভাব আছে, মহৎ লোকের জীবনে সেই সকলের পূরণ দেখিলে স্বতঃই আমাদের প্রীতি ও ভক্তি তাঁহাদের দিকে ধাবিত হয়। আমাদের জীবনে জড়তা ও বিষাদের ভাব সর্ব্বদা আসিয়া থাকে; কিন্তু মহৎ জীবনী ইন্দ্রজালের ন্যায় নির্জীবকে সজীব করে এবং হতাশ ও বিষণ্ণকে অনন্ত উৎসাহে পূর্ণ করে। সেই জন্যই সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মনুষ্য স্বভাবতঃই মহৎ ব্যক্তিগণের পক্ষপাতী হয় এবং অসামান্য প্রতিভাশালী লোকদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা করে।

পৃথিবীতে যত সাধু ও মহাত্মা জন্মিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সত্য ও ধর্ম্মের জন্য জীবন পর্য্যন্ত অম্লান মুখে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহারাই চিরকাল মানব হৃদয়ে উচ্চতম স্থান পাইয়া থাকেন। ইতিহাস এই সকল মহাত্মাদেরই জীবনচরিত। ইহারা ঐশ্বরি শক্তির বলে কুসংস্কারের অন্ধকার কুজ্‌ঝটিকা ভেদ পূর্ব্বক সত্যের আলো বিস্তার করিয়া পৃথিবীকে আমাদে বাসোপযোগী করিয়াছেন। ইয়ুরো খণ্ডের ধর্ম্মবীরগণের শীর্ষস্থানীয় মহাত্ম সক্রেটিসের জীবন বৃত্তান্ত এস্থলে সংক্ষে লিখিত হইতেছে।

খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঈশার জন্মের ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস দেশের এথেন্স নগা মহামতি সক্রেটিসের জন্ম হয়। তাঁহা পিতা সোফ্রোনিস্‌কাস্ একজন প্রস্ত খোদক ছিলেন এবং তাঁহার জনন ধাত্রীর কার্য্য করিতেন।

বাল্যকালে সক্রেটিস পৈতৃক ব্যবসা প্রস্তর-খোদকের কার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সমাজে সত্য ও ধ প্রচার করিতে ঈশ্বরের দ্বারা আদি হইয়া মধ্যে মধ্যে পেলিষ্টা বা বাজারে যাইয়া প্রচার করিতেন। তিনি প

ভ্রমণপূর্ব্বক শিষ্যবর্গকে উপদেশ করিতেন, কোনও স্থানে বিশেষ কৃতা বা আলোচনা করিতেন না। নি অল্প স্থলেই উপদেশ দিতেন,প্রত্যুত শ্ন পরম্পরা দ্বারা শ্রোতার মনে তাঁহার চ ও উপদেশের মর্ম্ম দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া তেন। এইরূপ শিক্ষা প্রণালীকে সক্রেটিক্ শিক্ষা-প্রণালী" কহে। তনি নূতন তর্ক-প্রণালী ব্যবহার করি-তেন। আমাদের দেশস্থ মহাত্মা রাম-মাহন রায় সেইরূপ তর্ক-প্রণালী প্রভাবে বিপক্ষদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সক্রেটিসের সাংসারিক অবস্থা তত সচ্ছল ছিল না। তিনি দেখিতে কদা-কার ছিলেন; তাঁহার ওষ্ঠ, নাসিকা ও শরীর বড়ই স্থূল ছিল। জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়া লিয়াছিলেন "তোমার চেহারা দেখিয়া বোধ হয় তুমি নিতান্ত বদ্মায়েস্ লোক।" মহাত্মা বিনীতভাবে বলিলেন,"যথার্থ আমার দেহ যেমন কদর্য্য, মনও তেমনি। আমি কেবল মানসিক বল দ্বারা কুপ্রবৃত্তিগুলিকে শাসনে রাখিয়াছি।" তাঁহার একজন শিষ্য বলিয়াছিলেন—"তিনি দেখিতে পশুবৎ, কিন্তু এই পশু-বৎ বাহ্য মুখসের ভিতর এক দেবতা লুক্কায়িত আছেন। যখনই এই নররূপী দেবতা প্রকাশ্য স্থানে সত্য-সুধা বিতরণ করিতেন, তখনই সকল প্রকৃতির ও সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়া-" তাঁহার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে প্লেটো, জেনোফন্, ইউক্লিড্, এপলোডোরাস্, এরিষ্টিপিয়াস্, পিয়ো ও ক্রিটিয়াস্ ইহা-রাই প্রধান। ধনী নির্ধন, মূর্খ পণ্ডিত, সকলেই সমানভাবে সক্রেটিসের নিকট স্নেহ ও সমাদর পাইতেন। ইনি ধনের মর্য্যাদা করিতেন না। শীত, গ্রীষ্ম সকল সময়েই একই পরিচ্ছদ ব্যবহার করি-তেন। কখনও পাদুকা ব্যবহার করি-তেন না, কিন্তু তুষারের উপর দিয়াও সর্ব্বাগ্রে পদব্রজে চলিতে পারিতেন। তাঁহার সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতাও অসা-ধারণ ছিল। ডেলিয়াম্ যুদ্ধে নিজ-দল পলায়নোন্মুখ হইলে সক্রেটিস্ গম্ভীরভাবে শত্রুমিত্রের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে নিজ শয়ন-মন্দিরে পদচালনার ন্যায় ধীরে ধীরে রণক্ষেত্র হইতে গৃহাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। পটিডিয়ার যুদ্ধেও বিশেষ কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যেরূপ অকুতোভয়ে নিজ নির্দ্দিষ্টস্থানে অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকি-তেন, রাজনৈতিক আন্দোলন কালেও সেইরূপ। যদিও কেবল দুইবারমাত্র রাজনৈতিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া-ছিলেন, তথাচ তাহাতে বিলক্ষণ বীরত্ব ও সত্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রথমবার, আর্গিনুসী যুদ্ধ-প্রত্যাগত সেনানীগণের বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইলে কেবল সক্রেটিস্ই তাহার প্রতিবাদ করেন। দ্বিতীয়বার, বিখ্যাত ত্রিংশৎ অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা (Tyrants) জনৈক নির্দোষী ব্যক্তিকে দণ্ডবিধানের

জন্য আজ্ঞা করিলে সক্রেটিস্ নিজ জীবন রক্ষার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহাদের অন্যায় আদেশের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কথিত আছে ঐশ্বরিক বাণী সক্রেটিসকে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছিল। জীবনের পরীক্ষার ও বিপদাপদের সময় তিনি এই ঐশ্বরিক বাণী শুনিতে পাইতেন। যুদ্ধ কাল ব্যতীত তিনি কখনও এথেন্সের বাহিরে যাইতেন না। দুইজন থেসেলী-দেশীয় যুবরাজ অর্থের লোভ দেখাইয়া তাঁহাদের দেশে বাস করিতে সক্রেটিসকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাত্মা স্বাধীনভাবে উত্তর দিয়াছিলেন যে,যাহার প্রতিদান দিতে পারিবেন না, এরূপ উপহার লইতে পারেন না; এবং তাঁহার অভাব অল্পই, কারণ দুই তিন আনা পয়সামাত্র হইলেই এথেন্সে উদরপূর্ত্তি করা যায়, ও নির্ঝর সর্ব্বদাই নির্ম্মল-বারিপূর্ণ থাকে, অতএব অধিক ধনেরও প্রয়োজন নাই।”

সক্রেটিসের রসিকতা ও স্বাধীন-চিন্তাতে সকলেই মুগ্ধ হইত। তৎ-কালের সফিষ্ট নামক পাণ্ডিত্যাভিমানী সম্প্রদায়ের ন্যায় তিনি ছাত্রগণের নিকট হইতে বেতন লইতেন না। সফিষ্টদের ন্যায় কাল্পনিক মত প্রচারে মাথা না ঘুরাইয়া, তিনি জ্ঞানকে দেবগণের নিকট হইতে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিতে প্রয়াসী ছিলেন। সিসিরো তাঁহার বিষয়ে বলিয়াছেন “তিনি দর্শনকে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আনিয়াছেন।” সত্য সাধুতা, ন্যায়পরায়ণতা তাঁহার আ বিষয় ছিল। তাঁহার মতে মনুষ্য মনুষ্যের প্রকৃত আলোচ্য বিষয়।

সক্রেটিসের বন্ধু চিরেফন ডেল্ ধর্ম্মযাজিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে “সক্রেটিস্ অপেক্ষা কেহ জ্ঞানী আছে কি না?” উত্তরে দৈববাণী বলি “কেহই না।” মহাত্মা এই দৈববাণী সত্যাসত্য জ্ঞাত হইবার জন্য কবি দার্শনিকাদি সকলের নিকটেই যাইতেন কিন্তু দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদে যেরূপ খ্যাতি, তদনুরূপ জ্ঞান কিছুই নাই, অথচ সকলেই জ্ঞানাভি মানী। এইরূপে অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে তাঁহার মত অপরেও কিছু জানেন না, তবে তাঁহারা যে জানেন না, ইহা বুঝেন না। কি তিনি যে কিছুই জানেন না এই সত্য তিনি বেশ বুঝেন। বিদ্বান লোকের নিক যাইয়া তিনি হাবা সাজিয়া বিনীত ভা প্রশ্ন করিতেন ও তাঁহারা উত্তর করিতে ক্রমে ক্রমে অকাট্য তর্কজাল বিস্তা পূর্ব্বক তর্কচূড়ামণি মহাশয়দিগকে ভূতল শায়ী করিয়া নিজ তর্কজালেই বদ্ধ করিয় লজ্জিত করিতেন। তাঁহার বিরুদ্ধ প রোষ ও লজ্জাতে পূর্ণ হইয়া অধী হইয়া পড়িত, কিন্তু সক্রেটিসের মস্তি সর্ব্বদাই শীতল থাকিত ও তিনি সহা বদনে তর্ক করিতেন। এই জন্য তাঁহাকে ভয় ও ঘৃণা করিত। তিনি

য় অপ্রিয় ত হইবেনই। কেবল প্রকাশ্য নে অজ্ঞানতার জন্য উপহসিত হইতে হ? ইউপলিস নামক জনৈক কবি য়াছিলেন "আমি এই ছোট লোক-ক ঘৃণা করি। এ সর্ব্বদাই বকিতেছে কোথায় অন্ন পাইবে এই বিষয়টী য় আর সকল বিষয়ই তর্ক করিয়া ন্ত করিয়াছে।" দেশাচারের বিরুদ্ধে াতে সমাজ তাঁহার প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা ধিক নির্যাতন আরম্ভ করিল। সক্রেটিস্ শঙ্কচিত্তে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে াগিলেন ও দেশাচার লোকাচারের প্রতি কপাত না করিয়া নিজ বিবেকের বা তাঁহার "ঐশ্বরিক বাণীর" বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদা নির্ভয়ে অসত্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সত্যের ধ্বজা উড়াইয়া তর্কবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সমাজনেতৃগণ ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। চির-বাস-পথের কাঙ্গাল এক ব্যক্তি সকলকেই তুচ্ছ করিবে, "বাপ পিতামহ" হইতে যাহা চলিয়া আসিতেছে সকলি উলটাইয়া দিবে, জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত চূড়ামণিদিগকে সর্ব্বলোকসমক্ষে অপদস্থ ও লজ্জিত করিবে, ইহা কে সহ্য করিতে পারে?

(ক্রমশঃ)

জন্তু-বিজ্ঞান।

(৩০১ সংখ্যা ৩১৫ পৃষ্ঠার পর।)

১। শ্রেণী বিভাগ।

একটী ঘরে যদি ৫০ খানি ব্যবহারের কাপড়, ২০০ খানা পুস্তক, ২।১ দিস্তা কাগজ, চারি পাঁচটী কলম, যদৃচ্ছাক্রমে চারিদিকে ছড়ান থাকে, তবে তাহার কোন একটা জিনিষ প্রয়োজনের সময় খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। একখানি চিঠি লিখিতে গেলে কাগজ কলম ঠিক করিয়া গুছাইয়া লওয়া বড় সহজ হয় না। কিন্তু যদি যথাস্থানে জিনিষ গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গুছান থাকে, তবে যত ইচ্ছা কাগজ, কলম, বই, কাপড় এক ঘরে রাখিয়া দেও, যখন যেটির প্রয়োজন, ঠিক্ সেইটি তৎক্ষণাৎ পাইবে। এক মুষ্টি চাউল যদি একটী ঘরে ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে দেখিতে যেন অসংখ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আবার দুই মুষ্টি চাউল যদি একটী স্থানে রাখা যায়, তবে দেখিতে বড়ই অল্প বলিয়া মনে হয়। শৃঙ্খলার গুণে অধিক যেন অল্প বলিয়া মনে হয়, অসংখ্যও যেন আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়ে। শরতের নির্ম্মল আকাশে, নীল আকাশভরা যত নক্ষত্র দেখিতে পাই, সাধারণতঃ আমরা সেগুলি অসংখ্য বলিয়া ভাবি। বাস্তবিকও অসংখ্য অনন্ত লোক, এই অনন্ত শূন্য ব্যাপিয়া আছে। কিন্তু আমরা চক্ষে যতগুলি

নক্ষত্র দেখিতে পাই, সেগুলি গণিয়া শেষ করা গিয়াছে। শৃঙ্খলার বলে, শ্রেণী বিভাগের ফলে, আকাশে কত তারা আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি। ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত এ জগৎ-ভরা কত জীব, কত জন্তু! কিন্তু একটু গুছাইয়া লইতে পারিলে, ইহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। একবার শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লইতে পারিলে সমগ্র জন্তু জাতির বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, কিঞ্চিৎ আয়ত্ত করাও সহজ হয়। সুতরাং শ্রেণী বিভাগ বিজ্ঞানের প্রথম সোপান। কিন্তু কার্য্যটি বড় কঠিন।

এ দেশে জাতির একটী নাম বর্ণ। যখন আর্য্যেরা সকলে শুক্লকায় ছিলেন, তখন বর্ণ লইয়া জাতির প্রভেদ করা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়াছিল। এখন কিন্তু আমরা শত শত অতিবড় কুলীন সন্তানদিগকেও নিবিড় কৃষ্ণকায় দেখিতে পাই। বর্ণ একটা অতি পরি-বর্ত্তনশীল বাহ্যিক অবস্থা। ইহার উপর জাতি বিভাগ চলে না। বাহ্যিক আকৃ-তিতেও জাতি স্থির হয় না। চারিখানি পা দেখিয়া যদি চতুষ্পদ বলিয়া একটী জাতি স্বীকার করা যায় এবং ঐ জাতি হইতে পক্ষী, পতঙ্গ, সরীসৃপ, মৎস্য প্রভৃতি বাদ দেওয়া যায়, তবে বড় ভ্রমে পড়িতে হয়। কারণ, পক্ষী জাতির ডানা, সম্মুখের দুখানি পায়ের রূপান্তর মাত্র। যদিও তদ্দ্বারা এখন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, কিন্তু উড়িয়া যাওয়া ও ভ্রমণ উভয়ই এক জাতীয় কার্য্য। আব ইহাও বুঝা যায় যে, চারিখানি পা সম পরিবর্ত্তিত হইয়া মৎস্য জাতিতে তা দের ডানার সৃষ্টি করিয়াছে। সাপে পা নাই, ইহাই লোকের বিশ্বাস; ক কথায় বলে, সাপের পা দেখিলে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সভি চারিখানি পার চিহ্ন ও অঙ্কুর রহিয়াছে এ হিসাবে স্তন্যপায়ী জাতি, পক্ষী, সরী সৃপ, উভচর জাতি ও মৎস্য চতুষ্পদে অন্তর্গত। সুতরাং এরূপ বিচারে শ্রে বিভাগ চলে না। শরীরের অঙ্গ প্রত্য গঠন প্রণালী, আকৃতি এ গুলির উপ জাতি বিভাগ অবশ্যই নির্ভর করে কিন্তু শুধু তাহাতেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গাদির আভ্যন্তরীণ গঠনপ্রণালী ও কার্য্যোপযোগিতার বিচার করা চাই।

মনেকর একস্থানে দুইটী কল আছে কল দুইটীই বদ্ধ। দুইটী কলেই দেখ গেল যে, দুইখানি করিয়া দীর্ঘ হাত এবং দুটী করিয়া বড় পেঁচ আছে। যদি ইহা দেখিয়াই দুইটিকে এক শ্রেণীর কল বলিয়া স্থির করিয়া লওয়া যায়, তবে ভুল হইলেও হইতে পারে। যখন কল দুইটি কার্য্য করিতে থাকে, তখন মনে কর, দেখাগেল, যে, একটীর হাতা দুই খানি অগ্নিতে বাতাস দিবার জন্য; এক টীর পেঁচ, অগ্নির উত্তাপ নিয়মিত করে অপরটির পেঁচ চাকা ঘুরায়। তখ হাতা বা পেঁচের লক্ষণে যন্ত্র দুইটী লক্ষণ ক্রান্ত করিয়া এক শ্রেণীভুক্ত করা যাইবে

না বরং একটীর যাহা হাতা, টীর তাহাই পেঁচ। "ভোঁ ভোঁ করি- ভোমরা হয় না। গলায় পৈতে লেই বামন হয় না।" এজন্য শ্রেণী গের সময় অঙ্গ গঠন প্রক্রিয়া rphology) এবং অঙ্গের ক্রিয়া ysiology) স্থির করিতে হয়। এই- বাহ্যিক আকৃতিতে সহস্র প্রভেদ ও অঙ্গগঠন প্রক্রিয়ার গণনায় সমগ্র জাতি গুটিকতক গোষ্ঠীতে বিভক্ত াছে এবং প্রতি গোষ্ঠীর জন্তু, অঙ্গের- য্যোদ্দেশ্যের হিসাবে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ত্রে বিভক্ত। এ সকল কথা ভাল া বুঝিতে গেলে, শরীর তত্ত্বের লাচনা করিতে হয়। যাঁহারা পারেন, বেন। আমরা এস্থলে কেবল মোটা- উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক প্রথা দ্বারা রিত, জন্তুদিগের বিভাগের কথাই করিব এবং প্রত্যেক বিভা- জন্তুর, প্রকৃতি, অবস্থা, কার্য্য প্রভৃ- পরিচয় দিব। এবারকার প্রবন্ধ রণশ্রেণী বিভাগ করিয়াই শেষ ।

মগ্র জন্তু সৃষ্টি, দুইটী বৃহৎ জাতিতে । এই দুইটী জাতিকে "মেরু- " ও "মেরুদণ্ডহীন" নামকরণ করা । একটু অভ্যন্তরীণ লক্ষণ দ্বারা দুই বৃহৎ শ্রেণীর পার্থক্য বুঝাই- । দ্বিতীয় শ্রেণীতে একটা কাঁকড়া বিছা, কোন একটা পতঙ্গ লও, প্রথম শ্রেণীর পক্ষ হইতে একটী মাছ কিম্বা বেঙ লওয়া যাইতে পারে। মাছ অনেকে আহার করিয়া থাকেন; না হইলেও, অনেক মরা মাছ পাওয়া যাইতে পারে। একটা মরা কাঁকড়া, পতঙ্গ বা বিছা পাওয়া খুব সহজ। প্রথম একটী পতঙ্গকে সযত্নে আড়ভাবে (transversely) দুইভাগে যদি কাটা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাহার শরীরের মধ্যে একটীমাত্র রন্ধ্র আছে এবং ঐ রন্ধ্রের মধ্যেই তাহার একটী আহার রন্ধ্র, একটী রক্ত সংক্রমণ প্রণালী, এবং একটী স্নায়ুচক্র। কিন্তু যদি বেঙ উক্ত- রূপে কাটিয়া লওয়া যায়, তবে তাহার শরীরের মধ্যে দুইটী রন্ধ্র দেখা যাইবে। একটী রন্ধ্রের মধ্যে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড- সহ স্নায়ুচক্র; এবং অন্য রন্ধ্রের মধ্যে, আহার রন্ধ্র, রক্তপ্রণালী ও স্নায়ুচক্রের কিয়ংভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি; শেষোক্ত শ্রেণীর ২টী রন্ধ্রের স্নায়ুচক্রের প্রকৃতিতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে।

(ক) মেরুদণ্ডহীন জন্তুর কর্ত্তিতাংশ।
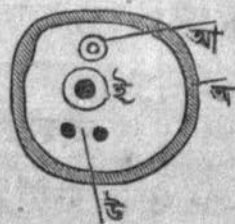
(খ) মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জন্তুর কর্ত্তিতাংশ।
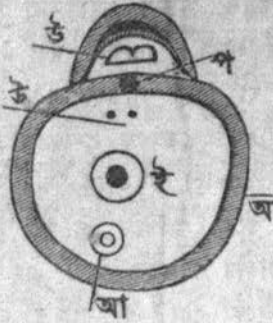
অ, দেহের ভিত্তিরূপ আবরণ। আ, রক্ত সংক্রমণ প্রণালী। ই, খাদ্য রন্ধ্র। উ, স্নায়ুচক্র। উ, মস্তিক ও স্নায়ুর সহিত মেরুদণ্ডাংশ। প, পৃষ্ঠতন্ত্রী।

অধিকন্তু মেরুদণ্ডী জন্তুর অভ্যন্তরে, একটী কঙ্কাল দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার নাম অন্তঃ কঙ্কাল (Endo-skeleton) রাখিলাম। এই অন্তঃ কঙ্কালের মধ্য ভাগে একটী দণ্ড আছে; সেটী মেরুদণ্ড বা পৃষ্ঠদণ্ড। এই শ্রেণীর যে জন্তুতে ঠিক্ মেরুদণ্ডটী নাই, সেখানে তদনুরূপ আর একটী জিনিষ আছে; তাহাকে পৃষ্ঠতন্ত্রী (Noto-chord or Chordo-dorsalis) নামে অভিহিত করিব। আর একটী কথা, মেরুদণ্ডী জন্তুর প্রত্যঙ্গ চারি খানির অধিক নহে এবং সেগুলি, মেরুদণ্ডহীন জন্তুর মত শরীরের স্নায়ুচ... দিকে গুটাইয়া থাকে না, বরং ... প্রসারিত থাকে। এগুলি পরী... না বুঝিলে চলিবে না। এখন থা... এ সকল কথায় পরে প্রয়োজন হ... এই দুই শ্রেণী আবার অনেক শ্রে... বিভক্ত। মেরুদণ্ডহীন জন্তু ৫টী ... শ্রেণীতে এবং মেরুদণ্ডী জন্তুও ... শ্রেণীতে বিভক্ত। ক্রমে ক্রমে ... একটী করিয়া তাহাদের পরিচয় দিব...

জন্তুবিজ্ঞানের তিক্ত ও ক... ভাগের উল্লেখ সংক্ষেপে করিল... আগামী বার হইতে এক একটী শ্রে... নাম করিয়া তদন্তর্গত এক একটী বি... শ্রেণী ধরিয়া ধারাবাহিকরূপে এই ... জাতির বর্ণন করা যাইবে। বর্ণন... সরস করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু ... কথাও বিজ্ঞানে অনেক বলিবার থা... সে সকল পাঠ করিতে হইলে ... ধৈর্য্য চাই। স্ত্রীজাতি ধীরতা... চিরপ্রসিদ্ধ; সুতরাং সে বিষয়ে বি... করিয়া কিছু উপরোধ অনুরো... প্রয়োজন দেখি না।

অহঙ্কারীর পরিণাম।

আমি ভোর বেলায় জমিদার বাবুর বাগানে ফুটিয়াছি। আমার সুমুখে, পিছনে, দুপাশে অনেকেই ফুটিয়াছেন। আমার অতি নিকটে যিনি ফুটিয়া... তাঁর নাম গোলাপ। অমন সৌ... আমার জীবনে কখনও দেখি নাই,

রে সৌরভ! সবাইকে পাছে রাখিয়া
াস আগে তাঁরই গন্ধ বহিতেছিল,
র হাসিতেই আমাদের বন আলোময়
াছে দেখিয়া আমার প্রাণে কত
হ্লাদ হইল তা আর কি বলিব? বড়
হইল যে মন খুলিয়া তাঁহাকে ভাল-
া জানাই। কিন্তু তিনি বড়লোক,
মি গরিব, তাঁর কত শোভা, কত
হার—আমার তো কিছুই নাই; পাছে
মার মত অযোগ্য বন্ধুর ভালবাসা
ইয়া তিনি বিরক্ত হইয়া উঠেন, সেই
য় চুপে চুপে, পাতার আড়াল, থেকে,
হার গোলাপী দেহের মনোহর মাধুরী
খিতে লাগিলাম।

একটু খানি পরে গোলাপ আমার
ক চাহিলেন; চাহিয়া একটু হাসি-
ন। আমি মনে মনে খুব আশ্বাসিত হই-
ম; তাঁর সুমধুর কথা শুনিবার আশয়ে
হার মুখ পানে চাহিতে লাগিলাম।
ধ হয় আমার ভাব দেখিয়া সুললিত
ষ্ঠে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।
৯ লো মল্লিকে, অমন করে আমার
ন তাকাচ্ছিস যে?" আমার পাশে
কা ছিল, সে আমার কানে কানে
ল "ও হরি! অমন সুন্দর মুখে অমন
টে কথা কেন?" আমি কথা কহিলাম
—সত্য বলিতেছি গোলাপের কথাটী
লোকের নিকট তত ভাল বোধ না
লেও সেদিকে আমার মন ছিল না।
মি বক্তার কণ্ঠস্বরে প্রীত হইয়া উত্তর
লাম "আপনার স্রষ্টাকে মনে করি-
তেছি।" গোলাপ মধুর হাসি হাসিতে
হাসিতে বলিলেন "কেন?" আমি বলি-
লাম "ভাবিতেছি এমন সৌন্দর্য্য—এমন
সৌরভ—এমন ঢল ঢল মাধুরী যিনি
করিয়াছেন, তাঁহাতে নাজানি কি
আছে!—"

আবার গোলাপ অভদ্রতা করিলেন।
আমি যে কথা বলিলাম তাহার প্রতি
ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, কেবল সৌন্দর্য্যের
কথাটীই বুঝিলেন! আমার মুখের কথা
না ফুরাইতেই বলিয়া উঠিলেন "আমি যে
কি, তা এখনও বুঝিস্ নি, আমার আদর
—আমার গৌরব তা এখনও দেখিস্
নি! বাবুর মেয়েরা আমায় মাথায় পরে
রাখে, ছেলে বাবুরা আমায় পকেটে
পূরিয়া থাকে, যে দেখে সেই বাহবা
দেয়!—যেন আমায় দেখিয়াই তারা
ধন্য হইল! তাই বলিতেছি আমার মহত্ত্ব
এখনও বুঝ্তে তোদের বাকি আছে।"

গোলাপ আপনা আপনি এই কথা
বলিতেছে দেখিয়া লজ্জায় আমার বুক
কেমন করিতে লাগিল। সে মধুরতা—
সে রমণীয়তা যেন এই কয়টী কথায়
মুছিয়া গেল। আমি কোন উত্তর করি-
লাম না, যূথি আবার আমার কানে
কানে বলিল "সপ্তমে চ'ড়ে রয়েছেন
যে! ওর চাইতে উনি আগাছার ফুল
হ'লে সুখে থাকতে পার্ত্তেন!" আমি
একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলাম।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া গোলাপ
আবার বলিল "তোদের জনম বিফল

মল্লিকে! মেয়েরা তোদের মাথায় পরে না, ছেলেরা গলার হার করে না, তোদের কি গতি হবে?—এক সেই জগন্নেথে মালী, সেই যদি ঠাকুর ঘরে দেয়, আর তো কোন কাজেই লাগ্‌বিনে।"

আমার আর সহ্য হইল না। আমি ধীরে ধীরে বলিলাম "তুমি যাহা বলিলে, তাহাই আমার প্রার্থনীয়। আমার এ ক্ষুদ্র জীবন মানুষের ভোগবিলাসে না লাগিয়া উপকারে লাগে, তার উপরে দেবতার উদ্দেশে সমর্পিত হয়, তাহাই আমার প্রাণের একমাত্র প্রার্থনা।" গোলাপ অবহেলার হাসি হাসিয়া বলিল "ছোট লোকের দশাই ঐ রকম! অমন সোণার চাঁদদের কাজে লাগ্‌বি কেন? —উড়ে মালীর কশ্‌কশে হাতে উঠ্‌বি, ঠাকুর বাড়ীর ডোবায় পচে মর্‌বি, হা! হা! হা!" শুনিয়া যূথিকা উত্তর করিল "ও মা, এটা কোথাকার পাপ, এক কথায় আর উত্তর দিচ্ছে কেন?" গোলাপ রাগে আরও রাঙ্গা হইয়া উঠিল। আমার বড় ভয় হইল, সরলা বালিকাকে মুখরা না জানি কি বলে!—কিন্তু গোলাপ কথা কহিবার অবকাশ পাইল না, সহসা টুন টুন ঝনাৎ শব্দে বাগান পূরিয়া গেল, আমরা চাহিয়া দেখিলাম, বাবুর মেয়েরা বাগানে আসিয়াছেন। তাঁরা কেউ গন্ধরাজ, কেউ রজনীগন্ধা তুলিয়া মাথায় দিলেন, একজন সেই গোলাপকে পাড়িয়া খোঁপায় পরিলেন। গোলাপ যাইবার সময়ে আমাদের মুখপানে চাহিয়া এক তীব্র হাসি হাসিয়া গেল, সে হা[সির] অর্থ "এই দেখ্ আমি কত বড় লো[ক]" যথার্থ বলিতেছি যখন বাবুর মে[য়ের] মাথার উপরে সে উঠিল, তখন [তার] শোভা যেন উছলিয়া পড়িতে লাগি[ল।] কালো কুচ্‌কুচে চুল, তার উপরে গোল[াপ,] যেমন মেয়েটা তেমনি গোলাপ[;] দেখিয়া আমার বড় আহ্লাদ হ[ইল।] আমি সেই বিশ্ব-স্রষ্টা দেবকে অ[নেক] ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। খানিকক্ষ[ণ] পরে মেয়েরা চলিয়া গেলেন।

আর একটু পরে গোলাপের ক[থিত] "জগন্নেথে মালী" দেখা দিল। [আমি] ও যূথি আহ্লাদে তার সাজিতে উ[ঠি]লাম। সে সাজি পূর্ণ করিয়া আমা[দের] লইয়া ঠাকুর ঘরে গেল। ভট্টাচা[র্য্য] মহাশয়েরা চন্দন মাখিয়া আমাদিগ[কে] বিশ্বনাথের উদ্দেশে, তাঁরই চরণে দিলে[ন।] আহ্লাদে আমি অবশাঙ্গ হইলাম! ত[খন] করযোড়ে বলিলাম "হরি হে, দীনব[ন্ধু] যে তোমায় কায়মনোবাক্যে ডা[কে] তুমি তাকে এমনই দয়া কর! আ[মার] মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পদার্থও তো[মার] অনুগ্রহ এত পাইতেছে! এই জ[ন্য] তুমি করুণাময়, পতিতপাবন!" অ[মি] এই সকল বলিতেছি, এমন সময়ে কয়[েক] লোক সেই ঘরে উপস্থিত হইল। এ[ক] জন আগন্তুক বলিলেন "ঠাকুর মশা[ই] মল্লিকা ফুল কয়টী ফেলিয়া দিবেন[,] পূজা শেষ হইলে আমি লইয়া যা[ব।] উহা দিয়া একটা অষুধ তয়েরি করি[...]

লাদের উপর আহ্লাদ! আমার এ পরের কাজে লাগিবে! আমার ফুল-নে ইহার অধিক আর সার্থকতা কি? এইখানে দুইটী বালিকার কণ্ঠস্বর নলাম। একজন বলিতেছে ভাই গোলাপটা কি হইল? উত্তরে শুনি-ম "আহা! সে গোলাপটা মাথা থেকে লপচা নর্দ্দামার ভিতরে পোড়ে য়েছে।" এ কণ্ঠস্বর আমি চিনিলাম, সেই যিনি গোলাপকে মাথায় দিয়াছিলেন, শেষ স্বর তাঁরই। কথা শুনিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল!—আহা গোলাপ! তুই রূপে গুণে অতুলনীয় হইয়া অহঙ্কারের ফলে নর্দ্দামায় পচিয়া মরিলি! অহঙ্কারীর এইরূপ অধঃপতনই হয়! আমরা দুদিনের জন্য আসিয়াছি, মানব! তোমরা অনেক দিন থাকিবে, তোমরাই ভাল করিয়া শিক্ষা কর। শ্রীমাঃ—

মহাপ্লাবন।

(৩০৩ সংখ্যা ৩৬২ পৃষ্ঠার পর)

আরব ও সিরিয়া দেশের লোকেরা হুকাল পর্য্যন্ত ঐ কল্পিত কালের ব্যবস্থা-সারে জুনো দেবীর মন্দির বৎসরের ধ্যে দুইবার সমুদ্র জলদ্বারা ধৌত রিত। কালডিয়া দেশের জলপ্লাবনের বরণ এইরূপ। যখন জিজস্থ্রুস্ নামক ক্তি কালডিয়া দেশের রাজা ছিলেন, খন একদা অর্দ্ধমনুষ্য ও অর্দ্ধমৎস্যা-তি ওনিস্ নামক দেবতা স্বপ্নেতে াহার নিকট উপস্থিত হইয়া পৃথিবী লপ্লাবিত হইবে, ইহা তাঁহাকে জ্ঞাত রিলেন। আরও তিনি তাহাকে ভূত-লের সকল বিষয়ের ইতিহাস লিখিয়া কান স্থানে তাহা সমাহিত করিয়া াখিতে এবং তরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নিজ বন্ধু ান্ধব ও চতুষ্পদ জন্তু ও পশু পক্ষি সমভি-াহারে তাহাতে আরোহণ করিতে দেশ করিলেন! তাঁহার আদেশ অনু-সারে রাজা সমুদয় প্রস্তুত করিয়া তরীতে আরোহণ করিলে সমস্ত পৃথিবী জল-প্লাবিত হইল। কিয়ৎকাল পরে জলের হ্রাসতা হইলে রাজা স্ত্রী পুত্র সমভিব্যা-হারে ভূমিতে অবতরণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বহুকাল পরে আকাশবাণীর উপদেশানুসারে তদ্দেশবাসীরা সেই সকল ভূতকালের ইতিহাস ভূগর্ভ হইতে উত্তো-লিত করিয়া পৃথিবীতে প্রচার করে! গ্রীস দেশের জলপ্লাবনের বৃত্তান্ত এইরূপঃ—সত্যকালে ওনেকস নামক এক ব্যক্তি বহুকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার প্রতিবাসীরা তাঁহার জীবন কালের পরি-মাণ জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইল। তাহাদের ঔৎসুক্য নিবা-রণের জন্য দৈববাণী হইল যে যখন ওনে-কসের জীবন কালের শেষ হইবে, তখন পৃথিবী ধ্বংস হইয়া সমস্ত মনুষ্যজাতি

বিনষ্ট হইবে। তদনন্তর গ্রীস দেশীয় ডিউকেলিয়ন্ * নামক ব্যক্তির জীবিত কাল সময়ে জলপ্লাবন হইয়া সমস্ত মনুষ্য কুল বিনষ্ট হইল তখন দেবতারা মৃত্তিকায় নরাকার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বায়ু দ্বারা সেই প্রতিমূর্ত্তিকে জীবন দান করিলে পুনরায় পৃথিবীতে মনুষ্যের আবির্ভাব হইল।

হিন্দুশাস্ত্র মৎস্য পুরাণে বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া ধর্ম্মশীল রাজা সত্যব্রতকে জলপ্লাবনের বিষয় জ্ঞাত করান ও তরণী প্রেরণপূর্ব্বক সপ্ত ঋষি ও সত্যব্রত রাজাকে সেই মহাপ্লাবন হইতে রক্ষা করেন। পরে তিনি মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া কিয়ৎকাল নৌকা পরিচালিত করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার আদেশে ঋষিরা হিমালয়ের যে শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়াছিলেন, পরে তাহা 'নৌবন্ধন' নামে খ্যাত হইয়াছিল। আমেরিকাস্থ ব্রেজিল, কুবা ও তরাফর্ম্মার(পেরুদেশস্থ) জন প্রবাদের সহিত বাইবেলোক্ত নোয়া ও তৎঘটিত বৃত্তান্তের অবিকল ঐক্য দৃষ্ট হয়। চীন দেশের প্রাচীন ইতিহাসে ঐ প্রকার বিবরণ লিখিত আছে। থাস্ নামক রাজার রাজত্বকালে ইহা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল এবং তাঁহার আজ্ঞায় প্লাবনের জল পৃথিবী হইতে অপসারিত হইয়াছিল। এইরূপ প্রসঙ্গ চীনের প্রাচীন ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এইরূপ যখন সমস্ত জাতির ইতিহ জল প্লাবনের বিবরণে মূলতঃ এক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তখন আদিমকা মনুষ্যজাতি যে প্রথমে একত্রে এক বাস করিত ও সেইস্থানে এই ভয়ঙ্কর প্লাবন সঙ্ঘটিত হইয়াছিল সে বি কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু কে কোন পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ইহার সম্ব বিপরীত মত ব্যক্ত করেন। তাঁহা ইহাকে পৃথিবীর একস্থানব্যাপী বলিয়া সর্ব্বদেশব্যাপী বলিয়া বিশ্ব করেন এবং তাঁহারা পৃথিবীঘটিত আশ্চ ব্যাপার সকল পর্য্যালোচনা করিয়া এর ঘটনাকে অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মা ধারণা করেন না। তাঁহারা বলেন আদি কালে কোন সময় সমস্ত পৃথিবীতে জ প্লাবন সঙ্ঘটিত হইয়া থাকিবেক এ সেই প্লাবন হইতে রক্ষা পাইবার জ ভিন্ন ভিন্ন দেশের মনুষ্যেরা সেই সে দেশের পর্ব্বতে যাইয়া আশ্রয় লইয়া রক্ষ পাইয়া থাকিবেক। তাহাতেই সক জাতির ইতিহাসে জলপ্লাবনের বি রণে একরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। কিন্তু এর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপ বিশাস্য নহে, কে না এরূপ ঘটিলে সকল জাতির ইতিহাে মূলতঃ একরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হওয়া অসম্ভব— অবশ্য বাহুল্যরূপে বিভিন্নতা দৃষ্ট হইত কিন্তু যখন এরূপ ঘটে নাই, তখন ইহ একস্থানব্যাপী বলিয়াই বিশ্বাস কর অধিক সঙ্গত।

* সিরিয়া দেশের প্রবাদেও ডিউকেলিয়ন নাম পাওয়া যায়।

মাতার প্রতি উপদেশ।

কয়েক বৎসর গত হইল আমেরিকায় কটি সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে তাধিক ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা উপস্থিত ণন। ইহাঁরা কি কি উপায়ে সচ্চরিত্র মার্জ্জিত-হৃদয় হন, এই প্রশ্ন উথাপিত লে অধিকাংশ ব্যক্তি উত্তর করেন ।, শুধু এক মাতৃশিক্ষার গুণেই। মাতার দত্ত শিক্ষার এমত ক্ষমতা কেন? থমতঃ সৃষ্টিকর্ত্তা সন্তানের ভাবী জীবন ঠন বিষয়িণী শক্তি মাতৃহস্তে ন্যস্ত করিছেন। দ্বিতীয়তঃ মাতৃস্নেহ অসাধ্য ধন করিতে পারে। জননী সন্তানকে র্ভে ধারণ করিয়া অমিয়ময় স্তন্যপান রাইয়া ও নানা প্রকার আত্মসুখে লাঞ্জলি দিয়া লালন পালন করিয়া াহার শারীরিক মঙ্গল বিধান করেন। ই প্রকার যত্ন হইতে মনে এক কম৷য় ভাবের উদয় হয়, তাহা আর হুতেই হইতে পারে না। মানবরিত্র গঠনবিষয়ে ভালবাসার আকর্ষণীক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুভূত হয়। হারই দ্বারা মানব স্বভাব সুশাসিত ও রিচালিত হয়। নারীর কোমলহৃদয় ালবাসার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। অতব নারী ভিন্ন কাহার ভালবাসা ধিকতর কার্য্যকরী হইবে? ভালবাসাই াহাকে ধৈর্য্যশীলা, সরলা ও ক্ষমতালিনী করে। তাঁহার বাক্য মৃদু ও ; তাঁহার হাস্য সুমধুর; তাঁহার ভ্রূকুটি অপেক্ষাকৃত কম ভীতি ও বিরক্তির কারণ বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে অন্তঃকরণে যুগপৎ ভয় ও ভক্তির উদ্রেক হয়। তাঁহার বদন-জ্যোতিতে ক্ষুদ্র-শিশু-প্রসূন প্রস্ফুটিত হয়। এই জন্য মনড্ যথার্থই বলিয়াছেন যে, যিনি দোলনা দেন, তিনিই জগৎ শাসন করেন। শিশুর চরিত্র কোমল মৃৎপিণ্ডবৎ, ইহাতে যাহা পড়িবে তাহার অনুরূপ ছবি থাকিয়া যাইবে। সুতরাং বলা বাহুল্য তাহার মনোবৃত্তি স্ফুরণ বিষয়ে জনয়িত্রীই মুখ্য উপায়। শুধু শরীরের কল্যাণ বিধান করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, হওয়াও উচিত নহে, আধ্যাত্মিক কল্যাণ বিধান বিষয়েও তাঁহাকে বিশেষ যত্নবতী হইতে হইবে। সন্তানের মন ও অন্তর তাঁহার হস্তে সমর্পিত। অস্মদ্দেশীয়া মাতৃগণ—এ বিষয় আদৌ মনোযোগপূর্ব্বক দেখেন না। তাঁহারা ভাবেন যে, সন্তানের দৈহিক কুশল কামনা করিলে ও দৈহিক কুশল বিধানের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই যথেষ্ট হইল। ইহা বিষম ভ্রম। এই বিষম ভ্রমের বিষময় ফল মাতাকে ও সন্তানকে যাবজ্জীবন ভোগ করিতে হয়। মাতৃশিক্ষার বলে শিশু প্রথমে কথা কহিতে শিখে, ভাবভঙ্গি শিখে। উত্তরকালবর্ত্তী যাহা কিছু শিক্ষা তৎসমস্তের ইহাই ভিত্তি। মাতৃশিক্ষা ভাল হইলে সন্তান সুশিক্ষা পাইবে, মাতৃ-শিক্ষা মন্দ হইলে, সন্তান কু শিক্ষা

পাইবে। অনেকে এইরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, শৈশব শিক্ষা যেরূপ হউক না কেন, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। পরকালবর্ত্তী শিক্ষাই বিশেষ কার্য্যকরী। এই কথার উত্তরে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মাতৃশিক্ষাই ভিত্তিস্বরূপ। পরে যেরূপ শিক্ষা হউক না কেন, খারাব ভিত্তির উপর উত্তম অট্টালিকা যেরূপ স্থায়ী হয় না সেইরূপ কুসংস্কার-সঙ্কুল মন্দ মাতৃ শিক্ষার উপর সুশিক্ষা স্থাপন করিলে তাহাও পরিণামে মন্দ হইয়া উঠে। তিনিই সন্তানগণের সমক্ষে আদর্শ। তিনিই ন্যায়ের সুন্দর প্রতিমা। তাঁহার কথায়, কার্য্যে ও স্বভাবে তিনি যাহা পরিচয় দেন, সেগুলি তাহারা সতত সুক্ষ্মরূপে দর্শন করে। তিনি অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে কথায় ও কার্য্যে যাহা শিক্ষা দেন, তাহারা তাহাই শিক্ষা করিয়া থাকে। এই হেতু আমরা বলিতেছি যে, মাতাকে সর্ব্বদা আপন দায়িত্ব ও শক্তির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে পূর্ণ-চেতা থাকিতে হইবে। সমাজের আশা ভরসা, পরিবারের অগ্রণী, ও অনন্তের শিক্ষার্থী জ্ঞানে তিনি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপ[াত] করিবেন। মাতৃগণ! মাতৃ কর্ত্তব্য [ও] দায়িত্ব অগ্রে একাগ্রতা ও সদনুষ্ঠান দ্বা[রা] শিক্ষা করুন। আশা করি আপনা[রা] কখনও বিস্মৃত হইবেন না যে, আপ[না]দিগের চতুঃপার্শ্বে যাহারা ক্রীড়া ক[রি]তেছে, তাহাদিগের মধ্যে অমর আ[ত্মা] আছে।

বিচক্ষণা জননী অতি সাবধানে [বি]চরণ করেন। সন্তানদিগের চরিত্র বুঝিয়[া] তিনি যেন তাহাদিগের প্রতি ব্যবহা[র] করেন। সংসারে যত সন্তান তত প্রকা[র] পৃথক্ স্বভাব। যে উগ্রস্বভাব ও সক[ল] বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে[,] তাহাকে দমন করিতে হইবে; যে ভীরু স্বভাব লোকের সহিত বড় মিশিতে চা[হে] না, তাহাকে সাহস দান ও প্রোৎসাহি[ত] করিতে হইবে। এইরূপে এক একটি স্বভাব ও চরিত্র অভ্যাস করিয়া চলিতে হইবে। যিনি এই সকল বুঝেন না, তিনি কুত্রাপি সুমাতা নহেন, ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিব।

(ক্রমশঃ)

প্রাণিতত্ত্ব।

(৬ সংখ্যক)

১। পিপীলিকা,—মধুমক্ষিকা জাতির ন্যায় ইহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহারা পর্ব্বতের আকারে বালুকা, মৃত্তিকা ও বৃক্ষপত্রাদি দ্বারা আবাস নির্ম্মাণ করে। এই পিপীলিকাবাসের উপরি ভাগে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রাকার দ্বার থা[কে] এবং ইহার অভ্যন্তরে সোপান পরম্প[রা] দ্বারা গৃহগুলি সজ্জিত হয়। এই সো[পান]

অবলম্বনপূর্ব্বক গৃহ-প্রবেশ এবং গৃহ হইতে বহির্গমনের বিশেষ সুবিধা হয়।

উপরি উক্ত শ্রেণীত্রয় যথা,—পুং, , এবং কর্ম্মোপজীবী। গ্রীষ্মাগমে সমগ্র জাতি গৃহসংস্কার এবং শীত ঋতুর জন্য আহারীয় সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডার-পূরণে বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দেয়। এই জন্য বাইবেল আলস্য ও তাকে তিরস্কার করিয়া উপদেশ য়াছেন, "হে অলস ব্যক্তি! পিপীলি-র কার্য্যপ্রণালী অবলোকন কর, াদের নিকট হইতে পরিশ্রম ও অধ্যায় শিক্ষা কর।" ইহারা দূর হইতে য়োজনীয় বস্তু সকল সংগ্রহ করিয়া ন। কোন বস্তু অধিক ভারী হইলে ধিক পিপীলিকা সমবেত হইয়া যত্নে প্রিয় বস্তুটিকে গৃহে আনিয়া মে" যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করে।

কোন বিপদের আশঙ্কা হইলে এই মশীল ক্ষুদ্র জাতি শান্তিময় স্থান য়া তথায় গমন করে এবং পুনরায় য় পূর্ব্ববৎ কার্য্যারম্ভ করে।

বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকাগণ পর-র সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহাদি থাকে। যুদ্ধকালে তাহারা শ্রেণী-হইয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে অগ্রসর প্রাণপণ যুদ্ধ করে, আহত ও ক্ষত-ক সমরভূমি হইতে স্থানান্তরিত , এবং বিপক্ষদলের পরাজিতদিগকে করিয়া কুটীরমধ্যে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে বা কঠোর কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেয়।

পিপীলিকাদিগের কুটুম্বাদিও অনেক। উই, বড় পিপীলিকা, কাষ্ঠ পিপীলিকা ইত্যাদি ইহাদের "দায়াদ" বা জ্ঞাতি। পিপীলিকার বৃত্তান্ত বহু-বিস্তীর্ণ-রূপে ডারউইন্ সাহেব তাঁহার এক পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, যে এই ক্ষুদ্র জীবের বিষয় আলোচনা করিলে ইতর জাতীয় জীবগণের যে জ্ঞান বুদ্ধি একবারেই নাই এ কথা বলা যায় না।

২। মাকড়্সা,—ইহাদের মধ্যে বহু জাতি-বিভাগ আছে। কিন্তু সকলেরই চারি জোড়া পা, চারি জোড়া চক্ষু, দুইটী হস্ত, এবং জাল বুনিবার জন্য হস্তের ন্যায় অস্ত্র বিশেষ আছে। ইহারা জাল দ্বারা আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই সকল জাল এক প্রকার আঠাল বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত। অসতর্ক কীট পতঙ্গাদি জালের মধ্যে পড়িলে তাহাদের আর নিস্তার থাকে না। ধূর্ত্ত মাকড়্সা লুক্কায়িত স্থান হইতে নির্গত হইয়া ঐ অসাবধান কীট পতঙ্গদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক "হনন" করে। যদি জালের কোন ভাগ ছিন্ন হয়, তবে মাকড়সাগণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে উহা মেরামত করিয়া লয়; এবং জালে ধূলা লাগিলে হস্ত দ্বয় দ্বারা সবলে জাল ঝাড়িয়া ফেলে, তাহা হইলেই ধূলা ঝরিয়া যায়। তৎপরে নিজ গাত্রের ধূলা ঝাড়িতে প্রবৃত্ত

হয়। ইহাদের গৃহ ও জাল রচনা অতীব বিচিত্র। সর্ব্ব-জাতীয় মাকড়সাদের উদরের পার্শ্বে চারি বা ছয়টী বুনিবার যন্ত্র থাকে। এই উচ্চ উচ্চ যন্ত্রের অগ্র-ভাগে বহু-সংখ্যক ছিদ্র বা মুখ আছে। এই ছিদ্র এত সূক্ষ্ম যে সূচ্যগ্রপ্রমাণ স্থানের মধ্যে সহস্রাধিক এইরূপ মুখ থাকিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে একটী অস্ত্র হইতে এক সহস্র সূক্ষ্ম সূতা একী-ভূত হইয়া বাহির হয়। ঐ মিলিত সূক্ষ্ম সূতা সকল এই বুনন্ যন্ত্রের এক দশমাংশ ইঞ্চ দূরে মিলিত হইয়া, দৃশ্যমান মাকড়্-সার সূতায় পরিণত হয়। এই সকল সূতার দ্বারা মাকড়্সা জাতি জাল রচনা করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কীট-পতঙ্গ-সঙ্কুল বৃক্ষলতাদির মধ্যে, কেহ বা গবাক্ষ এবং প্রকোষ্ঠের কোণে, কেহ বা পরিত্যক্ত গৃহাদির মধ্যে জাল ও আবাস নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কিন্তু এখন গুপ্ত শিবির নির্ম্মাণের বিষয় বলি... অবশিষ্ট আছে। প্রতিকটু-নামানুরূপ বিকটাকার ভৈরব মূর্ত্তি লুকাইয়া না রাখিলে ভয়ে কোন প্রকার কীট পত-ঙ্গাদি নিকটবর্ত্তী হইবে কেন? চ... মাকড়্সা ইহা বেশ জানে, তাই জা... নিয়ে রেশম সদৃশ সূতার দ্বারা ছাউ... নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে লুকাইয়া থা... ইহারা এই ছাউনির কিরূপ ব্যব... করে তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে...

(ক্রমশঃ)

বীরবালা কর্ম্মদেবী।

ধন্য রাজস্থান! তুমি পূজ্য সবাকার,
শত শত বীরাঙ্গনা,
গুণগ্রামে অতুলনা,
বাড়াল গৌরব কত, সুনাম তোমার!

অরিন্ত-রাজ-দুহিতা
দেখালে যে তেজস্বিতা,
অসামান্য অলৌকিক চরিত্রের বল;
ভারতের ইতিহাসে
সীতা ও সাবিত্রী পাশে
স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন থাকিবে উজ্জ্বল।

চাহিয়ে পতির পানে
সাহস উৎসাহ দানে
কহিলেন বীরবালা—"সমর কৌশল
দেখিব স্বচক্ষে আজ,
পর নাথ রণ-সাজ;
রণশায়ী হও যদি—থাকিয়ে অটল...

হইব অনুগামিনী
আপনারে ধন্যা মানি
রাজপুত বালা কবে শমনেরে ডরে...
ক্ষত্রিয় মরিবে রণে
যুদ্ধ করি প্রাণপণে
জনম লয়েছে তাই ক্ষত্রিয়ের ঘরে।

বাধিল তুমুল রণ,
করি অসি উত্তোলন
আঘাত করিলা 'সাধু' 'অরণ্যকম...

অরণ্যকমল (ও) তার
তরবারি খরধার
লক্ষ্য করি সাধু-শির হানিলা সবলে।
দেখিলেন কর্ম্মদেবী
তাঁহার সৌভাগ্য-রবি
চির অস্তমিত, ছাড়ি সমর প্রাঙ্গণ,
প্রাণের অধিক ধন
দিতে হল বিসর্জ্জন
ভেঙ্গে গেল অকস্মাৎ সুখের স্বপন!
কাতর না হয়ে তায়
শৈল সম ধীরতায়
...শি লয়ে নিজ হাতে এক বাহু তাঁর—
কাটিয়া কহিলা সতী
(ছিন্নমস্তা মূর্ত্তিমতী)—
...লও বলিও দিয়ে শ্বশুরে আমার ;—
পুত্রবধূ আপনার
আছিল সে এপ্রকার।"
দেশিলা অন্য বাহু কাটিতে আবার।
কাটা হলে,—ছিন্ন কর,
কহিলা "হে অনুচর
...াহের মণি মুক্তা যত অলঙ্কার
বাহু সহ সঙ্গে লয়ে,—
দিও নতশির হয়ে
ভাগিনী অবলার ক্ষুদ্র উপহার।"
যুদ্ধক্ষেত্রে চিতা জ্বালি
দিলা তাতে প্রাণ-ঢালি
হাস্য বদনে সতী ত্যজিলা জীবন,
আহা কি স্বর্গীয় ভাব!
পবিত্র বীর স্বভাব
...দেখাবে কর্ম্মদেবী তোমার মতন?

ধন্য রাজপুত বালা
সাজায়ে বরণ ডালা
ওই দেখ সাধ্বীগণ স্বর্গ হতে আজ,
এসেছেন ধরাতলে,
নিতে তাঁহাদের দলে,
তোমারে লভিয়ে ধন্য রমণীসমাজ।
অতুল সৌন্দর্য্য রাশি
যেনরে শারদ-শশী
ভস্ম হ'ল চিতানলে চক্ষের নিমেষে,
কিন্তু সে চরিত্র গুণ
পরশনে চিতাগুণ
উজলিল শত গুণ অজানিত দেশে।
পঁহুছিল যথাকালে—
সে ছিন্ন বাহু যুগলে
দাহন করিতে আজ্ঞা দিল নৃপবর,
সতীর সম্ভ্রম তরে
(সেথা) পুকুর খনন করে
'কর্ম্মদেবী সরোবর' নাম দিলা তার।
এই কি সে রাজস্থান
যার কীর্ত্তি যশোগান
গাইত ভুবন ভরি আর্য্যকবিগণ?
যেথানেতে বীরবালা
কর্ম্মদেবী জনমিলা
এই কি সে বীরভূমি বিখ্যাতভুবন?
ঘটনা চক্রেতে ঘুরি
আজ সে বীরের পুরি
শৃগালের বাসযোগ্য গভীর বিজন,
কোথা বীর—বীরাঙ্গনা?
শ্রীভ্রষ্ট রাজপুতনা,
অস্তমিত মিবারের সৌভাগ্য-তপন।

দীন হীনা ভারতের
ফিরিবে কপাল ফের,
হবে কি সে শুভদিন সৌভাগ্য আবার,
বিশ কোটী মৃত প্রাণ
করিয়ে পুনরুত্থান
উড়াবেক আর্য্যক্ষেত্রে সত্যের নিশান ?

আশা-কুহকিনী এসে,
কহিতেছে কাছে ঘেসে
কাণে কাণে চুপি চুপি—নিরাশ না হও,
জানিবে অবলা কুল
(সুনিশ্চয়-নাহি ভুল)
জাগাবে পতিত দেশ—'অলস না রও।'

যে দেশের নারীজাতি
গৃহে রুদ্ধা দিবারাতি
পিঞ্জরের পাখীবৎ উড়িতে না পায়—
মুক্ত বায়ু—মুক্ত করে,
বাহির না হয় ডরে,
সমাজ নিগড় সবে পরিয়াছে পায় ;
তাদের :—
পাশ্চাত্য শিক্ষায় না কি
ফুটায়েছে অন্ধ আঁখি
জ্ঞানের আলোক দানে, তাই বুঝি আজ
দু একটী নারীনিধি
আবার দিতেছে বিধি,
জাগিতেছে ভারতের রমণী সমাজ।
শুনে সে আশার কথা
আশ্বস্তা ভারতমাতা
ভাসিছেন নিরবধি আনন্দ-সলিলে,
সে দিনের প্রতীক্ষায়,
কবে অভাগিনী মায়
উদ্ধারিবে সব তাঁর কন্যাদল মিলে

জ্ঞানিগণের আমোদ।

দার্শনিক বেন (Bain) তাঁহার মনোবিজ্ঞান গ্রন্থে অকাট্য যুক্তি-সোপান অবলম্বন পূর্ব্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে শরীরের সহিত মনের অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ একমত হইয়া বলিতেছেন যে "সুস্থ শরীরে সুস্থ আত্মাই" আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, এই লক্ষ্যটি প্রায় সকলেরই চক্ষের অন্তরাল হইতেছে এবং শরীর রক্ষার জন্য ব্যায়ামাদিতে সময় অতিবাহিত করা নির্ব্বোধ পাগলের কার্য্য,প্রায় এই ধারণাই সমাজে প্রচলিত। এই জন্যই জ্ঞান[illegible] চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আমোদ ও ব্যা[illegible] দ্বারা শরীর ও মনকে কিরূপ স[illegible] করিতেন, তাহার কয়েকটী উদা[illegible] প্রদর্শিত হইতেছে।

১। জেশুইট্ সম্প্রদায়ের মধ্যে [illegible] নিয়মটী প্রচলিত ছিল যে, পা[illegible] প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর সকল অধ্য[illegible] শীল ব্যক্তিই কিছু না কিছু আমোদ [illegible] ব্যায়াম করিবে।

২। পেটাভিয়াস্ তাঁহার গর্[illegible]

গবেষণাপূর্ণ "Dogmata Theologica" নামক গ্রন্থ রচনা কালে দুই ঘণ্টা অন্তর ৫ মিনিট ধরিয়া তাঁহার কাষ্ঠাসনটিকে প্রদক্ষিণ করিয়া লাঠিমের ন্যায় ঘুরিতেন।

৩। ভুবন-বিখ্যাত দার্শনিক স্পাই-নোজা কঠোর দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলন কালে, যে পরিবারে বাস করিতেন, সামান্য কার্য্যে তাহাদের সহিত যোগ ...তন, বা দুইটী মাকড়সা ধরিয়া গৃহের ...ণে যুদ্ধ লাগাইয়া দিতেন এবং ...দের কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়া খুন হই-...। তিনি এইরূপেই শরীর মনের ...র্ত্তি লাভ করিতেন।

...। মহাত্মা সেনেকা তাঁহার "আত্মার ..." নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ...র জন্য কোন না কোন প্রকার ...দ ও ব্যায়াম নিতান্ত আবশ্যক।

...। মহর্ষি সক্রেটিস্—এমন কি ... বালিকাদের সঙ্গে—সর্ব্বদা ক্রীড়া ...ত লজ্জানুভব করিতেন না। ... বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ছিলেন।

...। ভক্ত দার্শনিক ডেকার্টে বন্ধু-...স ও উদ্যানের কার্য্যে অবকাশ ... কাটাইতেন।

...। প্রসিদ্ধ ফরাশিশ্ গ্রন্থকার কার্ডি... রিচেলিউ লাফাইতে বড় ভাল ...তন। এক দিন এক ভৃত্যের ... প্রতিযোগিতা করিয়া দেখিতে-ছিলেন যে কে লাফাইয়া একটী দেওয়ালে উঠিতে পারে।

৮। ন্যায়-বিশারদ সেমুয়েল্ ক্লার্ক টেবিল চেয়ারের উপর দিয়া লম্ফ প্রদান করিতে ভালবাসিতেন। কিছুক্ষণ পাঠাদির পরেই তিনি এইরূপে লাফাইতে আরম্ভ করিতেন।

৯। মহর্ষি সক্রেটিসের তর্ক-প্রণালীর সহিত অস্মদ্দেশীয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের তর্ক-প্রণালীর যেমন সাদৃশ্য আছে, উভয়ের আমোদ ও দৈহিক বলের বিষয়েও তেমনি সাদৃশ্য দেখা যায়। রাম-মোহন অবকাশ পাইলে নিজ পালিত দরিদ্র বালকদের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতেন।

চিত্রকার্য্য, সূত্রধরের কার্য্য, বৈজ্ঞানিক আমোদ, সঙ্গীত, উদ্যানের কার্য্য, নৌকায় বাচ খেলা, এই সকলই উৎকৃষ্ট আমোদ। ঐ সকল আমোদ অনেক জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ভালবাসিতেন। কিন্তু কঠোর ও অত্যধিক ব্যায়াম বিদ্যার্থীদের পক্ষে হানিজনক। সেনেকার কথায় বলিতে গেলে "এ প্রকার কঠোর ব্যায়াম মানসিক শক্তির হ্রাস করে।" উপরিউক্ত বিবরণ সকল পাঠ করিয়া ব্যায়াম ও আমোদের প্রতি আমাদের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য কমিয়া গিয়া অনুরাগের ভাব যেন বর্দ্ধিত হয়।

কারাবাসে গ্রন্থরচনা।

কিছুদিন পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে "লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিবাদ" নামক প্রবন্ধে জ্ঞানী ও মহৎ ব্যক্তিগণের অর্থ-কষ্টের বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল। অদ্য তাঁহাদের অন্তবিধ কষ্টের বিষয় লিখিত হইতেছে। চলিত দেশাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলে সমাজ যে কাহাকেও সহসা অব্যাহতি দিবেন ইহা আশা করা বৃথা। এই দুঃসাহসিকতার জন্য যে সকল গ্রন্থকার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন ও কারাগারেই উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

১। বারবারী দেশে কারারুদ্ধাবস্থাতেই সার্‌ভেন্‌টিস্ ডন্ কুইক্‌জোট (Don Quixote) নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই ডন্ কুইক্‌জোট স্পেনিশ্‌ ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট হাস্যরসোদ্দীপক গ্রন্থ। ইহা ইউরোপীয় প্রায় সকল ভাষায় ও অন্যান্য দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

২। ইংলণ্ড দেশীয় সুলেখক মহাত্মা সার ওয়াল্টার র‍্যালি একাদশ বর্ষব্যাপি কারাবাস কালে তাঁহার অসম্পূর্ণ গ্রন্থ "পৃথিবীর ইতিহাস" লিখিয়াছিলেন।

৩। জগদ্বিখ্যাত ফরাশিশ্‌ বিপ্লবের প্রধান কারণ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মহামতি ভল্টেয়ার ব্যাষ্টাইল দুর্গে আবদ্ধ থাকিবার সময়েই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হেন্‌রিয়েডের "Henriade" বা হেন্‌রি চরিত্রের অধিকাংশ রচনা করিয়াছিলেন।

৪। সুবিখ্যাত ইংরাজি গদ্য রূপক গ্রন্থ 'Pilgrim's Progress' যাহা ধর্ম্মশিক্ষা দানে বাইবেলের নিম্নেই গণনীয় হইয়াছে, তাহা জন্ বেনিয়ান্ কারাগ[ারে] অবস্থান কালে রচনা করেন। ই[হার] তুল্য উপাদেয় রূপক গ্রন্থ ইংরাজি ভ[াষায়] আর নাই, অন্য ভাষাতেও বিরল।

৫। ইউরোপীয় পণ্ডিতকুল-[...] মণি সেল্‌ডেন্ কারাগারেই তাঁ[...] প্রধান গ্রন্থ "এড্‌মারের ইতিহাস" [...] করেন।

৬। এতদ্ব্যতীত কারাগারে[...] কালে সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ গ্রন্থকার [...] তাঁহার "Review" বা সমালোচ[না] [...] সংবাদ পত্র লেখেন, ডেভেনেণ্ট [...] "Goudibert" গণ্ডিবার্ট নামক গ্র[ন্থ] [...] করেন, হাউয়েল তাঁহার "F[amiliar] Letters" বা "পরিচিত পত্র" [...] লেখেন। ফরাশিশ্‌ গ্রন্থকার প[...] এবং ফ্রেরেট্, পর্টুগেলদেশীয় বুকা[...] তদ্ভিন্ন বিথিয়াস্ এবং গ্রোসাস্ তাঁ[...] প্রধান প্রধান গ্রন্থ কারাগারেই [...] ছিলেন।

নূতন সংবাদ।

১। মুক্তিফৌজের মার্শাল বুথ চিকাগোর সৈন্য পরিদর্শন কালে বলিয়াছেন যে ১২ বৎসরের মধ্যে লক্ষ পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাঁহাদিগের যত্নে পাপ-পথ হইতে উদ্ধার হইয়াছে এবং সৎপথ অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। তিনি লণ্ডনে আর ২০টী আশ্রয় গৃহ নির্ম্মাণ করিতে চান, তাহাতে আরও সহস্র সহস্র নরনারীর উদ্ধারের পথ হবে। এজন্য ৭৫ হাজার ডলার চাঁদা [illegible]বার চেষ্টা করিতেছেন। মুক্তি-[illegible]জর মহৎসাহকে ধন্যবাদ!

[illegible]। যুবরাজ পুত্র আলবর্ট বিক্টর [illegible]রীরে গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

৩। পুনার কুমারী সেরাবজী বি, এ বিলাতে ভারত রমণীদিগের সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন।

৪। বিবী রিচার্ডসন পুনানগরে এক কারখানা খুলিতেছেন। যে সকল স্ত্রীলোক উদরান্নের জন্য পাপ পথে যায়, তাহাদিগকে জীবিকা দিয়া সৎপথে রাখা ইহার উদ্দেশ্য।

৫। পারিসে এক সুইস যুবতী আছেন, জন্মাবধি তাঁহার দুইটী হাত নাই। তিনি পা দিয়া এমন ছবি অঙ্কিত করেন, যে সকলে দেখিয়া চমৎকৃত!

৬। ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে এক ঘূর্ণা-বায়ু উঠিয়া ময়মনসিংহ জেলার জামাল-পুরের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

[illegible]। হিমানী—বিক্টোরিয়া প্রেসে [illegible]। কোন পবিত্র স্মৃতির চিহ্ন স্বরূপ [illegible]ন্ন পুস্তকখানি অসাধারণ যত্ন সহ-[illegible]ও অতি সুন্দররূপে মুদ্রিত হই-[illegible] লেখক হৃদয়ের ভাষায় হৃদয়ের [illegible]ব চিত্রিত করিয়াছেন, ইহা পাঠ [illegible] হৃদয় বিগলিত হয়। ইহা দ্বারা [illegible]র আন্তরিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক।

অপরাজিতা—শ্রী দেবীপ্রসন্ন [illegible]রী প্রণীত, মূল্য ১৶০ আনা। [illegible] একজন প্রসিদ্ধ নৈতিক উপ-[illegible], তাঁহার বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। একটী সাধ্বী রমণী বিপক্ষ-দিগের সহস্র সহস্র বড়যন্ত্র ও উৎপীড়নের মধ্যে আপনার চরিত্রের বিশুদ্ধতা কেমন করিয়া রক্ষা করিতে পারেন অপরাজি-তার চরিত্র তাহার সুন্দর চিত্র। গ্রন্থকার বড় সাধে আপনার নবজাত কন্যার এই নাম রাখিয়াছিলেন। তাহার অকাল বিয়োগে তাহার স্মরণার্থ কতকগুলি স্থায়ী হিতকর কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া-ছেন। অপত্যস্নেহ ও পরহিতৈষিতার ইহা সুন্দর দৃষ্টান্ত।

বামারচনা।

নবজাত শিশুর প্রতি।

১

এ কুটীর আলো করি;
কোথা হতে এলে তুমি?
এসেছে কি বল সার,
ছাড়িয়ে স্বরগ ভূমি?
ছিলে তুমি কোথাকার,
কোন্ আকাশের তারা;
উজলিতে প্রাণ কার
এসেছ ভাবিয়া সারা।
নিবাইতে দুঃখ কার
এসেছ এ ধরাতলে?
হোতে কার কণ্ঠহার
প্রাণধন, দেখা দিলে?

২

ছিলে কি নীরদ মাঝে,
সৌদামিনী রূপে সেজে?
হাসি রাশি যবে ফোটে
পবিত্র ও চাঁদ মুখে,
চাঁদের আলোক ছোটে
যেনরে নিরখি সুখে।

৩

কিন্তু ভয় হয় মনে,
ভীষণ এ ভব বনে,
বিচরিছে অবিরত
হিংস্র ধূর্ত্ত পাপ কত;
কি জানি বা তোরে তারা
পরশি করয় সারা।

৪

যাঁহারি আজ্ঞার বলে
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড চলে,
সমুদ্র গর্জ্জন করি
ছুটিছে দিগন্ত ভরি;
যাঁহারি আজ্ঞার বলে
সবারি কল্যাণছলে
দিবানিশি অবিরাম
বহে বায়ু অবিশ্রাম,
না মানি বারণ কার
দর্প চূর্ণ সবাকার
আছাড়িয়ে তরুলতা
ভ্রমিতেছে যথা তথা;

৫

তাঁহারি কৃপার বলে
পবিত্র এ রূপে সাজি,
আমাদের ধরাতলে
আসিয়াছ তুমি আজি।
থাক দিবা বিভাবরী
তাঁহারি কোলে সতত;
তাহা হলে আদরিণী
দুষ্ট পাপ রিপু যত,
দূরে পলাইবে সব,
ছোঁবে না ও বপু তব।

৬

অবশেষে নিবেদন
তব শ্রীচরণে হরি,
তোমারি প্রদত্ত ধন
তুমি রেখ দয়া করি।
হয় কর রাজরাণী
কিংবা কর ভিখারিণী,
যাহা ইচ্ছা কর তারে
কিন্তু সদা এ সংসারে
তোমার চরণে তার
মতি রাখো অনিবার।

শ্রীমতী রেবা
কটক

---

* একটী অল্পবয়স্কা মহারাষ্ট্রী
রচিত, স্থানে স্থানে সামান্য সংশো

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০৫ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭—জুন ১৮৯০। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রীশিক্ষা—১৮৮৮-৮৯ সালে বঙ্গ- বালিকা-বিদ্যালয় সংখ্যা ২৩০২ ছাত্রী সংখ্যা ৪৭,৮৮৮ হইয়াছে। বৎসর অপেক্ষা বিদ্যালয় ৬২ এবং ছাত্রী বাড়িয়াছে, ইহা অবশ্য সন্তোষজনক, কিন্তু বৎসর বালকদিগের সহিত পাঠশালে ৩৭০, ছাত্রী পাঠ করিত, এ বৎসর কমিয়া হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা।

মান্দ্রাজে শিল্পশিক্ষা—৫ বৎ- পূর্ব্বে ছুতার, কামার প্রভৃতির কাজ বার জন্য মান্দ্রাজে ৭৪টী বিদ্যালয় , এখন ৯৬টী হইয়াছে এবং তথায় ০০ ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতেছে। ...লোকের বাক্যই কি সর্ব্বস্ব?

বরফ-স্তম্ভ—রুসিয়ার রাজধানী পিটার্সবর্গে "ইফেল টাউয়ার" নামে ১৬০ হাত উচ্চ এক বরফের অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, রাত্রিকালে উহা তাড়িতালোকে আলোকিত হয় এবং অনেক সৌখীন লোক তথায় গিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন।

আয়ুষ্মতী রমণী—ত্রিনিদাদের এক স্ত্রীলোক ১১৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

দান—মক্কার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের সাহায্যার্থে হাইদ্রাবাদের নিজাম ২৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

বিলাতে ভারতবাসী—যে ইংলণ্ডে প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় প্রথম পদার্পণ করিয়া সাহসিকতার পরিচয় দেন, আজি সেথানে ২০৭ জন ভারতবাসী বাস করিতেছেন।

ইহার মধ্যে বাঙ্গালী ৫৩, বোম্বাইবাসী ৬৩, উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাববাসী ৫০, মান্দ্রাজী ২০ জন, অবশিষ্ট অন্যান্য স্থান বাসী, বাঙ্গালী ও পারসী স্ত্রীলোক ১০ জন।

কাশীকিশোর শিল্প বিদ্যালয়— ময়মনসিংহ রামগোপালপুরের জমীদার বাবু যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী স্বর্গীয় পিতার স্মরণার্থ এই শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনে ৩০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ভীষণ বিবাহ-বাসর— জর্ম্মণিতে কোন বরকন্যার শুভ বিবাহ ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইলে তাঁহারা এক নির্জন গৃহে গিয়া শয়ন করেন। পরদিন বৈকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া লোকে ঘর ভাঙ্গিয়া দেখে বিশেষ কাণ্ড। স্ত্রীলোকটীর নাক, কাণ, বক্ষস্থল ও কয়েকটী অঙ্গুলি কে চিবাইয়া খাইয়াছে ও তাহার মৃত শরীর ভূতলে লুণ্ঠিত! পুরুষটী মৃতবৎ শয্যায় শয়ান, তাহার মুখ দিয়া লাল ভাঙ্গিতেছে এবং তাহার নিজের ডান হাত চিবান রহিয়াছে। তাহার গায়ে হাত দিবামাত্র কুকুরের মত 'ভেউ ভেউ' শব্দে ডাকিয়া কামড়াইতে আসিল। তাহাকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলা হইল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় বরটীকে কয়েক দিন পূর্ব্বে পাগলা কুকুরে কামড়াইয়াছিল।

কারাগারে রমণী— কুমারী লিণ্ডা গিলবার্ট গত ১৫ বৎসর কারাগারের সংস্কারার্থ প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। তিনি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন জেলে ২২টী পুস্তকালয় সংস্থাপন করিয়াছেন এবং প্রায় ৬ সহস্র কারামুক্ত ব্যক্তির কাজ যুটাইয়া দিয়াছেন।

রুসীয় সম্রাজ্ঞীর শ্রমশীলতা— রাজবাটীতে দরজীর অভাব না থাকিলেও সম্রাজ্ঞী নিজে ছেলেমেয়েদিগের [illegible] রক্ষা প্রভৃতি তৈয়ার করেন। বা[illegible] হইতে টুপি কিনিয়া আনিয়া তা[illegible] উপর মনোমত জরীর কাজ ক[illegible] সূচিকার্য্য ও সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যে তাঁ[illegible] বিশেষ পারদর্শিতা আছে।

মানব-চুম্বক— মেডিকাল [illegible] টার নামক চিকিৎসা পত্রে প্রকা[illegible] হইয়াছে যে একটী ৩।০ বৎসরের [illegible] অঙ্গুলিস্পর্শে চামচ লইয়া খেলা [illegible] থাকে। চামচ ও ধাতব অন্যান্য [illegible] বস্তু চুম্বক পাথরের ন্যায় তাহার [illegible] স্পর্শে সংলগ্ন হইয়া ঝুলিতে [illegible] বালিকাটী রুগ্ন ও কৃশকায়, [illegible] স্নায়বীর বৈলক্ষণ্য তাহার এই [illegible] স্ফূর্ত্তির মূল কারণ বলিয়া বোধ হয়।

সদাচার রক্ষিণী সভা— এ[illegible] নাম দিয়া জর্ম্মণ সম্রাজ্ঞী প্রুসীয় [illegible] দিগের মধ্যে এক সভা স্থাপন ক[illegible] ছেন। ইহার সভ্যগণ প্রতিজ্ঞা[illegible] হইয়াছেন যে তাঁহারা নিজে সামান্য[illegible] সুলভ মূল্যের পরিচ্ছদ পরিধান ক[illegible]

এবং অন্য রমণীদিগকেও তাঁহাদের অনুবর্ত্তিনী করিতে চেষ্টা করিবেন। সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা যাহাতে খর্ব্ব হয়, এইটী সভার সঙ্কল্প।

সভ্যতার উজ্জ্বলতম আলোকপ্রাপ্ত ইউরোপীয় কামিনীগণ বিলাসিতা অলক্ষ্মীকে দূরীভূত করিবার জন্য সসজ্জ হইতেছেন, আর ভারতলক্ষ্মীগণ কি তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন? তাঁহাদিগের সম্মার্জনী আর কোন্ কাজের জন্য?

মহাবৃক্ষ—অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে শাম খুড়া (uncle sam) নামে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে, তাহার গুঁড়ির পরিধি ৪৪ ফিট, অর্থাৎ প্রায় ৩০ হাত। ভারতের কবীর বট চিরপ্রসিদ্ধ। ইহার তলে সহস্র সহস্র লোক অবলীলাক্রমে বিশ্রাম করিয়া থাকে এবং ইহার ঝুরি দ্বারা এরূপ স্বাভাবিক গৃহ সকল নির্ম্মিত হইয়াছে যে, তাহার মধ্যে ঐ সমস্ত লোক পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিতি করিতে পারে!

প্রাচীন সভ্যতা ও আচার-ব্যবহারাদি।

(তৃতীয় প্রস্তাব।)

(৩০৪ সংখ্যা, ৬ পৃষ্ঠার পর)

৮। যুদ্ধের-বাদ্য।

পুরাকালে রণস্থলে দুন্দুভি (সমর বাদ্য) সেনাধ্যক্ষ, গজ, বাজি প্রভৃতির [illegible] পাঠ করা যায়। দুন্দুভির বিষয়ে [illegible] হইয়াছে, 'হে দুন্দুভি! তুমি আপন [illegible]দে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ব্যাপ্ত করিয়া থাক। [illegible] ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সঙ্গে আমা- [illegible] প্রতিপক্ষসমূহ দূরীকৃত করিয়া দাও। তুমিই অরাতিদিগকে রোদন ও শোক করাইয়া থাক। তুমি আমাদিগকে দণ্ড বিধান কর।' (৬ মণ্ডল, ৪৭ সুক্ত)। সচরাচর নদীতীরের ও উর্ব্বর স্থানের অধিকার লাভার্থ আর্য্যেরা যুদ্ধসজ্জায় আমোদিত হইতেন ও অঙ্গশোভার্থে বেশ বিন্যাস করিতেন। অনুর্ব্বরা ভূমি অর্থাৎ মরুভূমির বৃত্তান্তও বেদ শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

৯। সমর সময়ে অশ্বের ব্যবহার।

সংগ্রাম-ক্ষেত্রে রণকালে ঘোটক প্রেরণের নিয়ম ছিল, এটি অনুমানসিদ্ধ বিষয় নয়। যুদ্ধার্থ রথ প্রায়ই গোচর্ম্মাচ্ছাদিত হইত। রথখানি উৎকৃষ্ট সজ্জায় বিমণ্ডিত করিয়া সমর প্রাঙ্গণে আনীত হইত। এই বিষয়টি বেদ সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

১০। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

দক্ষিণায়নের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির সূত্রপাত হয়, ইহা বেদের ব্যাখ্যাকার মহানুভব সায়ণাচার্য্য প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

ষষ্ঠ মণ্ডলে বর্ণিত হইয়াছে, পরাক্রান্ত বলশালী তুরঙ্গগণের অধিস্বামী ইন্দ্র সলিল বর্ষণ করেন। সেই জল, নিয়ত সিন্ধু মধ্যে নিপতিত হইয়া থাকে। সেই স্থানে প্রতিগমন করা সম্ভাবিত নয় (৬ মণ্ডল—৩৩ সূক্ত)। সূর্য্য কিরণে সাগর হইতে নীর রাশির আকর্ষণ বিষয়ক তত্ত্ব এই ঋকে উল্লিখিত হয় নাই। অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন রঘুবংশ কাব্যে ও অপরাপর স্থানে তাহার নির্দ্দেশ আছে। রঘুবংশে লিখিত আছে,—"সহস্র গুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ।" অর্থাৎ সূর্য্য, সহস্রগুণ দিবার জন্য জল গ্রহণ (আকর্ষণ) করেন।

১১। শতবর্ষ পরমায়ু।

বেদশাস্ত্রের আলোচনায় পুরা কালে মানবের পরমায়ু যে একশত বৎসর পর্য্যন্ত নিরূপিত ছিল, তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন সময়ে লোকে শতবর্ষজীবী হইবার কামনা করিত। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম মণ্ডল ও অন্যান্য স্থল অনুশীলনে ঐ বিষয় সম্বন্ধে দৃঢ় সংস্কার পাঠকের অন্তরে বদ্ধমূল হইবে। সুতরাং পুরাণ-বর্ণিত লক্ষ বা সহস্র বৎসর মানবের পরমায়ু কবির কল্পনামাত্র।

১২। ধাতুদ্রব্য ও মুদ্রাদি।

বৈদিককালীন জনগণ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্র অর্থাৎ কলসী, ঘটী, বাটী প্রভৃতি বস্তু ব্যতিরেকে, কাঞ্চন-ভাজন ও লৌহ কলসাদির ব্যবহার করিতেন। সুরা সলিলাদি তরল পদার্থ স্থাপনার্থ চর্ম্ম নির্ম্মিত আধারের প্রচলন বিলক্ষণ ছিল। (৬ মণ্ডল ৪৮ সূক্ত)। তদানীন্তন সমাজে কেবল ধাতুপাত্রই ব্যবহৃত হইত, অপর কোন বস্তু প্রচলিত ছিল না, এমন নয়। প্রত্যুত লৌহাদি ধাতুদ্বারা প্রস্তুত আধার বা দ্রব্যাদি সুপ্রাপ্য ছিল না, নির্দ্দেশ করাই আবশ্যক। স্থল বিশেষে লৌহময় অস্ত্রশস্ত্রাদি সমাজের লোকেরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতেন (৫ম ৬ষ্ঠ মণ্ডল)। ধাতব পাত্রের ব্যবহার বৃত্তান্ত শুনিয়া, সহজেই অনুমিত হইতে পারে, যে স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রাদিও তৎকালীন লোকেরা ব্যবহার করিতে জানিতেন। কেবল অনুমানের আশ্রয় লইবার আবশ্যকতা নাই, সত্য সত্যই ধাতু মুদ্রা তৎকালে অপ্রচলিত ছিল না। সমাজের লোক কর্ত্তৃক [illegible] সময়ে স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রাদি বি[illegible] ব্যবহৃত হইত। (৫ম ২৭সূ ৩৩সূক্ত) [illegible] দেশে এক প্রকার হৈম আভরণ অ[illegible] নিষ্ক পরিধানের প্রসঙ্গও বেদে [illegible] লক্ষিত হইতেছে (৫ম ১৯সূ)।

১৩। কর্ম্মকার ও তদীয় যন্ত্র।

ভস্ত্রের অর্থাৎ জাঁতার বর্ণনাও বেদের নবম মণ্ডলের ৫ম সূক্তে পাওয়া যায়। তাহা দ্বারা শিল্প নৈপুণ্য প্রভৃত পরিমাণে প্রমাণিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত বিবরণ সমুদায়েও এই বৃত্তান্তেও আর্য্য-

সমাজের প্রাচীন উন্নতির পরাকাষ্ঠা সপ্রমাণ হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় কদাচ সভ্যতার প্রথমাবস্থার ফল হইতে পারে না। যে জাতি অপেক্ষাকৃত শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন, এ গুলি তাদৃশ সভ্য ও ভদ্র সমাজেরই লক্ষণ।

১৪। দস্যু, অনার্য্য ও যুদ্ধ।

বেদ সংহিতায় অনার্য্য-তস্করাদির নির্দ্দেশ দেখিয়া, অনায়াসে মনে হয়, আর্য্যদিগকে উহাদিগের সহিত নিয়ত না হউক, অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে যুদ্ধামোদে আমোদিত থাকিতে হইত। আর্য্য-গণের সমর-সজ্জার বর্ণনা বহু স্থলেই কীর্ত্তিত। অনার্য্য সম্প্রদায়ের সহিত আর্য্যদিগের রণ-নৈপুণ্য প্রসঙ্গ বিবিধ স্থলেই পরিদৃষ্ট হয়। যুদ্ধের বাজিরাজি কনকালঙ্কারে বিমণ্ডিত হইয়া শত্রু-বিনাশে প্রেরিত হইত (২ ম, ১২ স্থ)। ভূপাল মণ্ডলী, অমাত্য বেষ্টিত ও অশ্বা-রূঢ় হইয়া, রণ-প্রাঙ্গণে উপনীত হইতেন (৪ মণ্ডল)।

১৫। পাষাণ পুরী।

অতি প্রাচীন সময়ে প্রস্তর বিনির্ম্মিত নগরীর বর্ণনা শ্রবণ বা পাঠ করিলে কে না স্তম্ভিত ও পুলকিত হইবেন? আমা-দের শ্রদ্ধেয় পূর্ব্বপুরুষগণ সভ্যতা-সৌধের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া ছিলেন, এই বিবরণ ও অপরাপর ঘট-নায় তাহা সুব্যক্ত হইতেছে। তনুত্রাণ, বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণাদি যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্রের সাহায্যে না জানি, প্রাচীন আর্য্যেরা কি সমর-পাণ্ডিত্যই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র ও বাদ্যধ্বনির বর্ণনা অবলোকন করিলেও মানস-সাগরে কতই অত্যাশ্চর্য্য বিস্ময় রসের সঞ্চার হয়! হায়, প্রাচীন বৈদিক কাল, তুমি ধন্য! তোমার প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিলেও পুণ্য, শ্রবণ করিলেও পুণ্য, কাহাকে শ্রবণ করাইলে তদপেক্ষা অধিকতর পুণ্য।

১৬। সমুদ্র-যাত্রা।

ঋষিগণের ও বণিকদলের সমুদ্র-যাত্রা নানা স্থলেই বর্ণিত হইয়াছে। বশিষ্ঠ ঋষি ভীষণ সিন্ধুগর্ভে অর্ণবপোত লইয়া গতিবিধি করিতেন। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলে সমুদ্র গমনের এরূপ কত শত ঘটনাই বিবৃত আছে, সংখ্যা করা যায় না। সমগ্র পঞ্চম মণ্ডলটি এই বিষয়ের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। কেবল বেদের দোহাই দিবারই বা প্রয়োজন কি? বৃহন্নারদীয় পুরাণে

"সমুদ্র যাত্রা স্বীকারঃ * * *
কলৌ বর্জ্জয়েদ্দ্বিজাতিভিঃ॥"

অর্থাৎ সমুদ্র গমনাদি কলিতে ব্রাহ্মণেরা ত্যাগ করিবেন। এই নিষেধ বচনেই বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়, পূর্ব্বকালে অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে সমুদ্রগমন প্রচলিত ছিল।

উদাসীনের চিন্তা।

এদেশে এখন নারীরত্ন জন্মিতেছে না কেন? দেশের যে সকল চিন্তাশীল লোক নারীজাতির উন্নতি কল্পে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের মনে হয়ত এই প্রশ্নটী উদিত হইয়া থাকিবে। বঙ্গদেশে নারী শিক্ষার জন্য একটা উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় রহিয়াছে। দুই চারিজন রমণী যথেষ্ট অধ্যবসায় এবং যত্নের সহিত সেই বিদ্যালয় হইতে বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষা প্রদান করিয়া উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ছাত্রী সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, আরও বাড়িবে আশা করা যায়। কিন্তু তবুও এখান হইতে অত্যুজ্জ্বল নয়নতৃপ্তিকর রমণী রত্ন বাহির হইতেছেন না কেন? এখন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, রমণীর কোন্ গুণ থাকিলে আমরা তাহাকে পূজনীয়া শিরঃ স্থানীয়া মনে করিব। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, পুরুষ মানসিক এবং রমণী হৃদয়ের শক্তি বিকশিত করিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। রমণী বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবে, দর্শন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিবে, অশেষ বিদ্যায় বিভূষিতা হইয়া জ্ঞানের আলোকে মানব জগতের মুখ সমুজ্জল করিবে, সংসারে যে সকল কার্য্য সম্পাদনে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও গভীর জ্ঞান-চর্চ্চার প্রয়োজন এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে, কোন কোন পুরুষ তাহা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। তাঁহাদের মতে সন্তান লালনপালন, অল্পবয়স্ক বালক বালিকার চরিত্র গঠন ও শিক্ষা বিধান, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, রুগ্নের শুশ্রূষা, অক্ষমের সেবা, পুরুষের পরিচর্য্যা, সংসারের হিসাব পত্র রাখা, দাস দাসীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা রমণীর কর্ত্তব্য কার্য্য। এতদ্ভিন্ন সঙ্গীত বিদ্যা, চিত্র বিদ্যা এবং অন্যান্য শিল্প বিদ্যা রমণীদিগের বিশেষ চর্চ্চার বিষয়। রমণীর যাহা কর্ত্তব্য, পুরুষ তাহা করিবেন না; পুরুষ যাহা করিবেন, রমণী তাহা করিবেন না। আমরা আজি পুরুষ রমণীর কার্য্যের পূর্ণ তালিকা লইয়া পাঠক পাঠিকাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইব না। পুরুষগণেই কেবল মনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য দায়ী, আর রমণীগণ হৃদয়ের উন্নতি সাধন জন্য ব্রতী হইবেন, আমরা এই পক্ষপাতী মতেরও পোষণ করিব না। পুরুষ রমণীর শরীরগত পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের অভ্যন্তরীণ শক্তির কোন বৈষম্য আছে, মনোবিজ্ঞান তাহা স্বীকার করে না। পুরুষের আত্মার যেরূপ ত্রিবিধ শক্তি, রমণীর আত্মায়ও তাহাই দেখিতে পাই। জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা পুরুষের আত্মাতে বর্ত্তমান, রমণীর আত্মাতে নাই, এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা মনোবিজ্ঞানের তত ধার ধারেন না বলিয়া

বোধ হয়। এই ত্রিবিধ শক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আত্মার উন্নতি সাধন করা প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। সামঞ্জস্য পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ যদি অধিক পরিমাণে জ্ঞানের চর্চ্চা করেন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয় দুর্ব্বল হইবে। পক্ষান্তরে রমণী যদি কেবল হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন জন্যই শক্তি নিয়োজিত করেন তাহা হইলে জ্ঞানের দিকটা অকর্ম্মণ্য ও অসার হইয়া পড়িবে। আংশিক শিক্ষায় মানবাত্মা প্রকৃতরূপে পরিপুষ্ট এবং পরিবর্দ্ধিত না হইয়া আংশিক ভাবে বিকসিত হইবে। বিশ্বস্রষ্টা পুরুষ রমণীর এইরূপ আংশিক বিকাশের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। পুরুষ এবং রমণীর জীবনকে কিরূপে গঠিত করিতে হইবে, আমরা সংক্ষেপে তাহা নির্দ্ধারণ করিলাম। এখন দেখা যাউক বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ রমণীগণ এরূপ জীবন গঠনের প্রয়াস পাইতেছেন কি না? আমরা চতুর্দ্দিকে যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে ইহা দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে যে শিক্ষিতা এবং অশিক্ষিতা রমণীগণ হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনে যথেষ্ট যত্ন করিতেছেন না। জ্ঞানের উন্নতি সাধন করিলে হৃদয় উন্নত হইবে ইহা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ভ্রমের গভীর কূপে পতিতা হইতেছেন। যেমন জ্ঞানশক্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতাকে দূর করিয়া জ্ঞান চর্চ্চা করিতে হইবে, সেইরূপ হৃদয়ের পরিপুষ্টির জন্য অপ্রেম, দ্বেষ হিংসা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি অপসারিত করিয়া পরার্থে আত্মবলিদান দিতে হইবে? কোথায় ও তাহা দেখিতে পাই না। বিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান চর্চ্চারও অবসান হইতে দেখা যায়। যে গভীর জ্ঞানতৃষ্ণা মানুষকে সুখ ভোগে উন্মত্ত হইতে দেয় না, যে গভীর জ্ঞান চর্চ্চা করিতে যাইয়া জ্ঞানপিপাসু আত্মবিস্মৃত হইয়া যান, কোথায় সেই জ্ঞানপিপাসা? আবার হৃদয়ে যে প্রেমের সঞ্চার হইলে মানুষ নরনারীর সেবার জন্য ব্যাকুল হয়, আত্মসুখেচ্ছার মস্তকে পদাঘাত করিয়া পরের জন্য খাটিয়া মরে, সেই প্রেম কোথায়? সুপণ্ডিত এপিকটেটাস স্ত্রীজাতিকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন না। তিনি বলিতেন, যাঁহারা কেবল বেশভূষা এবং ধনী স্বামী খুঁজিয়া বেড়ান, তাহাদের জীবনের আর একটা মূল্য কি? বাস্তবিক এপিকটেটাস্ যে সময়ে রোম রাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, রোমের সেই সময়ে বড় দুর্গতি ছিল। এপিকটেটাস্ সর্ব্বদা এইরূপ রমণীর জীবন দেখিতে পাইতেন। রমণী যে দেবীর আসন অধিকার করিয়া মানব হৃদয়ের পূজা গ্রহণ করিতে পারে, রোমের রমণীগণের জীবন-গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উক্ত দার্শনিক ইহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে দোষী করিতে পারি না। যখন পুরুষদিগের মধ্যে তিনি দেব-প্রকৃ-

তির লোক দেখিয়াছিলেন, তখন রমণী জাতির দুর্গতি তাঁহার দৃষ্টিতে আরও গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল। এপিক্‌টেটাসের সময়ে রোমের রমণীগণের যে দুর্গতি হইয়াছিল, ঈশ্বরকৃপায় বঙ্গের রমণীগণের সেরূপ দশা ঘটে নাই। তাঁহাদের নির্ম্মল চরিত্রের সুগন্ধে এখনও প্রাণ পুলকিত হয়, কিন্তু তাঁহারা এখনও গন্তব্য পথে সমুচিত অগ্রসর হইতেছেন না। এপিকটেটাস্‌ রোমের রমণীগণ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা দুঃখের সহিত বঙ্গের অনেক রমণীর সম্বন্ধে সেই মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত নই। গ্রাম্য অবলাগণ অগ্র কোন মহৎ এবং উচ্চ আদর্শ কল্পনাতে চিত্র করিতে পারেন না। বিদ্যালয়ের শিক্ষিতা রমণীগণ, তাঁহাদিগের অশিক্ষিতা ভগ্নীদিগকে অধিক দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। এখন আমরা তাঁহাদিগের হইতে অধিক আশা করি। বর্ত্তমানে ভারতীয় রমণী কুলাগ্রগণ্যা রমাবাই যে পথ প্রদর্শন করিতেছেন, অনেকের পক্ষে তাহা অনুকরণীয়। আমরা কার্য্যক্ষেত্র যথেষ্ট বিস্তীর্ণ দেখিতেছি, কিন্তু সেবিকা কোথায়?

কুমারী ফাউলার। *

সুদূর হইতে কার
শুনিয়ে মধুর বাণী
পরসেবা মহাব্রতে
ব্রতী হ'লে আজ?
'পর প্রেমে আত্মদান—
জীবনের লক্ষ্য জানি,
কাহার আদেশে বল
সাধিলে একাজ?
কি মহাপ্রাণতা আহা!
স্বাস্থ্য সুখ ভুলি সব
রোগীর শুশ্রূষা তরে
কোথায় চলেছ?
কুষ্ঠ রোগ—সংক্রামক
(ছুঁলে প্রাণে বাঁচা ভার)
জেনে শুনে মৃত্যু মুখে
জীবন সঁপেছ!

আঠারই জানুয়ারি (১৮৯০)
বুঝি এ জনমতরে
ভাসাইলে দেহতরী
অকূল সাগরে,
যৌবনের রূপরাশি
তুচ্ছ করি—অকাতরে
ছুটেছ কোথায় আজ
ব্যাকুল অন্তরে?
'মলকাই কুষ্ঠাশ্রমে'
যাইছেন 'ফাউলার'
পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী
ছাড়িয়ে সকলে,
না জানি কার আহ্বানে,
ভুলি স্বার্থ আপনার,

* ১২৯৭ সালের বামাবোধিনী পত্রিকার ৩৪০ পৃষ্ঠা দেখ।

ঝাঁপ দিলা বীরবালা
দুস্তর সলিলে।
আর কি থাকিতে পারে
ব্যস্ত আপনারে লয়ে—
বিশ্ব-প্রেমে উন্মাদিনী—
ছুটিছে সেথায়!

একেবারে আত্মহারা!
কি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে
যাইছে যুবতী আজ
পরের সেবায়?

যখন ষোড়শী বালা
তখনি এ মহাব্রত
জীবনের কার্য্য বলি
জানিলা যুবতী,

কে তাহারে হাতে ধরি
দেখাল এ সত্য পথ
জীবনের উচ্চ লক্ষ্য
জীবে দয়া অতি?

যাও যাও ফাউলার
'মলকাই কুষ্ঠাশ্রমে'
করগে রোগীর সেবা
এবে কায়মনে,

ওই দেখ সুরদেবী
থাকিয়ে স্বরগধামে
আশীষ করিছে আজ
মধুর বচনে!

এহেন রমণী রত্ন—
দেবের দুর্লভ ধন
গর্ভে ধরি রত্নগর্ভা
হবে কি ভারত?

কবে সে রমণীকুল
পরসেবা মহাব্রতে
জীবন উৎসর্গ করি
মাতাবে জগৎ?

আদর্শ রমণী চিত্র
নিরখি ভগিনীগণ
হও সবে অগ্রসর
রোগীর সেবায়,

দাও আত্ম বলিদান,
সংকীর্ণতা যাও ভুলি,
দেখাও মহাপ্রাণতা
ফাউলারি প্রায়!

ওই দেখ বীরবালা
স্বদেশের মায়া ছাড়ি
শত যোজনের পথে
ছুটিছে একেলা,

পাসরিয়ে আত্মসুখ
নাজানি কি সুখে মাতি
অকূল জলধি জলে
ভাসাইছে ভেলা!

অপার্থিব সুখ-রত্ন
সঞ্চিত রয়েছে সেথা—
পবিত্র স্বরগধামে
ফাউলার তরে,

যখন মায়ের কাছে
যাইবেন পুণ্যবতী,
প্রেমবাহু পসারিয়া
লইবেন ধরে—

আদরে বিশ্বজননী,—
কোলে তুলি স্নেহ ভরে
বদন চুম্বন করি
সুধাবেন তায়,

যে কাজ সাধিলে তুমি
থাকিয়ে পাপ সংসারে
মোহিত করেছ বাছা
সে কাজে আমায়;
তাই আজ সযতনে
ডাকিয়া লয়েছি ঘরে!
পরাইব নিজ হাতে
পুণ্যের মুকুট—
তোমার পবিত্র শিরে,
ছিনু তার প্রতীক্ষায়

পেয়েছি সুযোগ আজ—
দাও কর পুট;
লয়ে যাই সুর পুরে,
আদরে সোহাগে ধরি
বসাই তাদের পাশে,—
বীর নারীগণ
যেথায় বিরাজ করে
মণিময় সিংহাসনে—
পুণ্যের ভূষণ পরি,—
এস বাছা ধন।

ইয়োরোপে উপনিষদের সমাদর।

উপনিষদ্ বেদের সার ভাগ। উপনিষদ ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। উপনিষদুক্ত সকল ধর্ম্মবাক্য সকলের অনুমোদিত না হইলেও ইহার অধিকাংশ শ্লোকের উচ্চতা, পবিত্রতা ও গভীরতা অনেক ধর্ম্মপ্রাণ জ্ঞানীদিগের শিরোধার্য্য। উপনিষদের ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থের আদর ইদানীং ইয়োরোপ খণ্ডেও বৃদ্ধি হইতেছে। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া ভারতের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল ইয়োরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন, এবং ইয়োরোপীয়গণ ঐ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া উহার মর্য্যাদা অনুভব করিতে পারিতেছেন। ভগবদ্গীতা গ্রন্থ আজ কাল ইয়োরোপে বিশেষ সমাদৃত হইতেছে, কিন্তু উপনিষদের সমাদর বহুকাল পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান আছে। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে আঁকতিল দুপেঁরো নামক ফরাসীস প্রাচ্যভাষাজ্ঞ পণ্ডিত উপনিষদ লাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। সেই অনুবাদ পাঠ করিয়া জর্ম্মণীর দার্শনিক পণ্ডিত আরথার্ স্বপেন্হয়ার মুগ্ধ হইয়া যান। উপনিষদের ঐ লাটিন অনুবাদ তাঁহার মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তৎকর্ত্তৃক প্রচারিত দার্শনিক মত উপনিষদের কোন কোন প্রধান মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইনি জর্ম্মণ ভাষায় উপনিষদ সমালোচনা করিয়া নানা প্রবন্ধ লিখেন এবং জর্ম্মণ রাজ্যে উপনিষদের অনুশীলন বিস্তার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। উপনিষদের সমালোচনা করিয়া স্বপেন্হয়ার এক স্থানে লিখিয়াছেন, "উপনিষদের প্রত্যেক শ্লোকে গভীর মৌলিক ও পরম সত্য

নিহিত রহিয়াছে। সমস্ত গ্রন্থ খানি এমন একটী উচ্চ ও পবিত্র ভাবে পূর্ণ, যে তৎপাঠে প্রাণ মন বিমোহিত হইয়া যায়। খ্রীষ্টিয়ান ইহা পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হয়েন, কেননা ইহা পাঠ করিলে তাঁহার অনেক কুসংস্কার অপনোদিত হইয়া যায়। সমস্ত পৃথিবীতে এমন আর অন্য কোন গ্রন্থ নাই। ইহা অধ্যয়ন করিলে মন উন্নত হয় ও মহদুপকার লাভ হয়। সমস্ত জীবন আমি ইহা পাঠে প্রীতি ও সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি, মৃত্যুকালেও ই[illegible] আমাকে শান্তি প্রদান করিবে।" স্থপেন্‌হয়ার্‌ জর্ম্মণ রাজ্যে উপনিষদের চর্চ্চা ও উহার আদর বিশেষরূপে বৃদ্ধি করিয়া যান। তৎপরে জর্ম্মণীর প্রাচ্য তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ উপনিষদের অনুবাদ, উপনিষদুক্ত ধর্ম্ম মতের সমালোচনা, তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান ও পুস্তক প্রচার দ্বারা উপনিষদের আদর বিশেষরূপে বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইংলণ্ডে অধ্যাপক মোক্ষমূলার বর্ত্তমান সময়ে উপনিষদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, এবং কবি এডুইন্‌ আরনোলড্‌ উপনিষদ্‌ বর্ণিত কোন কোন ধর্ম্মোপাখ্যান ইংরাজী কাব্যে অ[illegible]দ করিয়া ইংরাজী ভাষাজ্ঞ জাতিদিগের মধ্যে উপনিষদের নাম ও শিক্ষা আদরণীয় করিয়াছেন।

চীন সম্রাটের উদার ধর্ম্ম মত।

চীন দেশে তিনটী ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। একটী কুংফুচের ধর্ম্ম (Confucianism), দ্বিতীয়টী লেয়োটসির ধর্ম্ম (Taoism) এবং তৃতীয়টী বৌদ্ধ ধর্ম্ম। কংফুচে ও লেয়োটসি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ইহাঁরা কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচলিত করেন নাই। যে কালে ইহাঁরা জীবিত ছিলেন, সে সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীন দেশে বড়ই হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ধর্ম্মনিষ্ঠ ও প্রতিভাসম্পন্ন কংফুচে ও লেয়োটসি বৌদ্ধ ধর্ম্মকে পুনর্জীবিত করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। পুরাতন বৌদ্ধধর্ম্মের মতই ইহাঁরা আপনাদিগের কথায় প্রচার করেন। বস্তুতঃ ইহাঁরা দুইজন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইহাঁদিগের প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যে সকল চীনবাসী ধর্ম্ম শিক্ষা করেন, তাঁহারা কংফুচের অথবা লেয়োটসির মতাবলম্বী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাঁদের সঙ্গে বৌদ্ধদিগের বিশেষ মতভেদ না থাকিলেও এই তিন দলে তর্ক বিতর্ক ও বিরোধ সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই তিনটী ধর্ম্মই চীনের সম্রাট কর্ত্তৃক চীন জাতির স্বধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। চীন সাম্রাজ্যের সম্রাটীয় ব্যবস্থা এই যে যিনি যখন সম্রাটপদে অধিরূঢ় হইবেন, তাঁহাকে ঐ রাজ্যে প্রচলিত তিনটী

ধর্ম্মেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। তিনি তিনটী ধর্ম্মের কোন একটীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কেবল সেই ধর্ম্ম রক্ষার্থ যত্নবান হইবেন এবং অপর দুইটীর প্রতি অনাদর প্রকাশ করিবেন, এরূপ ক্ষমতা তাঁহার নাই। ঐ তিনটী ধর্ম্মের প্রধান প্রধান উৎসবে সম্রাটকে উপস্থিত থাকিতে হয়। আপাততঃ বিবেচনা করিতে গেলে চীন সম্রাটকে কপটাচরণ দোষে দোষী বলিয়া প্রতীতি হয়, কিন্তু তাঁহার ব্যবহার কপটাচরণ না হইয়া যে উদারতার চিহ্ন তাহাই চীনদিগের বিশ্বাস। চীনে প্রচলিত যে তিনটী ধর্ম্মের উল্লেখ করা গিয়াছে, সেই তিনটী ধর্ম্মের মধ্যে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু এমন কতকগুলি মত আছে, যাহা তিনটী ধর্ম্মেই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই গুলিই ঐ ধর্ম্মসকলের সার মত। এই সদৃশ সার মত গুলিতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এবং বিসদৃশ অসার মতগুলি অগ্রাহ্য করিয়া চীন সম্রাট তিনটী ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলার বলেন, চীন সম্রাটের এরূপ উদারতা সভ্যজগতের রাজ পুরুষদিগের অনুকরণীয়।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সাধুক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নেথ্যানিএল্ হথরণ্ বলেন "পুরুষে পুরুষে একটি অলঙ্ঘ্য দূরতা আছে। তাহারা পরস্পরের হস্ত গ্রহণ করিতে পারে না, এই হেতু তাহারা নারী ভিন্ন পরস্পরে পরস্পরের নিকট হৃদয়-পরিপোষক বিশেষ সাহায্য পায় না।" মার্টিন লুথার আপনার ভার্য্যা সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকটিত করেন;—তাঁহাকে দিয়া আমি ক্রিশসের (পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য রাজা) অতুল ঐশ্বর্য্যের সহিত আমার দারিদ্র্য বিনিময় করিতে পারি না। বিবাহ বিষয়ে তাঁহার এই অভিমত;—উত্তম পুণ্যবতী স্ত্রীই জগদীশ্বর-প্রদত্ত সুখের পরাকাষ্ঠা, যাঁহার সহিত মনের শান্তিতে ও কুশলে স্বামী বাস করিতে পারেন, কি জীবন কি ধন সম্পত্তি যাঁহাকে সকলি দিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন। অলিভর ওএণ্ডেল্ হোমস্ বলিয়াছেন যে "হৃদয়বতী নারী আমাদিগের যে রূপ যত্নের ধন, বুদ্ধিমতী কখনই সেরূপ নয়।" আর্থর হেল্‌প্‌স লিখিয়াছেন "মানবের প্রতি ঈশ্বরের দয়ার প্রমাণ স্ত্রী পুরুষের আত্মগত সুচারু প্রভেদ, যে বিভিন্নতায় পুরুষ যেরূপ কল্পনা করিতে পারেন, নারী সেইরূপ প্রবোধদায়িনী ও মোহিনী সঙ্গিনী রূপে সৃষ্টা হইয়াছেন।" ভুবনবিখ্যাত আডিসন্ বলিয়াছেন যে, "যখন আমি কোন লোকের বিরস মলিন বদন দেখি, তখন

তাহার স্ত্রীর নিমিত্ত দুঃখ না করিয়া থাকিতে পারি না। যখন সরল সরস মূর্ত্তি অবলোকন করি, আমি তাহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও পরিবার বর্গের সুখের বিষয় ভাবি।" ডি টকিভিল্ আপনার ললনা সম্বন্ধে পরম বন্ধু ডি কার্গোরলেকে একখানি পত্রে লেখেন "আমার শরীর ও মনের চির-দুর্ব্বলতায় তিনি সুখের আকর।"

স্বামীর জন্য স্ত্রীর ত্যাগ-স্বীকারের শীর্ষস্থান এই ভারতবর্ষ গ্রহণ করিতে সক্ষম, ইহা কে না মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবে? কিন্তু পাশ্চাত্য রমণীগণের মধ্যে যে এই গুণের অভাব আছে, তাহা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দুই একটির কথা এখানে উল্লেখ করিলাম। গ্রোসস ও মার্সাল বেজান স্ব স্ব স্ত্রীর প্রযত্নে কারাগার হইতে মুক্ত হন। জেনবার প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অন্ধ হিউবার স্ত্রীর সাহায্যে জগৎ বিখ্যাত হন, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক ও দার্শনিক সর্ উইলিয়ম্ হামিল্টনের বিষয় বঙ্গীয় কৃতবিদ্য মাত্রেই অবগত আছেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিল স্ত্রীর নিকট কত ঋণী, তাহা তিনি "Liberty" স্বাধীনতা নামক স্বীয় গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে স্বীকার করিয়াছেন। অন্ধ মিল্টন, প্রেস্কট্ ও ফসেট্ উক্ত মহাত্মার ন্যায় স্ব স্ব পত্নীর নিকট ঋণী।

প্রাণিতত্ত্ব।

৭ম সংখ্যক।

১। মাকড়সা,—ইহাদিগের ন্যায় সুনিপুণ তন্তুবায় আর দেখা যায় না। ইহারা সময়ে সময়ে নদীর উভয় তীরস্থ বৃক্ষ লতা অবলম্বন করিয়া নদীর উপর দিয়া সেতু ও জাল নির্ম্মাণ করে।

শূন্যবিহারী মাকড়সা,—ইহারা শূন্যে উড়িয়া বেড়ায়। ইহারা পক্ষ-বিহীন হইলেও আশ্চর্য্য কৌশলে শরীরকে বায়ুর তরঙ্গে ভাসাইয়া দেয়। ইহাদের জাল মধ্যে মধ্যে একাধিক ক্রোশ বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়। বোমেন সাহেব ইহাদের কার্য্য-প্রণালী অবলোকন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন "ইহারা কিছুক্ষণ এদিক্ ওদিক্ করিয়া দেখে; পরে বায়ুর মুখ হইতে অন্য দিকে উদর সরাইয়া লয় এবং অগ্রবর্ত্তী পদদ্বয়ের উপর দণ্ডায়মান হইয়া চারি পাঁচ বা ছয়টী সূক্ষ্ম সূতা বাহির করে। এই সূতা একস্থান হইতে বাহির হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং সূর্য্যালোকে ঝিকিমিকি করিতে থাকে। কিছুক্ষণ এইরূপ অস্বাভাবিক ভাবে দাঁড়াইয়া

থাকিয়া বেগের সহিত বিপরীত মুখে শূন্যে উঠে এবং পূর্ব্ববর্ণিত সূতা অবলম্বন পূর্ব্বক শূন্যে ঝুলিয়া বেড়ায়।

বায়ু-বেগে সূতা যেমন শূন্যে ভাসিয়া যায়, বুদ্ধিমান মাকড়সাও তেমনি ঐ অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্যপ্রায় "পেরাসুট" অবলম্বনে স্থির ভাবে ধীরে ধীরে সংযত-পদ হইয়া শূন্যমার্গে বিচরণ করে। ইহাদের নিকট বেলুনারোহী মানুষ হার মানিয়া যায়।

জলীয় মাকড়সা,—ইহারাও পূর্ব্বোল্লিখিত তীর্য্যক্‌গণাপেক্ষা "ইঞ্জিনিয়ারিং" কার্য্যে কম সুনিপুণ নয়। ইহাদের গৃহ-রচনা প্রণালী অদ্ভুত।

প্রথমতঃ জলীয় উদ্ভিদের পত্রে পত্রে যোগ করিয়া সূক্ষ্ম সূতা বয়ন করে। তৎপরে উহার উপর গলিত কাঁচের ন্যায় এক প্রকার স্বচ্ছ "রং" ঢালে এবং উহাকে বিস্তীর্ণ করিয়া ছাদ নির্ম্মাণ করে। এই "রং" মধ্যস্থ বুনন যন্ত্র হইতে বাহির হয়। উদরে ঐ "রং" লেপিয়া জলের উপরে উঠে। জলের উপর হইতে অজানিত কৌশল দ্বারা জল-বুদ্বুদের মধ্যে বায়ু লইয়া গিয়া ঐ ছাদের নীচে ছাড়িয়া দেয়। দশ বার বার এইরূপ বায়ু লইয়া যাইয়া ছাদের নিম্নে দিলে উহা প্রসারিত হয়। এইরূপে ইহার কুটীর প্রসারিত করিয়া জলের নীচে শুষ্ক স্থানে বসবাস করে। জলের উপরি ভাগে ঘোরতর ঝটিকা বহিলেও ইহারা নিরাপদে এই আবাসে থাকিয়া সুখে কালাতিপাত করে।

২। বৈদ্যুতিক মৎস্য,—বৈজ্ঞানিক আমেরিকাই এই সকল বৈদ্যুতিক মৎস্যের জন্য বিখ্যাত।

টর্‌পেডো,—ইহার শরীরে একটী তাড়িত যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রে তাড়িত সঞ্চিত থাকে। তাড়িত যন্ত্র হস্তে ধারণ করিলে যেরূপ আঘাত পাওয়া যায়, এই ভয়ঙ্কর মৎস্যকে ছুঁইলেও সেইরূপ আঘাত পাইতে হয়। ইহাদের দেহ প্রায় গোলাকার। ইহারা কখনও কখনও ৪০।৫০ সের ভারী হয়। ইহাদের ত্বক্‌ মসৃণ ও ধূষর বর্ণ। টর্‌পেডো স্পর্শ করিলে হঠাৎ পাকস্থলীর পীড়া হয়, সর্ব্ব শরীরের স্পন্দন হইতে থাকে, এবং হস্ত পদ "খেঁচিতে" থাকে; কখনও কখনও আবার মানসিক শক্তি সকলও নষ্ট হইয়া যায়।

ঈল্‌ মৎস্য,—ইহারাও টর্‌পেডোর ন্যায় গুণ বিশিষ্ট। ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় দুই হস্ত; শরীরের বেড় অর্দ্ধ হস্তের অধিক হইবে না। শরীর চেপ্‌টা, মুখ প্রশস্ত ও দন্ত-শূন্য।

অনেকে ইহাদের লাঙ্গুলের আঘাতে ধরাশায়ী হন। এক জন ইংরাজ নাবিক একবার জিদ করিয়া হস্ত দ্বারা একটী ঈল মৎস্য ধরিবা মাত্র মূর্চ্ছিতের ন্যায় অচেতন হইয়া পড়িল। বহু কষ্টের পর তাহার সংজ্ঞা লাভ হয়। এই বৈদ্যুতিক মৎস্যাবতার কেবল

দক্ষিণ আমেরিকার লবণশূন্য জলেই কেলি করিয়া থাকে।

৩। মৎস্য-রাজ হেরিঙ্গ,—ইহারা সমুদ্রে বাস করে। ইহাদের চক্ষু রক্তিম বর্ণ, দৈর্ঘ্য ৮।৯ ইঞ্চ। ইহাদের নাম "মৎস্য-রাজ।"

ইহাদের বংশ-বৃদ্ধি অতি ভয়ানক। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে একটী হেরিঙ্গের বংশাবলী বিংশতি বর্ষ মধ্যে যদি বিনষ্ট না হয় এবং পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে এই স্তূপ পৃথিবীর দশ গুণ হইবে। পাছে এই বিপদ ঘটে বলিয়া বোধ হয় সৃষ্টিকর্ত্তা ইহারে অসংখ্য শত্রু করিয়া দিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার সামুদ্রিক প্রাণিগণ ইহাদের শত্রু। জলবাসী পক্ষিগণ উপর হইতে এবং মৎস্য প্রভৃতি অন্যান্য জীবগণ নিম্ন হইতে ইহাদের শত্রুতাচরণ করিয়া থাকে।

এক বিবরণে পাঠ করা যায় যে খৃষ্টীয় ১৭৭৩ সালে স্কট্‌লণ্ডে লচ্ টের্‌রিডেন্ নামক স্থানে এক দিন এবং এক রাত্রির মধ্যে এক সহস্র ছয় শত পঞ্চাশ নৌকা হেরিঙ্গ মৎস্য ধৃত হইয়াছিল।

হেরিঙ্গ ধরিবার কৌশল,—ইউরোপ এবং আমেরিকাতে অসংখ্য হেরিঙ্গ ধৃত হয়। রাত্রিতে জাল দ্বারা ইহাদিগকে ধরা হয়। ধীবর নৌকার উপর একটী মশাল রাখে। নৌকা তীব্র-বেগে তর তর করিয়া অন্ধকার রজনীতে সমুদ্রের উপর দিয়া চলিয়া যায়। আমেরিকা ও ইউরোপবাসী সুসভ্য হেরিঙ্গ বড়ই জ্যোতিপ্রিয়। ইহারা আলোক দেখিয়া নৌকার পশ্চাৎ ভাগে দলবদ্ধ হইয়া সমবেত হয়। এই অবকাশে সুসভ্য অথচ সুচতুর ধীবর জাল নামাইয়া তাহাদিগকে বন্দী করে। রজনী-যোগে দীপমালায় বিভূষিত সাগর-বক্ষে এই দৃশ্য অতীব মনোহর। বেগবতী জ্যোতিঃশালিনী নৌকা গভীর তমসাচ্ছন্ন রজনীতে মহাকবি মিল্টনের "Shooting star" বা নক্ষত্রপাতের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। বহু-সংখ্যক নরনারী তীর হইতে এই চিত্ত-বিনোদন নৈশ দৃশ্য দেখিবার জন্য দলে দলে গমন করে।

আখ্যানমালা।

৫ম সংখ্যক।

১। একদা মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা প্রসিদ্ধ জন্ ওয়েশ্‌লি জনৈক রাজকীয় কর্ম্মচারীর সহিত এক গাড়িতে যাইতেছিলেন। কিছু দূর গিয়া গাড়ি বদলাইবার সময় মহাত্মা ওয়েশ্‌লি যুবা কর্ম্মচারীকে বলিলেন, "আপনার সহবাসে বড়ই সুখী হইয়াছি; কিন্তু আপনার নিকট একটী ভিক্ষা আছে।"

যুবা—আপনাকে আপ্যায়িত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আপনি ত কখনই অন্যায় অনুরোধ করিবেন না।"

ওয়েশ্‌লি—"এখনও আমরা অনেক দূর একত্রে যাইব। তাই আপনার নিকট এই অনুরোধ যে আমি যদি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া শপথ করি বা অশ্লীল কথা বলি, তাহা হইলে আপনি তৎক্ষণাৎ আমাকে বিলক্ষণরূপে তিরস্কার করিবেন।"

বলা বাহুল্য যে ঐ যুবা পুরুষই ঐ দুই দোষে দোষী ছিলেন। তিনি "আহার ঔষধরূপ" মিষ্ট অথচ সত্য তিরস্কারের মর্ম্ম বুঝিলেন। যুবক সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন, "এইরূপ তিরস্কার ওয়েশ্‌লি ব্যতীত কাহারই নিকট হইতে আসিতে পারে না।" বস্তুতঃ উহা অব্যর্থ হইল। এই গল্পটী মিষ্ট ভর্ৎসনার একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত।

২। ক্রুর-প্রকৃতি ইংলণ্ডীয় রাজ্ঞী মেরীর রাজত্ব কালে মহাত্মা গিল্পিন্‌ নিজ বিশ্বাসের জন্য বিচারিত হইবেন বলিয়া লণ্ডনাভিমুখে গমন করিতে করিতে হঠাৎ পড়িয়া একটী পদে এমন আঘাত পাইলেন যে যাত্রা বন্ধ করিয়া সেই স্থানেই কিছু দিনের জন্য বাস করিতে হইল।

এই ঘটনায় তাঁহার রক্ষক উপহাস করিয়া তাঁহাকে বলিল, "আপনি যে বলেন 'যাহা কিছু ঘটে, সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য মঙ্গলময় পরমেশ্বর দ্বারা নির্দ্দিষ্ট,' তবে কি আপনার মঙ্গলের জন্য আপনার পদ ভাঙ্গিয়া গেল?"

মহাত্মা সবিনয়ে বলিলেন,—"এ বিষয়ে ত আমি সন্দেহই করি না।"

আশ্চর্য্যের বিষয় মহাত্মা পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই ইংলণ্ডেশ্বরীর পরলোক গমনের সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল। এইরূপে আসন্ন মৃত্যু হইতে দৈব যোগে রক্ষা পাইয়া হর্ষোন্মত্ত জনতার মধ্য দিয়া মহাত্মা গিল্পিন্‌ হাটনে প্রত্যাগমন করিলেন। আপামর সকলেই গিল্পিনের উদ্ধারের জন্য আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে ভয়-দুঃখত্রাতা ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

৩। মহাত্মা সক্রেটিসের শিষ্য ইউক্লিড্‌ একদিন নিজ ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন। ভ্রাতা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "এর যদি প্রতিশোধ লইতে না পারি, তবে এ জীবন আর রাখিব না।" ইউক্লিড—"আমি যদি স্নেহ দ্বারা তোমার হৃদয় গলাইতে না পারি ও পূর্ব্ববৎ তোমাকে আমার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করাইতে না পারি, তবে আর এ প্রাণ রাখিব না।" উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য।

প্রাচীনকালে ইউরোপে দাস বিক্রয় প্রথা।

ইংলণ্ড,—বহুকাল হইতেই ইউরোপ খণ্ডে দাস বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল। পুরাকালে ঋণগ্রস্ত বা দারিদ্র্য-নিপীড়িত ব্রিটনবাসী নিজ সন্তানগণকে দাসত্বে বিক্রয় করিত। ইংলণ্ডের ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে ৫৮৮ খৃষ্টাব্দে রোমের বাজারে কতকগুলি ইংরাজ বালক দাসত্বে বিক্রয়ার্থে দণ্ডায়মান ছিল দেখিয়া মহামান্ত ভাবী-পোপ গ্রেগারী বিক্রেতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ইহারা কে? কোথা হইতে আসিয়াছে?" তাহারা উত্তর করিয়াছিল যে ইহারা এঙ্গেল্স্ বা ইংরাজ। এতদ্দারা প্রমাণ হইতেছে যে প্রাচীন কালে রোমের বাজারে শাক বেগুনের স্থায় দাস দাসী বিক্রয় হইত। এমন কি ইংলণ্ডেই ব্রিষ্টল নগর দাস বিক্রয়ের একটী প্রধান স্থান ছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উল্ফ্‌ষ্টান্ এবং লেন্‌ফ্রেঙ্কের প্রভাবে দাসত্ব প্রথা বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হয়।

রোম,—খৃষ্টের অভ্যুদয়ের সময়ে ও তাহার পূর্ব্বেও রোম নগরে দাস দাসী বিক্রীত হইত। মিশর ও অন্যান্য স্থান হইতে আনীত নরনারী রোমের বাজারে বিক্রয়ার্থ রাখা হইত। উহাদের কর্ণে ছিদ্র করিয়া এবং অনাবৃত পদে চা-খড়ি মাখাইয়া দেওয়া হইত। তাহারা যে বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে, ইহা দ্বারা তাহাই সাধারণকে জানান হইত। মহর্ষি সেনেকা এবং এপিক্‌টিটাস্ ইত্যাদি রোমীয় গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ হইতে রোমের দাস বিক্রয় প্রথার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এপিক্‌টিটাস স্বয়ং একজন ক্রীত-দাস ছিলেন। ফ্রিজিয়া দেশে হায়্রোপালিস্ নগরে তাঁহার জন্ম হয়। "এপিক্‌টিটাস" কথার অর্থই "ক্রীত"। দারিদ্র্য বা অন্য কারণ বশতঃ তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে দাসত্বে বিক্রয় করেন। তাঁহার প্রভু আমোদচ্ছলে তাঁহার একটী পদ মোচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন।

এই সময়ে জর্ম্মণি, মিশর, গল, সিরিয়া, ব্রিটন, স্পেন দেশীয় নরনারীদিগকে রোমের বাজারে বিক্রয়ের জন্য খড়ি মাখাইয়া ও কর্ণ বিদ্ধ করিয়া সাজাইয়া রাখা হইত।

গ্রীস,—প্রাচীন কবি হোমারের কাব্যে এই প্রথার উল্লেখ আছে।

তাঁহার সময়ে ডাকাতেরা জাহাজে করিয়া বিদেশ হইতে চোরা মানুষ বিক্রয়ার্থ আনিত। এমন কি ধনবান গ্রীকদিগকেও এই প্রকারে লইয়া যাইয়া অন্য দেশে বিক্রয় করিত।

সাধারণতঃ গ্রীক্ "দাস-বাজারে" দুই মিনি, ইংরাজি ৮ পাউণ্ড, বা ৮০।৯০ টাকা দরে একজন দাস ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত। স্ত্রী, পুরুষ কেহই অব্যাহতি পাইত না। সুন্দরী হইলে, বা

বিশেষ কোন গুণ থাকিলে দাস দাসীর মূল্য আরও অধিক হইত।

প্রাচীন গ্রীক্ ইতিহাসবেত্তা হেরডোটাস্ বলেন, সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থকার ইসপ্ (Aesop), জেন্থাসের (Zanthus) ক্রীত-দাস ছিলেন। থ্রেস্‌বাসিনী রোডোপিস্ নাম্নী পরমা সুন্দরী এক জন রমণীও জেন্থাসের ক্রীত-দাসী ছিল। জেন্থাস্ তাহাকে বিক্রয়ের নিমিত্ত মিশর দেশে লইয়া যান। অবশেষে কেরেক্সাস্ নামক মাইটেলিন্ নিবাসী এক ব্যক্তি ঐ রূপসীকে বহু মূল্যে ক্রয় করিয়া স্বাধীন করিয়া দেন। এই সমুদায় বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে দাস বিক্রয় প্রথা বহুকালাবধি ইউরোপ খণ্ডে অল্লাধিক পরিমাণে চলিয়া আসিতেছে। তবে প্রাচীন ও আধুনিক কালের দাস বিক্রয় প্রথার মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে ইহা সত্য।

মহর্ষি সক্রেটিস।

(২)

এথেন্সনগরের জন সাধারণের গোচরার্থ যে স্থলে দণ্ডাজ্ঞা লিখিত থাকিত, সেই প্রকাশ্য স্থানে একদিন এইরূপ লেখা দেখিতে পাওয়া গেল যে, "সক্রেটিস্ অপরাধী। প্রথমতঃ, সে দেবদেবীর পূজা করে না এবং অভিনব দেবতা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পূজা দেশে যাহাতে প্রচলিত হয় তাহারই চেষ্টা করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, যুবকদিগের নীতি কলুষিত করিতেছে। প্রাণদণ্ডই ইহার সমুচিত শাস্তি।" এনিটাশ্ নামক এক ধনাঢ্য বণিক্, মেলেটাস্ নামক এক কবি, ও লাইকন্ নামক একজন বক্তা, এই তিন জন অভিযোগকারিগণের মধ্যে প্রধান।

সক্রেটিসের বয়ঃক্রম এখন প্রায় সপ্ততি বর্ষ। তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার জীবনের কার্য্য সমাধা হইয়াছে, এবং সেই জন্য মৃত্যু তাঁহার পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়াই, ভগবান তাঁহাকে অমরলোকে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন। বিচারকগণের নিকট কোথায় অবনতমস্তকে জীবন ভিক্ষা করিবেন, না, তিনি তাহাদের প্রভুর ন্যায় তেজের সহিত তাঁহাদিগকে বলিলেন "অন্যায়রূপে আমার নামে অভিযোগ করা হইয়াছে।" সক্রেটিস্ মেলেটাস্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কিরূপে বলিতেছ যে আমি যুবকদের নীতি দূষিত করিয়াছি, যখন তাহাদের পিতা মাতা অন্যরূপ কহিতেছেন?" আবার বিচারকদিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ইহাও কি সম্ভব যে, যে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়াছে, যে সেনানীগণের বিচারকালে একাকী নির্দ্দোষীর পক্ষ হইয়া সমাজের

বিবেককে অগ্রাহ্য করিয়াছে, যে ত্রিংশৎ সংখ্যক অত্যাচারী শাসনকর্তার ভ্রূকুটিকে গ্রাহ্য করে নাই,—ইহাও কি সম্ভব যে সেই ব্যক্তি অদ্য কর্ত্তব্যের ভূমি পরিত্যাগ করিবে?" তিনি গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন,—"হে এথিনীয়গণ! আমি তোমাদিগকে যথেষ্ট স্নেহ ও সমাদর করি, কিন্তু যতকাল শক্তি ও জীবন থাকিবে, ততকাল সত্যের অনুসন্ধান করিতে ও তোমাদিগকে সত্যের পথে চলিবার জন্য অনুরোধ করিতে ক্ষান্ত হইব না। তোমাদিগকে নিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য আমি ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। হে এথিনীয়গণ! যদি আমি জীবন রক্ষার জন্য তোমাদের তোষামোদ করি, তবে তোমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেওয়া হইবে যে ভগবান্ নাই। কিন্তু তাহা নহে। আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আছেন, এবং আমার অভিযোগকারিগণের অপেক্ষা উচ্চতর ভাবে আমি তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আমার বিচারের ভার তোমাদের এবং পরমেশ্বরের হস্তে অর্পণ করিলাম।"

পাঁচ শত পঞ্চাশ জনের মধ্যে দুই শত অশীতি জন তাঁহার বিরুদ্ধে মত দিলেন। তাঁহাদের বিচারে সক্রেটিসের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইল। তৎকালীন প্রচলিত নিয়মানুসারে তিনি মৃত্যুর পরিবর্ত্তে অন্য দণ্ড চাহিতে পারিতেন, কিন্তু এখন যেন তাঁহার কণ্ঠস্বর অধিকতর তেজে পূর্ণ হইল। তিনি শান্ত ও নিশ্চিন্ত ভাবে বলিলেন যে সাধারণের হিতকারী বন্ধু বলিয়া তিনি তাঁহাদের সম্মানের পাত্র এবং সাধারণ ধনভাণ্ডার হইতে তাঁহার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া তাঁহাদের উচিত এবং তিনি ত অন্যরূপ দণ্ডের কোন কথাই বলিবেন না, কারণ তিনি দণ্ডনীয় কোনং কার্য্য করেন নাই; তবে তাঁহার বন্ধুগণ (তিনি নির্ধন ছিলেন) তাঁহার জন্য ত্রিশ মিনি (প্রায় দুই সহস্র টাকা) দিতে সম্মত আছেন; অতএব যদি তাহা দিলে হয়, তবে তাঁহারা তাহা দিতে পারেন। তাঁহার অবজ্ঞাসূচক বাক্যে সকলে জ্বলিয়া উঠিল। পুনরায় সকলের মত লওয়া হইল। এবার অধিকাংশ লোকই তাঁহার প্রাণদণ্ডের অনুমোদন করিল।

অবশেষে তিনি বলিলেন, "পরলোকে কতই আনন্দ হইবে। দেবতাগণ ও মহাত্মাগণের সঙ্গে কতই জ্ঞানামৃত পান করিব! হে বিচারকগণ! তোমরা আনন্দিত হও এবং ইহা জান যে ইহকালে বা পরকালে সাধু ব্যক্তির কোনই অনিষ্ট হইতে পারে না। এখন যাইবার সময় উপস্থিত; আমরা নিজ নিজ পথে যাই; আমি মরিতে যাই ও তোমরা বাঁচিতে যাও। কিন্তু আমাদের মধ্যে কে অধিক সুখী, ঈশ্বর তাহার বিচার কর্ত্তা!

ঐ দিবস এথিনীয়গণ ডেলস্ দ্বীপে

এক মাসের জন্য তীর্থযাত্রা করিল; তজ্জন্য তাহাদের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত এক মাস কাল কাহারও প্রাণনাশ করা বিধিবিরুদ্ধ ছিল। সুতরাং সক্রেটিস্ পরলোক যাত্রার জন্য এক মাস সময় পাইলেন। এই সময় তাহাকে কারাগারে বাস করিতে হইল, এবং তিনি শিষ্যগণের সহিত ধর্ম্মালোচনায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর তিন দিবস পূর্ব্বে অন্যতম শিষ্য ক্রিটো আসিয়া বলিল, "আপনি পলায়ন করুন; আমি কারারক্ষক ও সাক্ষিগণকে অর্থ দ্বারা নীরব করিব।" মহর্ষি উত্তর করিলেন, "কি! যে ব্যক্তি জীবনের অর্দ্ধশতাধিক বর্ষ স্বদেশবাসিগণকে সত্যের পথে চলিতে উপদেশ দিয়াছে, সেই কি আজ প্রতারণা পূর্ব্বক ধর্ম্মের শাসনকে অগ্রাহ্য করিয়া জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে? সত্য যেন বীণানিন্দিত ঝঙ্কারপূর্ব্বক কর্ণে বলিতেছে 'অন্য কাহারও কথা শুনিও না।' ইহার পর তিন দিবস চলিয়া গেল। এখন মৃত্যুর কাল উপস্থিত। কারাগারের সম্মুখে বন্ধুগণ সমবেত, তাঁহার মুখরা স্ত্রী জেন্থিপী তাঁহার পার্শ্বে একটী শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতেছেন। দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। জেন্থিপী অশ্রুজলে ধরা সিক্ত করিয়া অতি কাতর ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। সক্রেটিস্ ক্রিটোকে আদেশ করিলেন "ক্রিটো! কাহাকেও বল ইহাঁকে গৃহে লইয়া যায়।" আবার তিনি পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্ল চিত্তে বন্ধুদিগের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "আমি স্বপ্নে 'সঙ্গীত করিতে' আদিষ্ট হইয়াছি।" তাই তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে ইসফের গল্পগুলি কবিতায় ছন্দোবদ্ধ করিতেছিলেন। "আজি মৃত্যু হইবে," এই সংবাদ পাইয়া মহাত্মা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং আত্মার অবিনশ্বরত্বের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "শরীররূপ কারাগার হইতে আত্মার মোচনই মৃত্যু। জীবনের পর মৃত্যু আসে। কিন্তু আবার মৃত্যুর পর জীবন আসে। যদি মৃত্যুই জীবনের শেষ হয়, তবে কি দুষ্ট লোকে দণ্ড এড়াইবে?" এইরূপ যুক্তি দেখাইতে দেখাইতে সহাস্য বদনে হেমলক-পাত্র হস্তে লইলেন এবং বিষ-পাত্রদাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বন্ধুদের নিকট চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়া খৃষ্টের চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে অমৃতলোকে চলিয়া গেলেন। মৃত্যু সময়ে সক্রেটিস্ বলিলেন "মরালগণ মৃত্যুকালে যেরূপ অধিক নৃত্য ও সঙ্গীত করে, আমিও তদ্রূপ জীবনসন্ধ্যার সঙ্গীত করিতে করিতে অমরধামে চলিয়া যাইতেছি।" এই সময়ে সান্দ্রতমসাবৃতা পৃথিবী যেন বিধবার ন্যায় শোকবেশ পরিধান করিলেন। মৃত্যুকালেও ক্রিটোকে রহস্য করিয়া বলিলেন "এ চিৎকার কি জন্য? সকলকে শান্ত হইতে বল।" শেষ নিশ্বাস লইবার

জন্য বস্ত্রে মস্তকাবৃত করিয়াছেন এরূপ সময়ে একবার বস্ত্র উন্মোচিত হইল, সকলেই শেষ কথা শুনিবার জন্য ব্যস্ত। সক্রেটিস্ বলিলেন "ক্রিটো! আমি এস্কে-পিয়াসের নিকট একটী কুক্কুটের জন্য ঋণী। উহার ঋণ পরিশোধ করিতে ভুলিও না।"

হতভাগ্য এথিনীয়েরা মহাত্মার সমাদর বুঝিল না। উত্তর কালের গ্রীকেরা তাঁহাকে অমানুষ দেবতা মনে করিত। সেই জন্যই তাহাদের ধারণা ছিল যে সক্রেটিসের ন্যায় ধার্ম্মিক পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করিতে পারে না।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে ইঁহার জীবনের বিস্তারিত বিবরণ কিছুতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে প্লেটো ও জেনোফনের পুস্তকাদি ইহতে ইঁহার বিষয় কিছু কিছু অবগত হওয়া যায়। যতদিন পৃথিবীতে সত্যের সমাদর থাকিবে, ততদিন মহর্ষি সক্রেটিসের নাম প্রীতি ও ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইবে।

মহর্ষি সক্রেটিসের বিষয়ে অনেকগুলি আখ্যায়িকা আছে। আর্কিলাস্ ও এনাক্সাগোরাস্ তাঁহার গুরু ছিলেন। আর্কিলাস্ সক্রেটিসকে ধনরত্ন দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ইহাতে মহাত্মা যে কি উত্তর দিয়াছিলেন পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে।

তাঁহার ভার্য্যা জেন্থিপী এক জন প্রসিদ্ধ ঝগড়াটে ছিল। মহাত্মা গৃহে স্ত্রীর ও বাহিরে সমাজের নির্য্যাতন সহিয়াও চিরদিন একই প্রকার প্রশান্ত ভাবে কাটাইয়াছিলেন। এক দিবস স্ত্রীর সহিত বিবাদ হওয়াতে, তিনি গৃহ হইতে বাহির হইতেছেন, এমত সময়ে জেন্থিপী গৃহোপরি হইতে স্বামীর মস্তকে সমল জল এক কলস ঢালিয়া দিল। সক্রেটিস্ ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন "আমি ত জানিতামই যে যখন এত তর্জ্জন গর্জ্জন হইল, তখন বৃষ্টি নিশ্চয়ই হইবে।"

মহাত্মা ইচ্ছা করিলেই বিপুল ধন সঞ্চয় করিতে পারিতেন, কিন্তু ধনের সেবাকে অশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্যেরই জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সাংসারিক দিক হইতে দেখিলে তাঁহার সকল বিষয়েই অসুখ; কিন্তু তিনি এমনই দৃঢ়চিত্ত ছিলেন যে কিছুতেই তাঁহার মনের শান্তি নষ্ট হইত না। একদা এক ব্যক্তি তাঁহাকে অযথারূপে অপমান করাতে তাঁহার শিষ্যবর্গ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল; তদ্দর্শনে সক্রেটিস্ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন "কেহ অসুন্দর হইলে তোমরা তাহাকে প্রহার কর কি?" শিষ্যগণ বলিল "না।" সক্রেটিস্—"উহার মন মলিন, তজ্জন্যই ঐ ব্যক্তি আমাকে গালি দিয়াছে। তবে, উহাকে প্রহার করিতে যাইতেছ কেন?" ইঁহার উপদেশ এইরূপ ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ ছিল।

সক্রেটিস্ সুরসিক অথচ গম্ভীর,

আমোদপ্রিয় অথচ বীর ছিলেন। জ্ঞান ও ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ এমন আর কোথাও দেখা যায় না। যুদ্ধক্ষেত্রে, নিজগৃহে, সুখে দুঃখে, কোন অবস্থাতেই তাঁহার আত্মার স্থৈর্য্য নষ্ট হইবার নহে। ইঁহার শরীর ও আত্মার উভয়বিধ বল অসাধারণ ছিল। এমন সত্যপ্রিয় ধর্ম্ম-বীর আর জগতে দেখা যায় না।

(ক্রমশঃ)

শিশু শিক্ষা।

৩য় সংখ্যক।

(৩০৩ সং—৩৬৯ পৃষ্ঠার পর)

শিশুদিগের হৃদয়ের শিক্ষা—অনেক পিতা মাতা সন্তানদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জন্মাইয়া দেন। বেকন ইহাকে পিতা মাতার অদূরদর্শিতা বলিয়াছেন। শৈশবে যেরূপ সংস্কার হয়, চিরদিন তাহা থাকিয়া যায়। এই কাল হইতে ভাই ভগ্নীর মধ্যে যদি হিংসাদ্বেষশূন্য প্রেমের ভাব না থাকে, তবে কখনও তাহা আসিবে না। দৃষ্টান্ত এবং উপদেশ দ্বারা এই সময়ে শিশুদিগকে নিজ পরিবারস্থ ও বাহিরের লোকদিগকে দয়া ও সম্মান করিতে এবং ভালবাসিতে শিখাইতে হয়। মনের অপেক্ষা হৃদয়ের শিক্ষা গুরুতর ব্যাপার, কারণ হৃদয়ই জগৎকে চালায় ও বাসোপযোগী করে। মানব হৃদয়ে প্রেম,দয়া, ভক্তি, বিনয় ইত্যাদি দেবভাব সমূহ আছে বলিয়াই মানুষ, মানুষ হইয়াছে।

শিশুদিগের মানসিক শিক্ষা—কৌতূহল ও অনুচিকীর্ষা প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেওয়া শিক্ষাদান অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্। জ্ঞানের ক্ষুধা হইলে শিশু আপনিই শিক্ষা করিতে চাহিবে। সন্তানকে একখানি চিত্রপূর্ণ পুস্তক দেখাও, উহা পাঠ করিবার জন্য তাহার কতই যত্ন ও উৎসাহ হইবে। ফ্রেডারিক্ দি গ্রেট, ওয়াসিংটন্, সার্ উইলিয়ম্ জোন্স প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জননীগণ এইরূপ উপায়েই সন্তানদের প্রাণে বিদ্যানুরাগ জ্বালিয়া দিতেন। সহস্র বেত্রাঘাতে যাহা না হয়, কৌতূহল জাগাইয়া দিলে তাহা আপনাপনিই হইবে।

নিতান্ত শৈশব কালে বালক বালিকাদের মস্তিষ্ককে পাঠের গুরু ভারে আক্রান্ত করা বিধেয় নহে। বালক বালিকাদিগকে জ্ঞানগর্ভ অথচ আমোদজনক বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত। যে শিক্ষা জ্ঞান ও আমোদ এই দুই গুণ-বিশিষ্ট নহে, তাহা শিশুদিগের উপযোগী নয়। তাহাদিগকে গল্প এবং ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষা

দিতে হয়। নিতান্ত শৈশবাবস্থা হইতে সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া কখনই উচিত নহে। আজকাল তাহাদিগকে আবার এরূপ বিষয় পড়ান হয়, যাহা তাহাদের বোধগম্য নহে। তজ্জন্যই উহা তাহাদিগের ভাল লাগে না এবং শিক্ষার উপরে তাহাদের একরূপ বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। সুকবি বাইরন তাঁহার এক পুস্তকে বলিয়াছেন যে নিতান্ত বাল্যকালে বিদ্যালয়ে পড়িবার সময় শিক্ষকের যষ্টির ভয়ে এক দুরূহ লাটিন্ কবিতা গ্রন্থ পাঠ করিতে হইয়াছিল বলিয়া আজন্ম কাল ঐ গ্রন্থের উপর তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছিল।

ইয়ুরোপ খণ্ডের লোকে শিশুশিক্ষা এরূপ গুরুতর বিষয় মনে করেন যে তত্রত্য চিন্তাশীল মহামহোপাধ্যায়গণ ঐ বিষয় লইয়া যাবজ্জীবন আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে এই বিষয়ে যৎপরোনাস্তি ঔদাসীন্য দেখিয়া প্রাণে বড়ই ক্লেশ হয়। বাবু ধন সঞ্চয় করেন, "গিন্নি" "ঘরকন্না" করেন, শিশু সন্তানদের বিষয় কেহ ভাবেনও না। সকলেই ছেলেকে পাঠশালা, স্কুলে দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। সন্তানদের হৃদয় মন কিরূপ গঠিত হইল, কয়জন পিতামাতা তাহা দেখেন?

নৈতিক শিক্ষা,—সর্ব্বাপেক্ষা এই বিষয়ে অধিক শৈথিল্য দৃষ্ট হয়। বিজ্ঞপ্রবর লর্ড বেকন্ বলিয়াছেন, "An example is a globe of precepts" অর্থাৎ একটী দৃষ্টান্ত, আর এক পৃথিবীপূর্ণ উপদেশ সমান। শিশুসন্তান কাহাকে আদর্শ করে? তাহার মাকে। অতএব, মহিলাগণ! সাবধান! দৃষ্টান্ত মন্দ হইলে শত উপদেশেও কিছুই হইবে না। আমি জানি একটী দুঃখিনী রমণী তাঁহার শিশু সন্তানদিগকে প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছিলেন; তাই সন্তান সদা সর্ব্বদা এই বলিয়া প্রার্থনা করিত যে "হে ভগবান! তুমি আমার মাকে ভাল ছেলে কর, আমার বাবাকে আমাকে ভাল ছেলে কর।"

আর একটী ৩।৪ বৎসরের বালক মার নিকট শিখিয়াছিল যে কুকার্য্য করিতে নাই, এবং কুকথা কহিতে নাই, কারণ পরমেশ্বর উহাতে বিরক্ত হয়েন। ছেলে পিতাকে "মাতুলামি" করিতে দেখিলেই উচ্চৈঃস্বরে বলিত "বাবা! অমন কর্ত্তে নাই; পরমেশ্বর রাগ্ কর্ব্বেন।" কোন কিছু মন্দ বোধ হইলে সে উহাই বলিত। দৃষ্টান্ত না দেখাইতে পারিলে দৃষ্টান্তের ছায়া গল্পেও অনেক কার্য্য হইবে। সেই জন্য ইংরাজিতে বলে "Point a moral and adorn a tale" একটী নীতি নির্দ্দেশ গল্প রূপে সাজাইবে, তাহা হইলে উহা শিশুর মনকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিবে।

"When truth in closest words shall fail,
Then truth embodied in a tale
Will enter in at lowly doors."

যখন কঠোর উপদেশে ফল হইবে না, তখন গল্পচ্ছলে উপদেশ দিলে সত্য হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিবে। দয়া, প্রেম, সাহস, সংযম, সত্যনিষ্ঠা, ও স্বার্থত্যাগের গল্প ও উপাখ্যান শৈশব হইতে বালক বালিকাদিগকে শিখাইলে, তাহাদিগের জীবন কখনই দুর্নীতিময় হইতে পায় না। বালক বালিকাদিগের মনে যাহাতে জাতীয় গৌরবের ভাব জাগরূক থাকে, তজ্জন্যও বিশেষ যত্নবান হওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য।

সুশীলা ও সরোজের কথোপকথন।

সু। দেখ সরোজ! একটা কথা সর্ব্বদাই আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিবে। তাতে বড় উপকার হইবে।

স। কি কথা দিদি! আমাকে বলনা?

সু। কথাটা এই—'ইহা কি উচিত?'

স। এত একটি ছোট কথা? তবে কথাটা ভাল বটে।

সু। বড় ভাল, কিন্তু দেখ, একথাটী যেমন করে ভাবা উচিত, তা তুমি ভাব না।

স। এমন কথা তুমি কেন বল্‌লে দিদি?

সু। সব সময়ের কথা আমার মনে নাই। কিন্তু গুটিকত দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝিতে পারিবে।

স। আমার কি দোষ পেয়েছ বল দেখি?

সু। আগে তুমি অঙ্গীকার কর, আমার কথায় রাগ কর্‌বে না?

স। আমি রাগ কবির না, আমিত মন্দ কাজ কর্ত্তে ইচ্ছা করি না।

সু। আচ্ছা সরোজ, মা তোমাকে সে দিন রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে বল্লেন মাস্কের বাড়ীর বউকে ডেকে আন। তুমি বল্লে কেন মতিকে পাঠাও না।

স। আমি তখন যে লাঠিমটী ঘুরাইতেছিলাম, নূতন লাঠিম, সবে কিনিয়া আনিয়াছি।

সু। কিন্তু এরূপ কথা বলা কি তোমার উচিত ছিল? একবার ভেবে দেখ আমাদের উপর মার কত স্নেহ! তিনি আমাদের জন্য কত করেন!

স। মার কত স্নেহ তা আমি জানি। যতদূর সাধ্য তাঁর কথা শুনা ও তাঁর সাহায্য করাও উচিত, তাও জানি। কিন্তু সে সময় একথা মনে হয় নাই।

সু। তা ঠিক্ কথা, তুমি ভাব নাই। মাকে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক হওয়া কি উচিত? ইহা তুমি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা কর নাই। আর তোমার মনে আছে কাল তোমার ছোট ভাইয়ের উপর রাগ করেছিলে?

স। না দিদি! রাগ করি নাই। আমি একটি সুন্দর গল্প পড়িতেছিলাম, তা শরৎ এমনি দুষ্ট ছেলে "দাদা কাগড় পয়ে দে, দাদা কাগড় পয়ে দে," বলে ক্রমাগত বিরক্ত কর্‌ছিল, তাই তাকে ঠেলিয়া দিতে পড়িয়া গেল। সেটা ভাল কাজ হয় নাই এবং সে জন্য আমি দুঃখিত।

সু। দেখ এখানেও "ইহা কি উচিত?" তুমি ভাব নাই। আর একটি দৃষ্টান্ত বলিব। সে দিন পণ্ডিত মহাশয় আসিলে তুমি বইখানা মশারির চালে ফেলিয়া লুকাইলে কেন?

স। আমার যে পড়া হয় নাই। তিনি এসেই জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, না বল্‌তে পারলে মার্ব্বেন।

সু। সরোজ এইটি কি উচিত কাজ হয়েছে?

স। আমি তখন অত ভাবি নাই। এখন বুঝিতেছি, আমি যা করেছিলাম উচিত হয় নাই, অন্যায় কর্ম্ম হয়েছে।

সু। আচ্ছা আর একটী কথা। তুমি সে দিন বিনয়কে আমাদের বাড়ীতে আসিতে বলিয়াছিলে কেন?

স। তার পড়া ব'লে দিবার কেউ নাই বলে, আর সে আমার নীচের ক্লাসে ৩য় ভাগ পড়ে, তাই বলেছিলাম, তুই আমার কাছে পড়া বলে নিস্।

সু। তবে তাকে তাড়িয়ে দিলে কেন?

স। আমার খেলাবার সময় আসিল কেন? আর ৩য় ভাগ আমি কবে পড়েছি, তাকি আমার মনে আছে?

সু। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। তুমি যা পারবে না, কেন তবে তার জন্য অঙ্গীকার করিলে? অঙ্গীকার ক'রে পালন না করা কি উচিত? একবার একথা কেন ভাব্‌লে না?

স। না দিদি, আর এ রকম অন্যায় কর্ম্ম কর্‌ব না। আমি যা কর্‌বো, তার আগে ভাব্‌বো "ইহা কি উচিত?" যা উচিত তাই কর্‌বো, যা উচিত নয় তা কখনও কর্‌বো না। এত দিন একথা মনে হয় নাই ব'লে কত দোষ করেছি!

স্বভাব দর্শন।

পূর্ব্ব কালের ঋষিগণ বড় স্বভাবের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারা আশ্রমের জন্য প্রায়ই মনোহর স্থান মনোনীত করিতেন। যেখানে সুন্দর নদী, ভাল ভাল পাহাড়, বেশ ঝরণা, চারিদিকে ফুল গাছ, সুশ্রী পাখী, যেখানে নির্ম্মল সুগন্ধ বাতাস বহিতে থাকে, সেই স্থানে বাস করিতে তাঁহাদের অত্যন্ত ভাল লাগিত। প্রকৃতি যেমন খাঁটি সরলতা দেখাইতে পারে, এমন কি আর মানুষে পারে? মানুষে যাহা দেখায় তাহাতে সরলতাও আছে, কপটতাও আছে, কিন্তু স্বভাবের মনে

তাহা নাই। সুতরাং স্বভাবকে যাহারা ভাল বাসে, তাহাদের মন কেমন সরল হইয়া আসে! বিশেষতঃ প্রকৃতির ভিতর সুন্দর পবিত্রতা দেখিলে মন মোহিত হইয়া যায়। যাহাদের মন গাছ দেখিতে ভাল বাসে, নদী দেখিলে ভুলিয়া যায়, পাহাড়টী দেখিলে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে, ভাল গন্ধের আঘ্রাণে আহ্লাদে ভাসিয়া যায়, তাহারা সহজেই ভাল লোক হইতে পারে। তাহাদের মন খলতা কপটতা জানে না, অপবিত্রতাকে আদর করিতেও শিখে নাই। এখন আমরা কেবল ইংরাজদিগকেই স্বভাবের পক্ষপাতী দেখিতে পাই। আমাদের দেশের লোকের মধ্যে স্বভাবের প্রতি অনুরাগ নাই বলিলেই হয়; সেই জন্য তাহাদের অনেকের মন এত কঠিন, চরিত্র এত মলিন। স্বভাবকে ভাল বাসিতে বাসিতে লোকের মনে পবিত্র গুণের প্রতি আপনাআপনি অনুরাগ জন্মে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে জীবনও ভাল হইয়া আসে। এইরূপে মানুষের জীবন সুন্দর বেশ ধারণ করে। এই প্রণালীতে ধর্ম্মেও ভক্তি শ্রদ্ধা হয়। যাঁর হাতের জিনিষ তাঁর প্রতি ভালবাসা জন্মিলে কেন না তাঁহার প্রীতিতে জীবন পবিত্র হইবে?

মাতার প্রতি উপদেশ।

(৩০৪ সংখ্যা ২৩ পৃষ্ঠার পর)

যে নারী আত্মীয় পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য-পরায়ণা, তাঁহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে ও নানা প্রকারে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে। এই উক্তির যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য বেশি আয়াস পাইতে হইবে না; একটী সামান্য দৃষ্টান্ত যথেষ্ট হইবে। ডিম্বস্থ শাবককে গরমে রাখিবার জন্য পক্ষী কত প্রয়াস পায়, কত কষ্ট সহ্য করে, কত দিন অনশনে অতিপাত করে, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। পক্ষিণী স্বভাবের দুর্জ্ঞেয় সঙ্কেতের অনুবর্ত্তিনী হইয়া যাহা করে, জননী ধর্ম্ম ও বিবেকের আদেশানুবর্ত্তিনী হইয়া তাহা করেন। সন্তান লালন পালনের নিমিত্ত তিনি সামাজিক জীবন—এমন কি পুণ্যকার্য্য জনিত পরমানন্দ পর্য্যন্ত অকাতরে বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। ঈশ্বর তাঁহাকে সন্তানের উপর যে আধিপত্য দিয়াছেন, তাহা হইতে যাহাতে তিনি স্খলিত-পদ না হন, তাহার জন্য তাঁহার হৃদয়ে স্বতঃসিদ্ধ এক অলৌকিকী ঈপ্সা বলবতী থাকে। সন্তানেরা তাঁহার নিকট দিবানিশি থাকে, এই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। সন্তান ধাত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আমোদ প্রমোদ ভোগ বিলাসে বহির্গত হওয়া তাঁহার পক্ষে গর্হিতকর্ম্ম

বলিয়া প্রতীত হয়। কেহ যেন বিবেচনা না করেন যে, জননীরা কিছু কালের নিমিত্ত নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ ভোগেও অনধিকারিণী। মাতা সন্তানদিগকে এক কালে ভুলিয়া ও সাংসারিক কর্ত্তব্যে বীতরাগ হইয়া আত্ম-সুখ-সর্ব্বস্ব বিলাসিনী হইতে পারেন না, ইহাই বলা আমাদের উদ্দেশ্য।

সন্তানকে অতি শৈশবাবস্থা হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু কিরূপে? দৈনিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া কথোপকথনচ্ছলে। মাতৃত্বের শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিবার জন্য সন্তানের শিক্ষার প্রতি চেষ্টিত থাকা আবশ্যক। সেইরূপ আবার বর্ণপরিচয়ের কালের পূর্ব্ব হইতেই মাতার সতর্ক দৃষ্টি, পিতার সন্তান কর্ত্তৃক সম্পাদিত সৎকর্ম্মের সাধুবাদ ও অসৎ কর্ম্মের অসাধুবাদ, ভগিনীর অকৃত্রিম ভালবাসা, ভাইয়ের সহিষ্ণুতা প্রভৃতির দ্বারা অধ্যাপনা আবশ্যক। অনেক মাতা আপনার ক্ষমতার উপর তত বিশ্বাস না করাতে শিক্ষা কার্য্যের ক্ষতি হইয়া থাকে। সন্তানের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে নারী মাত্রে বিশেষতঃ গর্ভধারিণী মাত্রে যাহা অনুমান করিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা তিনি অনেক অধিক করিতে পারেন।

অন্যায় আদর ও প্রশ্রয় দান অত্যন্ত সাধারণ। ইহা দ্বারা পরম শত্রুর কাজ করা হয়। সুতরাং সুমাতা এবিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবেন। দয়ালু হওয়াও উচিত। যে মাতার হৃদয় কঠিন—যাঁহার স্নেহ নাই, তিনি স্বজাতির কলঙ্ক, স্বজনের কণ্টক। ভালবাসাই তাঁহার ক্ষমতা; ভালবাসাই তাঁহার অমোঘ অস্ত্র; ভালবাসাই তাঁহার কবচ; ভালবাসাই তাঁহার মন্ত্র। ভালবাসা ব্যতীত তিনি কিছুই করিতে পারেন না। সন্তানদিগকে এই ভালবাসা দ্বারা সুশাসনে রাখিতে হইবে। পিতা মাতা অবশ্যই সম্মানিত হইবেন। এই সুনিয়মটী পরিত্যাগ কর, সন্তানের সুশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত হইবে। অনেকে সন্তান পালনের নিমিত্ত সেবক সেবিকার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। ধাত্রীকার্য্য অনেক গৃহকর্ম্ম—শিশুদিগকে খাওয়ান ধোয়ান পরান প্রভৃতি কার্য্য দাসদাসীর দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। যাঁহার আর্থিক বল আছে, তাঁহার পক্ষে এ সুবিধা আছে। কিন্তু এ স্থলে আমরা ইহাও অবশ্য বলিব যে বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানবতী মাতা যত দূর সম্ভব সন্তানকে আপনার কাছ ছাড়া কখনও করিবেন না।

জননীর আর একটী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহা উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করিব। মুষ্টিযোগ প্রভৃতি টোটকা টাটকি জানা উচিত। সন্তানাদির সামান্য পীড়া হইলে মাতা স্বয়ং চিকিৎসা করিবেন। কথায় কথায় একটু হাঁচি ও হোঁচটে ডাক্তার কবিরাজ ডাকিতে হইলে গৃহস্থের কথা দূরে থাকুক, সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরও কষ্ট হয় কিনা

তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যাহা যাহা প্রকটিত হইল, তৎ সমস্ত অবধান করিয়া প্রসূতিগণ চলিলে অন্ততঃ চলিতে চেষ্টা পাইলে সকল পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

—০০০—

গৃহধর্ম্ম।

সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
মনোবাক্ কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী॥

সেই ভার্য্যা পতিগত সদা যার প্রাণ,
সেই ভার্য্যা গর্ভে যেই ধরে সুসন্তান,
সাধ্বী নারী শুদ্ধ করি বাক্য কর্ম্ম মন,
যতনে পতির আজ্ঞা করেন পালন।

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকর্ম্মেষু দক্ষয়া।

সতী নারী ছায়ামত পতি অনুগতা,
সখী মত হিত কর্ম্ম সাধনেতে রতা;
হৃষ্ট মনে পতি মন করিবে তোষণ,
সুনিপুণা গৃহকার্য্য করিতে সাধন।

ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপ বিলাপিনী।
ন চাতি ব্যয়শীলাস্যাৎ ন ধর্ম্মার্থ বিরোধিনী॥

বাদ বিসম্বাদ না করিবে কারো সনে,
বিরত থাকিবে সদা অনর্থ ভাষণে,
অতি ব্যয়শীলা না হইবে কদাচন,
ধর্ম্মে অর্থে না করিবে ব্যাঘাত কখন।

পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তি মবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখং॥

পতিপ্রিয় হিত কার্য্যে সতত যে রতা,
সদাচারা ইন্দ্রিয় সংযমে দৃঢ়ব্রতা,
ইহকালে তার কীর্ত্তি ঘোষে সর্ব্বজন,
পরকালে তার সুখ শান্তি অতুলন।

স্ত্রীভির্ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যং এষ ধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ।
সহ ব্রতচারিণীং পত্নীং ত্যক্ত্বা পততি ধর্ম্মতঃ॥

পতি আনুগত্য রমণীর ধর্ম্মোচিত,
সতী স্ত্রী ত্যজিলে হয় ধর্ম্মেতে পতিত,

সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়ঃ রক্ষ্যাঃ বিশেষতঃ।
দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহেয়ুররক্ষিতা॥

স্বল্পমাত্র কুসঙ্গের থাকিলে কারণ,
রক্ষিবে নারীরে অতি করিয়া যতন।
নারী অরক্ষিতা যত অনর্থের মূল,
পিতৃভর্ত্তৃ দুই কুল করে শোকাকুল।

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধা পুরুষৈ রাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনাযাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥

গৃহ মধ্যে রুদ্ধা নারী করিয়া যতন,
প্রহরী পুরুষবর্গ বিশ্বাসভাজন।
তথাপি সে অরক্ষিতা; যে রাখে আপনা,
সেই সুরক্ষিতা তার নাহিক ভাবনা।

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা।
যবীয়সস্তু যা ভার্য্যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা॥

জ্যেষ্ঠ সোদরের ভার্য্যা গুরুপত্নী হন,
কনিষ্ঠের ভার্য্যা পুত্রবধূর গণন।

—০০০—

রত্নহার।

১। পাপী ঈশ্বর হইতে লুকাইয়া থাকিতে চায়, ধার্ম্মিক ঈশ্বরের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে চান।

২। শোকাশ্রুতে ধৌত না হইলে চক্ষু দিব্য আলোক লাভ করিতে পারে না।

৩। প্রেম কি অদ্ভুত বস্তু, ইহার এক বিন্দু পান করিলে অশ্রুপাতে সাগর পূর্ণ হইয়া যায়।

৪। মৃত্যুকে ভিত্তি করিয়া যে জীবনের কার্য্য প্রণালী স্থির করিতে পারে, সেই যথার্থ জ্ঞানী।

৫। দুর্ব্বল মনুষ্য অবস্থা ও প্রবৃত্তির স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়, কিন্তু যখন সর্ব্বশক্তিমানের হাতে আত্ম-সমর্পণ করে, তখন তাহাকে কাঁপায় কার সাধ্য ?

৬। সাধন বিনা সিদ্ধি লাভ হয় না।

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার মধ্যস্থল দিয়া যে নূতন বৃহৎ রাস্তা সিয়ালদহ ও হাবড়ার পুলকে সংযুক্ত করিবে, তাহা লম্বে ৯০০৪ ও প্রস্থে ৭০ ফিট হইবে।

২। মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে ২ জন দুষ্ট লোক ১২ বৎসরের একটী বালিকাকে ভুলাইয়া কলিকাতায় আনে। সিয়ালদহ আদালতের বিচারে তাহাদের এক জনের ২ ও অপরের ১ বৎসর পরিশ্রমসহ কারাবাসে দণ্ড হইয়াছে।

৩। ভারতবর্ষে ইতিমধ্যে ৫টী কাগজের কল হইয়াছে এবং তাহা হইতে ক্রমে বিলাতী কাগজের মত ভাল কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গালায় ২, বোম্বাইয়ে ৫, লক্ষ্ণৌয়ে ১ এবং গোয়ালিয়ারে ১টী কল চলিতেছে।

৪। লুসাই যুদ্ধ অল্পে অল্পে শেষ হইয়া পার্ব্বত্য জাতিদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছে। সেনাপতি ট্রেজিয়ার সুখ্যাতি লইয়াছেন।

৫। কুমারী বিধুমুখী বসু দ্বিতীয় এল এম এস পরীক্ষায় প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৬। বহরমপুরের কায়স্থেরা বিবাহ ব্যয় কমাইবার জন্য একটী সভা করিয়াছেন, আরও কোন কোন স্থানে এরূপ সভা হইতেছে। কন্‌গ্রেসের সামাজিক সমিতি এ বিষয়ে কি কিছু করিতে পারেন না ?

৭। কুচবিহারের মহারাজা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভায় মাসিক ১০০ টাকা করিয়া দান করিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

৮। গত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৫৩০৭ মধ্যে ২৬৩৮ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে ১ম বিভাগে ৩৪৭, ২য় বিভাগে ১১৮৫ ও ৩য় বিভাগে ১১০৬ জন। বেথুন স্কুল হইতে কুমারী অশোকলতা ২য় বিভাগে এবং মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায় ও আগ্নেস দত্ত ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কবিতাকণা—বিনোদ বিহারী রায় প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের কবিতাগুলি সরল, সুমিষ্ট ও সুভাবপূর্ণ। অনেক স্থলে লেখকের কবিত্ব শক্তির বেশ আভাস পাওয়া যায়।

২। চিকিৎসা লহরী—১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, মূল্য ৴০ আনা। এই মাসিক পত্রিকা গত বৈশাখ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে সর্ব্ব প্রকার প্রণালীর চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রকটিত হইবে। যেরূপ মুষ্টিযোগ দেওয়া হইতেছে, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের গৃহ চিকিৎসার সাহায্য হইবে।

৩। কণ্ঠহার—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পাইন প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। ইহা একখানি সুন্দর উপন্যাস গ্রন্থ। ইহার ভাষা যেমন বিশুদ্ধ, কল্পনা সেইরূপ উচ্চ ও অদ্ভুত। এতৎ পাঠে পাঠিকারা প্রীত হইবেন।

৪। সাহিত্য কুসুম ১ম ভাগ—শ্রীতারিণী কান্ত মজুমদার প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। ইহাতে নীতি, বিজ্ঞান ও জীবন চরিত সম্বন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ আছে। বিষয়গুলি উপকারী এবং লেখা বিশুদ্ধ। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

বামারচনা।

চিতোরের রাজ্ঞীর প্রতি মুকুল ধাত্রীর ভৎর্সনা।*

হায়! কেন এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল তোমায়
আপনি কুঠার হান আপনার পায়—
করিলে আপনা খেয়ে, কি বলিব হায়!
কৈকেয়ীর মত পুত্রে করিলে বিদায়।

* "রাজস্থান মিবার" অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধটী লিখিত হইল। একদা রাণা লাক্ষা সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডের বিবাহ জন্য রাঠোর-রাজ নারিকেল ফল প্রেরণ করেন, তখন চণ্ড সভায় ছিলেন না। যখন তিনি সভায় আসিলেন, তখন পিতার পরিহাস বাক্য শুনিয়া ঐ কন্যা বিবাহ

কেবা আছে আত্মত্যাগী চণ্ডের সমান,
না বুঝিয়া তারে করিয়াছ অপমান।
ভাল যেন চণ্ড তব সপত্নী-তনয়,
তা বলে কি নির্দ্দোষীকে দোষ দিতে হয়?
আপন ইচ্ছায় চণ্ড সব রাজ্য ধন
অর্পিলেন কনিষ্ঠেরে ভীষ্মের মতন।
স্বেচ্ছায় যদি সে রাজ্য ত্যাগ না করিত,
তা হলে কি রাণা রাজ্য মকুলকে দিত?
জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ড, তারি প্রাপ্য সিংহাসন।
সে কেন রাজ্যের লাগি করিবে ছলন?
মহাবীর চণ্ড সেত নহে হীনবল,
কাপুরুষ মত কেন ধরিবে সে ছল?
একি বুদ্ধি রাণী তব হইল উদয়,
পুত্র ত্যজি নিলে কেন পিতার আশ্রয়?
পরম উদার চণ্ড, পিতা তব ক্রূর,
কি বুঝিয়া চণ্ডকে করিলা তুমি দূর?
কেশরী বিগত হলে কেশরী-কুমার
রাজা হয়ে পশু রাজ্য করে অধিকার।
পশু রাজ্য পালিতে কি ফেরু শক্তি ধরে,
অগ্নিতেজ বিনা হরি কোথা শোভা করে?
তোমার পিতার ন্যায় পাপী দুরাশয়
শিশোদীর সিংহাসন যোগ্য কভু নয়।
যেমন করম তব ফলিল তেমন,
কেমনে রাখিবা এবে পুত্রের জীবন?
চণ্ডবিনা রাজ্য তব হ'ল ছারখার,
কি করিবে নিঃসহায় এ শিশু কুমার?
ভেবেছ কি লোভী, পাপী দুরাশয় এবে
মকুলকে না বধিয়া ক্ষান্ত হ'য়ে রবে?
তোমা হ'তে চিতোরে এ অনর্থ ঘটন,
ঈর্ষাময়ী মূর্ত্তি তব পাপে পূর্ণ মন।
ভাল যদি চাও তবে শুনহ এখন
গোপনে গোপনে লও চণ্ডের শরণ।
লিখহ তাহারে এই বিপদের কথা,
এখনো আপনা রাখ করোনা অন্যথা।
মহাবীর চণ্ড তার সরল হৃদয়,
হইবে সহায় তব বিপদ সময়।
রাখিতে পৈতৃক রাজ্য ভ্রাতার জীবন—
অবশ্যই করিবেন চণ্ড প্রাণপণ।

শ্রীকুমুদিনী রায়।

করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় রাণা ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত বলিলেন, "আমি ঐ কন্যা বিবাহ করিয়া রাঠোর-রাজের সম্মান রক্ষা করি, কিন্তু সেই কন্যার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সেই রাজ্য পাইবে।" চণ্ড অম্লানবদনে "যে আজ্ঞা" বলিয়া নিরস্ত হইলে, রাণা সেই কন্যা বিবাহ করিলেন ও তাহার গর্ভে মকুলজি নামক একটী পুত্র জন্মিল। কিছুদিন পরে রাণা চণ্ডকে রাজ্য দিতে উদ্যত হইলে চণ্ড স্বহস্তে কনিষ্ঠ মকুলের ললাটে রাজটিকা প্রদান করিলেন। কালক্রমে রাণার মৃত্যু হইলে শিশু কুমারের ও রাজ্যের পালন চণ্ড নিজেই করিতে লাগিলেন। কিন্তু সংকীর্ণমনা চণ্ডের বিমাতার তাহা সহ্য না হওয়ায় চণ্ডের প্রতি দোষারোপ করাতে চণ্ড দেশত্যাগী হইলেন। তাহার বিমাতা নিজ পিতাকে নিজ পুত্র ও রাজ্য রক্ষার ভার দিলেন। দুর্বৃত্ত রাঠোর-রাজ দৌহিত্রকে বধ করিয়া চিতোর রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করিবার ইচ্ছা করিলে মকুলের মা তাহা জানিয়াছিলেন, সেই স্থানটী অবলম্বন করিয়া মকুল ধাত্রীর ভৎর্সনা লিখিত হইল।

স্তব।

অনন্ত করুণা সিন্ধু, কোথা তুমি প্রেমময় ?
কোথা তুমি জগত-জীবন ?
আকুল পরাণ মম, চরণে যে চায় স্থান,
দেও পিতঃ দীনের শরণ।

চিরদিন নমি পদে, আপনি ধরণী, দেব,
শত মুখে তব স্তব ক'রে,
তোমারে খুঁজিয়া সারা,রবি,শশী,গ্রহ,তারা
কত বর্ষ কত যুগ ঘুরে!

তোমারি বন্দনা গান,গাহিতে প্রমত্ত সিন্ধু
গরজিছে গভীর কল্লোলে,
সংসার উন্মত্ত ঢেউ,আছাড়ি লুটিতে চায়,
ও চরণ সিন্ধু উপকূলে।

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি,অজ্ঞান বালিকা নাথ!
কি বুঝিব তোমার মহিমা,
আমি কি করিব স্তব, মহান জগত তব,
দিতে নাহি পারে তব সীমা!

তুমি ময় এ সংসার, খুঁজি তবু তোমাতরে
আঁধারেতে পাইনে দর্শন!
অনন্ত অসীম রূপে, সংসার ঘেরিয়া তুমি,
দেখেনা যে এ অন্ধ নয়ন।

জগত জীবন তুমি, তোমারি সৌন্দর্য্যকণা
সুবিমল শশাঙ্কের মুখে,
তোমারি জ্যোতির ছায়া,অস্ফুট সুন্দর ভাতি
পড়িয়াছে প্রভাকর বুকে।

তোমারি ও হৃদয়ের, পবিত্রতা বিন্দু চির,
বহিয়াছে জাহ্নবীর ধারা,
নিশীথে দেখাতে পথ,অগণ্য নক্ষত্র রূপে,
জলে তব নয়নের তারা।

তোমারি অনন্ত প্রেম,অদৃশ্যে সমীর রূপে
প্রদানিছে জীবন ধরারে,
অনন্ত আকাশ ওই, তোমারি চরণ ছায়া,
জগতেরে রাখিয়াছে ঘিরে!

ক্ষুদ্র এক বারি বিন্দু,তোমার করুণা সিন্ধু,
তুমি নাথ দয়ার আকর।
জগতের প্রতি অঙ্গে,প্রকৃতি আননে তব,
উথলিছে করুণা সাগর।

এই যে প্রকৃতি রাণী,সাজে নিতি নবরূপে
দেখাইতে তোমারি সুষমা,
এই যে মহান ধরা, জীবের জীবন এই,
প্রকাশিছে তোমার মহিমা!

জানিনা করিতে স্তব,ভাবিতে পারিনে নাথ
ক্ষুদ্র প্রাণে তোমার রচনা;
দুর্ব্বল হৃদয় শুধু, চরণে নমিতে চায়,
সন্তানের পুরাও কামনা!

জীবন আঁধরাকাশে, ফুটাও জ্ঞানেরতারা,
নয়নেতে দেও দরশন,
অনন্ত করুণা রূপে, সমুখে দাঁড়াও পিতঃ,
দেও হৃদে আরাধ্য চরণ।

শ্রীমতী—

ভ্রম সংশোধন।

গত সংখ্যক বামাবোধিনীর ২৯ পৃষ্ঠা ১ম কলমে "প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতে" পরিবর্ত্তে "ঘুরাইতেন" হইবে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০৬ সংখ্যা। আষাঢ় ১২৯৭—জুলাই ১৮৯০। ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়— আর্ট ও আইন পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। এ বৎসর মোটামুটি পাস অধিক হইয়াছে। প্রবেশিকায় ৫৩০৭ মধ্যে ২৬৪২, এফ, এতে ২৮৭২ মধ্যে ১০৩৭, বি, এতে ১০৪৯ মধ্যে ৪৬৮ এবং বি, এলে ২৫৭ উত্তীর্ণ হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষায় যে সকল রমণী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে;—

প্রবেশিকা পরীক্ষা।

১ম বিভাগ।

১ কোহেন সটী, ইহুদি বালিকা বিদ্যালয়।
২ রাচেল " "
৩ ডি মেলো বার্থা, আড্রিনা হডসন } রবার্ট কলিজিয়েট স্কুল।
৪ গালওয়ে এথেল, লমোর্টিনিয়ার বাঃ বিদ্যালয়।
৫ হানা এনিবী ক্লেয়ার, দার্জিলিঙ "
৬ হাউই জে কনষ্টান্স " "
৭ লি গ্রেস, লরেটো হাউস, কলিকাতা।

২য় বিভাগ।

১ ব্রুং লিলী, লোরেটো হাউস।
২ ক এলফ্রেডা, শিক্ষয়িত্রী।
৩ বর্ণর মেরিয়া, লেডী ডফারিণ স্কুল লাহোর।
৪ অশোকলতা দে, বেথুন কলেজ।
৫ জর্জ ডোরা উইনিফ্রেড, ডবটন ইনষ্টিটিউসন।
৬ এথেল লোইসা, "
৭ জেসি ইলেনর, "
৮ জুডা কেট, ইহুদী বাঃ বিদ্যালয়।
৯ হিব্রু জেসি, প্রাইভেট ছাত্রী।
১০ সুইফ্‌ট লিজি, আলেকজান্দ্রিয়া স্কুল অমৃতসর।
১১ উইলী মেরী, লেডী ডফরিণ স্কুল, লাহোর।
১২ উইলী মেলী, "

৩য় বিভাগ।

১ মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, বেথুন কলেজ।

২ আগ্নেস দত্ত, বেথুন কলেজ।
৩ সরোজিনী ঘোষ, ক্রাইষ্ট চর্চ্চ স্কুল
৪ মার্টিন মিলড্রেড্, লা মার্টিনিয়ার
৫ পান্নোজমলা পরামাণিক, ফ্রি চর্চ্চ নর্ম্মাল স্কুল।

এফ, এ পরীক্ষা।

২য় বিভাগ।

১ যামিনী সেন, বেথুন কলেজ

৩য় বিভাগ।

১ প্রিয়ম্বদা বাগচী, বেথুন কলেজ
হেমপ্রভা বসু, ,,
৩ সিদ্ধেশ্বরী আইডা, এলাহাবাদ বাঃ বিদ্যালয়
৪ সাবিল আন্টইনেট ,,
৫ ইন্দীরা ঠাকুর, প্রাইভেট ছাত্রী।

বি,এ, পরীক্ষা।

১ কুমারী ফ্লোরেন্স হলও } শিক্ষয়িত্রী
২ ,, সরলা ঘোষাল, বেথুন কলেজ
৩ ,, শরৎ চক্রবর্ত্তী ,,
৪ ,, এথেল রাফেল ,,

স্ত্রীলোকদিগের বি,এ, পরীক্ষার ফল বিশেষ সন্তোষজনক। বিবী ফ্লোরেন্স হলও, লাটিন অনর পরীক্ষায় ২য় এবং ইংরাজী অনর পরীক্ষায় ৩য় হইয়াছেন। বেথুন কলেজের ৩টী ছাত্রীই ইংরাজী অনরে ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

দান—কলিকাতা জানবাজারের বাবু প্রিয়নাথ দত্ত মৃত্যুকালে ৩৮০০০৲ টাকা রোগী, দরিদ্রা বিধবা ও ছাত্রদিগের উপকারার্থ দান করিয়া গিয়াছেন। চাঁদনী হাঁসপাতাল, ডিষ্ট্রিক্ট দাতব্য সভা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত টাকা সমানরূপে বিভাগ করিয়া লইবেন এবং টাকার সুদ হইতে দাতব্য কার্য্য সকল চালাইবেন।

দাতার উদারতা ধনাঢ্য ও ধনাঢ্যাদিগের পক্ষে অনুকরণীয়।

নূতন হীরক—হাইদ্রাবাদের নিজাম ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকায় গর্ডন অর নামক একখণ্ড হীরক ক্রয় করিয়াছেন, ইহার ন্যায় উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ হীরক কখনও দেখা যায় নাই। ইহা ওজনে ৬৭॥ কারাট ছিল, চাঁচিয়া ২৪॥ হইয়াছে।

মহিলা ডাক্তার—কুমারী এ কনর পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গত পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন। ইনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ প্রথম মহিলা ডাক্তার, মুলতানে কর্ম্ম পাইয়াছেন। কয়েকটী মহিলা মেডিকাল স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আলওয়ার, তেজপুর, ইটা, ফৈজাবাদ প্রভৃতি স্থানে চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মেডিকাল কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর কুমারী বিন্ধ্যবাসিনী বসু (Clinical medicine) ঔষধ প্রয়োগ বিদ্যায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার পাইয়াছেন।

স্ত্রী-চিকিৎসকের যথেষ্ট অভাব আছে। চিকিৎসা বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে মহিলাগণ সম্মানের সহিত অর্থোপার্জ্জন করিয়া জীবিকা লাভ ও সমাজের উপকার সাধন করিতে পারিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

রাঁধুনির সৎকার্য্য—ফরাসী দেশে জুলিয়ান নাম্নী এক রাঁধুনী মৃত্যু-

কালে ২০ হাজার টাকার বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, ইহার অধিকাংশ দরিদ্রদিগের হিতার্থ প্রদত্ত হইয়াছে।

সেবিংস ব্যাঙ্ক—বিলাতের মজুরদিগের হিসাবে ৬ কোটীর অধিক টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে।

গবর্ণমেণ্ট গরিবদিগের সুবিধায় জন্য এ দেশে ডাকঘরের সঙ্গে সঙ্গে সেবিংস ব্যাঙ্ক খুলিয়াছেন, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য কি সফল হইতেছে? বিলাতে যারা দিন আনে, দিন খায়, তারা বর্ষে বর্ষে ৫।৬ কোটি টাকা করিয়া ভবিষ্যতের সংস্থান রাখিতেছে। এ দেশের গরিবেরা সঞ্চয় করিতে না শিখিলে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে না।

কুমারী ফসেট—ভারতবন্ধু অধ্যাপক ফসেট সাহেবের কন্যা কুমারী ফিলিপা ফসেট কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রাঙ্গালার' পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন। ইনি না কি এত নম্বর পাইয়াছেন, যে কোন পুরুষ পরীক্ষার্থী কখনও তত পান নাই।

বিবস্ত্র লোক—পৃথিবীতে অদ্যাপি ৭০ কোটীর অধিক লোক সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় আছে।

যাঁহারা সভ্যসমাজে জন্মিয়া নানাবিধ বিলাস ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিউন। অনুন্নত ও দরিদ্রজাতিকে দয়া করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

প্রিন্স আলবার্ট বিক্টর—সম্প্রতি ক্লারেন্সের ডিউক উপাধি পাইয়াছেন।

কাহারও সর্ব্বনাশ, কাহারও পৌষ মাস—ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের ঔষধ বিক্রয় করিয়া "নব" নামক এক ডাক্তার ২৮ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন!

দুর্ঘটনা—গত ৪ঠা জুন আমেরিকার নেব্রাস্কা নামক স্থানে ভয়ঙ্কর ঝড় হয়, তাহাতে প্রদেশটী একবারে প্রায় জনশূন্য হইয়াছে।

উপাধি লাভ—স্কটলণ্ডের চিকিৎসালয় হইতে মান্দ্রাজের জগন্নাথমের কন্যা কুমারী জগন্নাথম এল, আর, সি, পি, ই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারতরমণীদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মানলাভ করিলেন।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

পুরাণের কাল।

৩১ সংজ্ঞা (অশ্বিনী), ৩২ ছায়া ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বৈদিক ও পৌরাণিক বৃত্তান্ত।

বেদ ও পুরাণ, কোন কোন বিষয়ে এক-মতাবলম্বী; আবার কতকগুলি বিষয়ে পরস্পর-বিরোধী। এ স্থলে বিসংবাদী একটি বিবরণ আলোচিত হইতেছে। বেদশাস্ত্রে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা কি প্রকারে

রূপান্তরিত হইয়া পুরাণে বিবৃত হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহা লিখিত হইতেছে। বেদের অভিধানকর্ত্তা যাস্ক মহানুভব, অশ্বিদ্বয়ের সম্পর্কে ৫ পাঁচটি বিভিন্ন মতের উল্লেখ করিয়াছেন। সে গুলি এই,—

১। কোন কোন মতানুসারে স্বর্গ ও পৃথিবী, ২ দুই অশ্বিনীকুমার।

২। কাহারও কাহারও মতে সূর্য্য ও চন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

৩। কেহ কেহ কহেন, দিবস ও রজনীই, অশ্বিনীকুমারযুগল।

৪। প্রাচীন-ইতিহাস-বেত্তাদের অভিপ্রায়ানুসারে উহাঁরা ২ দুই জন পুণ্যবান্ ভূপতি।

৫। মহামহোপাধ্যায় যাস্কের মতে নিশীথের পরবর্ত্তী ও ঊষার পূর্ব্ববর্ত্তী আলোকান্ধকারময় সময়। এই মতটি যাস্ক মহোদয় পরিস্ফুট করিয়া প্রকটিত করেন নাই।

সূর্য্যের কিরণ সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়, এই হেতু সূর্য্যের দ্বিতীয় আখ্যা "অশ্ব"। উক্ত কারণেই রবির কিরণও "অশ্ব" অর্থাৎ ব্যাপী; সুতরাং সূর্য্য, কিরণ-সংযুক্ত অর্থাৎ 'অশ্ব'-বিশিষ্ট (ব্যাপক)। ইহা হইতেই পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, অশ্ব (কিরণ) সূর্য্যের বাহন। পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইল, ভাস্করের নামান্তর "অশ্ব"। অশ্বের অর্থাৎ ভানুর পত্নী অশ্বিনী (অশ্বা†)। অশ্ব ও অশ্বিনীর পুত্রদ্বয় অশ্বিনীকুমারযুগল নামে পুরাণে কিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও মৎস্যপুরাণে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বিবরণ বিবৃত আছে। প্রথমে মহাভারতের বর্ণনা প্রদত্ত হইল। সংজ্ঞা নামক রমণীর গর্ভে ও সূর্য্যের ঔরসে অশ্বিনীকুমারযুগল জন্ম গ্রহণ করেন। সংজ্ঞা, বিশ্বকর্ম্মার সুতা। এই বিশ্বকর্ম্মা দেবতাগণের শিল্পী, ইহা সকলে না হউন, অনেকেই অবগত আছেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, স্বর্গের বৈদ্য ছিলেন। শ্রুতিশাস্ত্রেও ইহাঁরা চিকিৎসক বলিয়া বিদিত ও সুবিখ্যাত। ইহাঁরা ২ দুই যমজ সহোদর; উভয়েই সমানাকার। অশ্বী, আশ্বিন, আশ্বিনেয়, দস্র ও নাসত্য এই ৫ পাঁচ নামে ইহাঁরা উভয়ে সর্ব্বত্র পরিচিত। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্মবিবরণ এইরূপ;—সূর্য্যের প্রণয়িনী সংজ্ঞা, স্বামীর উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, স্বীয় সহচরী ছায়াকে কহিলেন, —"সখী! আমি কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে পিত্রালয়ে গমন করিব। বৈবস্বত ও যম, আমার এই পুত্র ২ দুইটি ও যমুনা-নাম্নী আমার তনয়াকে তোমার করে সমর্পণ করিতেছি; যাহাতে উহারা কোন মতে কষ্ট ভোগ না করে, তদ্বিষয়ে সাবধান হইবে। আমি জনক-ভবনে গমন করি-

† লৌকিক ব্যাকরণানুসারে অশ্বের স্ত্রীলিঙ্গে 'অশ্বা' হইয়া থাকে। পৌরাণিক গ্রন্থে পত্নী অর্থে 'অশ্বিনী' হইয়াছে।

লাম, ইহা আমার পতি যেন অবগত না হন। তুমি আমার ন্যায় আকার ধারণ পূর্ব্বক মৎসদৃশ পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া থাকিবে।” সংজ্ঞার বচনানুসারে ছায়া, পতির ন্যায় সূর্য্যদেবের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ছায়ার গর্ভে ও সূর্য্যের ঔরসে শনি ও সাবর্ণি এই ২ দুই পুত্র এবং তপতী নামে ১ এক কন্যা জন্মিল। সূর্য্যদেব, সংজ্ঞার গর্ভজাত বৈবস্বত মনু ও যম এই পুত্রদ্বয় ও যমুনা-নাম্নী কন্যাকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি ছায়ার পুত্র কন্যাগণের উপর তাদৃশ সদ্ব্যবহার করিতেন না দেখিয়া ছায়া, সংজ্ঞার পুত্রদিগের প্রতি স্নেহের শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যম, বিমাতার (ছায়ার) ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে অতীব রোষ-পরবশ হইয়া বিমাতাকে (ছায়াকে) পদাঘাত করিবার জন্য পদদ্বয় উত্তোলন করিলেন। তাহাতে ছায়া এই বলিয়া অভিশম্পাত দিলেন, “যেহেতু তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া পদাঘাত করিতে উদ্যত হইলে, অতএব তোমার ২ দুই চরণেই শ্লীপদ (গোদ) হইবে।” অন্য গ্রন্থের মতে পাদ, ক্ষত যুক্ত ও কৃমিময় হউক, ছায়া এইরূপ অভিশপ্ত করেন। মাতৃশাপ প্রযুক্ত ক্ষতযুক্ত ও কীটপূর্ণ পদবিশিষ্ট হইয়া যমরাজ, পিতার নিকট গিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, “যিনি আমাদের লালন পালন করিতেছেন, তিনি আমাদের গর্ভধারিণী নহেন। কেননা জননী কখনও সন্তানকে শাপ দেন না। এই দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে কি উপায়ে অব্যাহতি পাই, আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।” সবিতা, স্বীয় পুত্রের রোগ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে ১ একটি কুক্কুর দিলেন। ঐ ক্ষত স্থান হইতে যে পূয় ও কীট নির্গত হইত, ঐ কুক্কুরটি তৎসমস্তই ভক্ষণ করিত। এইরূপে অল্প দিনে ঐ ক্ষত নিরাময় হইল। পুত্রের বাক্য শ্রবণে সূর্য্যদেব, অবিলম্বেই ছায়াসদনে গিয়া তাঁহাকে প্রকৃত বৃত্তান্ত কহিতে বলিলেন। ছায়া, ভয়চকিত চিত্তে বলিলেন, “প্রভু! আমি সংজ্ঞা নহি। সংজ্ঞা, আপনার প্রখর তেজ অসহ্য বোধ করিয়া নিজের কলেবর [illegible] আমাকে উৎপন্ন করিয়া বৈবস্ব[illegible] যম এই ২ দুই পুত্রকে ও য[illegible] ১ এক কন্যাকে আমার নিকট [illegible] পূর্ব্বক জনকালয়ে প্রস্থান করিয়াছেন [illegible] যাইবার সময় আমাকে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া যান, ‘আমি (সংজ্ঞা) তোমাকে (ছায়াকে) প্রতিনিধিস্বরূপে নিযুক্ত করিয়া যাইতেছি, আমার স্বামী যেন কোন প্রকারে বিদিত না হন।’ এক্ষণে আমি শাপভয়ে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিয়া সকল কথাই ব্যক্ত করিয়া ফেলিলাম।” তপনদেব তৎক্ষণাৎ শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেলেন। তথায় উপনীত হইয়া শ্বশুর বিশ্বকর্ম্মাকে আপন সহধর্ম্মিণী সংজ্ঞার বিষয় জিজ্ঞা-

সিলে, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "সংজ্ঞা যখন আমার নিকেতনে উপস্থিত হইয়া কহিল, 'আমি পতির দুঃসহ তেজ সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া তাঁহার অজ্ঞাতে আপনার নিকটে আসিয়াছি' আমি তখনই কন্যার এই রমণীবিগর্হিত কর্ম্মের জন্য (পতির অনভিমত কার্য্যের নিমিত্ত) নিতান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে বিস্তর তিরস্কার করিয়া গৃহ হইতে নিকাশিত করিয়া দিয়াছি। এখন সে কোথায় যে পলায়ন করিয়াছে, তাহা অবগত নহি।" তপনদেব, তদণ্ডেই যোগাসনে সমারূঢ় হইয়া ধ্যান-বলে জানিলেন, সংজ্ঞা উত্তর-কুরুবর্ষে ঘোটকীর রূপ ধারণ করিয়া আহার বিহার করিয়া বেড়াই-... তিনিও সংজ্ঞার সমীপে ঘোটকা-... গমন করিয়া ঘোটকরূপিণী ... সহিত সম্মিলিত হইয়া ...ল যাপন করিলেন। তৎপরেই অশ্বিনীকুমারযুগলের উৎপত্তি হয়।

তপনদেবের পুত্রোৎপাদন-বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থের মত ও পুত্র-কন্যার সংখ্যা পশ্চাৎ নিবদ্ধ হইল। সহজে বুঝিবার জন্য বংশতালিকাও প্রস্তাবের শেষে লিখিত হইল।

১। মহাভারতের মতে সূর্য্যের ঔরসে ও অশ্বিনীর গর্ভে অশ্বিনীকুমার-দ্বয় উৎপন্ন হন।

২। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, অশ্বিনীর উদরে সূর্য্যের আশ্বিন নামে ২ দুই যমজ পুত্র ও রেবন্ত নামে ১ এক তনয়, সমুদায়ে এই ৩ তিন সন্তান জন্মে।

৩। মৎস্যপুরাণপ্রণেতার মতে সূর্য্যের সহধর্ম্মিণী সংজ্ঞার গর্ভে মনু, যম ও যমুনার উদ্ভব হয়। রাজ্ঞী নাম্নী অপরা প্রেয়সীর উদরে রেবন্ত এবং প্রভা নামে অন্য এক প্রিয়তমার জঠরে প্রভাতের জন্ম হয়। প্রভা ও রাজ্ঞীর অপর প্রসঙ্গ দুষ্প্রাপ্য।

এইবার সূর্য্যের কয় পত্নী ও তাঁহা-দের নাম কি, লেখা যাইতেছে।

১। ভাগবত পুরাণে ইহাও লিখিত আছে যে, "সংজ্ঞা" ও "ছায়া" উভয়েই দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার কন্যা।*

২। মৎস্যপুরাণের মতে সংজ্ঞা, রাজ্ঞী ও প্রভা, সূর্য্যের ৩ তিন প্রণয়িনী।

শ্রুতিশাস্ত্র-বর্ণিত অশ্বিনীকুমারদ্বয় পুরাণে কি আকার ধারণ করিয়াছেন, ও সেই সূত্রে তাঁহাদের জনক-জননী সম্বন্ধেও কি অত্যদ্ভুত কিংবদন্তী-স্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, অশ্বিনীকুমারযুগ্মের বিমাতার বিস্ময়-কর ব্যবহার পাঠে মনে মনে কতই নব ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে, পাঠক-পাঠিকারা এখন বুঝিলেন।

* ইতিপূর্ব্বেই বৈদিক বিবরণের পর উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, মহাভারত-প্রণেতার মতে ছায়া সূর্য্যের সখী। বাস্তবিকও ইহা সুসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়; প্রত্যেক পুরুষের ছায়া, তাহার সহচর। সুতরাং সকল নারীর ছায়াও তাহাদের সহচরী। অতএব সংজ্ঞার প্রতিবিম্বও উঁহার সহচরী। পুরাণ-মতে সূর্য্যের ৪ চারি বনিতা।
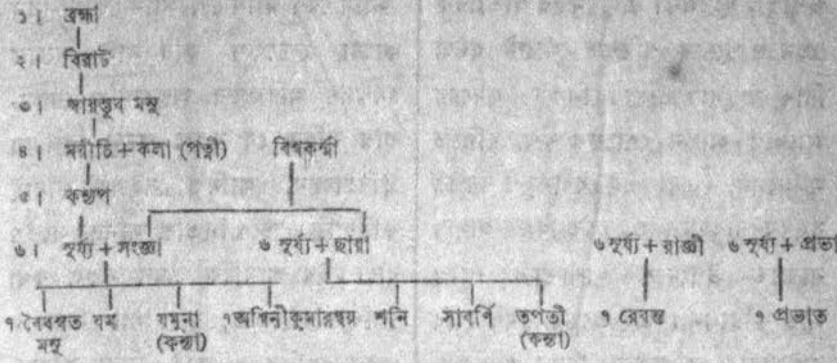
নর-সেবিকা শ্রীমতী যোসেফাইন বাট্‌লার্‌।

ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই পেলমেল গেজেটের সুযোগ্য সম্পাদক ইংরেজ জাতির ভূষণস্বরূপ ধর্ম্মবীর ষ্টেড সাহেবের নাম শুনিয়াছেন। বড় বেশী দিনের কথা নয়, প্রায় দুই বৎসর গত হইল, মহাত্মা ষ্টেড যে কারণে বীরের ন্যায় কারাগারে গমন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অবিদিত নাই। ইংরেজ সমাজে উচ্চ বংশীয় ইংরেজগণ দ্বারা যে সকল পাপ ও দুর্নীতি বহুদিন ধরিয়া গোপনে অনুষ্ঠিত হইতেছিল, সেই সকল পাপ দুর্নীতি নিবারণ করিতে যাইয়াই মহাত্মা ষ্টেডকে নানা কুচক্রে পড়িয়া অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। যে পুণ্যবতী রমণীর সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ বলিবার ইচ্ছা করিয়াছি, ইনিও কোন কোন বিষয়ে ষ্টেড সাহেবের দক্ষিণ হস্তের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। এই সাধ্বী রমণীর বিষয় পাঠ করিয়া আমরা যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছি, তাই আশার সহিত পাঠিকাগণকে ইঁহার জীবনের দুই একটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শ্রীমতী বাট্‌লারের স্নেহের পুতুল প্রাণতুল্য একটী কন্যা অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। এই কন্যার উপর বিবি বাট্‌লার প্রাণের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এই কন্যার মৃত্যুর পরে তিনি এতদূর শোকাকুল হইয়াছিলেন যে, অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে শোকের তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইতে হইয়াছিল। একদিন হৃদয় শোক-ভারে এতদূর আক্রান্ত হইয়াছিল, প্রাণ এমন অস্থির হইয়াছিল যে, তিনি আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না, শান্তির অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। কিছুকাল রাজপথে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু হৃদয়-জ্বালা কিছুতেই নিবারণ হইল না। অবশেষে দেবীর ন্যায় ভক্তির পাত্রী জনৈক 'কোয়েকার' (quaker) সম্প্রদায়ভুক্ত রমণীর গৃহে

উপস্থিত হইলেন। এই রমণীর স্বাভাবিক প্রেম ও পুণ্যের শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া বিবি বাট্‌লার তাঁহার নিকট হৃদয়ের আবেগে আপন শোকের কথা বলিতে লাগিলেন, এবং এই দেবীসদৃশী রমণীর সহৃদয় ব্যবহারে ও ততোধিক তাঁহার সারগর্ভ উপদেশে আশাতীত শান্তি লাভ করিলেন। এই শ্রদ্ধেয়া রমণী বিবি বাট্‌লারকে বলিলেন, "মা! প্রভু পরমেশ্বর তোমার হৃদয়ের ধন কন্যাকে তাঁহার কাছে ডাকিয়া লইয়াছেন; কিন্তু এদেশে এমন অনেক হতভাগ্য অনাথ সন্তান আছে, যাহারা তোমার হৃদয়ের একবিন্দু মাতৃ-স্নেহ পাইলে বাঁচিয়া যায়।"

এই উপদেশেই বিবি বাট্‌লারের জীবনের গতি ফিরিল, এই হইতেই তিনি জনহিতকর কার্য্যে আপন জীবন উৎসর্গ করিলেন। শোকের অগ্নি অনেক ঘরেই প্রজ্বলিত হয় বটে, শোকের কশাঘাত অনেককেই সহ্য করিতে হয় বটে, কিন্তু শোকের আগুনে পুড়িয়া অল্প লোকই উজ্জ্বল হয়, শোকের গভীরতা অনুভব করিয়া অল্প লোকই সংসারের অনিত্যতা অনুভব করিতে সমর্থ হয় এবং স্বার্থপরতা পরিহার করিয়া পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকে। শ্রীমতী বাট্‌লার আপন কার্য্যের কৈফিয়ত দিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন;—

"আমি বেশ জানি যে, আমি কোন নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই—অন্যান্য রমণীগণ অধিকতর অনুরাগ ও যোগ্যতার সহিত যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ কার্য্যই করিয়াছি। তবে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া আমাকে এমন সকল কথা লিখিতে হইতেছে, যাহা আমি চিরকাল গোপন করিব বলিয়াই, মনস্থ করিয়াছিলাম। আমাদের বাড়ীতে আমাদের শয়ন-গৃহ ব্যতীত আর একটী মাত্র বেশী ঘর ছিল। এই ঘরে আমি আমার প্রিয়তম স্বামীর অনুমতিক্রমে ক্রমান্বয়ে আমার এই সকল পতিতা ভগিনীগণকে আশ্রয় দিয়াছি। আমার স্বামী প্রফুল্ল হৃদয়ে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন এবং উৎসাহের সহিত আমার কার্য্যের সহায় হইয়াছেন। পতিতা ভগিনীগণ এক অবস্থাতে যে আমাদের গৃহে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন তাহা নয়, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া আমাদের গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। কেহ দুঃখে পড়িয়া, কেহ পীড়িতাবস্থায় আমাদের গৃহে আশ্রয় লইয়াছেন এবং আমরাও আমাদের বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘরে ইহাদিগকে আশ্রয় দিয়া সাধ্যানুসারে ইহাদিগের সেবা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অনেক সময় ঘরের অভাবে আমাদের বন্ধুবান্ধবগণকে আমরা একরাত্রি বাড়ীতে রাখিতে পারি নাই, আহারের পরে শয়ন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে নিকট-